প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা সার,
প্রতিহিংসা বিনা মম কিছু নাহি আর!"

২৯

নীরবিলা শেঠ-শ্রেষ্ঠ। অরুণ-লোচনে
হ'তেছিল যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত।
অধর রক্তাক্তপ্রায় দশন-দংশনে;
মুষ্টিবদ্ধ করদ্বয়। "স্বপনের মত"—
বলিলেন রাজা রাজবল্লভ তখন,
"বোধ হয় পাপিষ্ঠের অত্যাচার যত;
নর-প্রকৃতিতে নাহি সম্ভবে কখন।
মনুষ্য-হৃদয় নহে পাপাসক্ত এত।
এই অল্প দিনে, দেহ হয় রোমাঞ্চিত,
কি পাপে না বঙ্গভূমি হ'লো কলুষিত।

৩০

"ক্রমে পাপলিপ্সা-স্রোত হ'তেছে বিস্তার।
এই দুর্নিবার নদী, কে বলিতে পারে,
কোথা হবে পরিণত? কিছুদিন আর,
সতীত্ব-রতন এই বঙ্গের ভাণ্ডারে
থাকিবে না,—থাকিবে না কুলশীলমান
বঙ্গবাসীদের হায়! এখনো সরার

অনিশ্চিত ভয়ে, ত্রাসে কণ্ঠাগত প্রাণ।
সীমা হ'তে সীমান্তরে এই বাঙ্গালার,
উঠিতেছে হাহাকার, ভাবে প্রজাগণ
কেমনে রাখিবে ধন, রাখিবে জীবন।

৩১

"যে যন্ত্রণা দুরাচার দিতেছে আমায়
জানেন সকলে, আমি কি বলিব আর?
যে অবধি সিংহাসনে বসিয়াছে, হায়!
সে অবধি বিষদৃষ্টি উপরে আমার।
প্রিয় পুত্র কৃষ্ণদাস সহ পরিবার
হইয়াছে দেশান্তর; ইংরেজ বণিক্
আশ্রয় না দিত যদি, কি দশা আমার
হ'তো এত দিনে! মম প্রাণের অধিক
পত্নীপুত্র-বিরহেতে হয়েছি এখন,
নিদাঘে পল্লব-শূন্য তরুর মতন।

৩২

"কলিকাতা-জয়-কালে—কাঁপে কলেবর
অন্ধকূপ-অত্যাচার করিলে স্মরণ;
কেশরাশি কণ্টকিত হয় শিরোপর,
শঙ্কিত শজারুপৃষ্ঠ-কণ্টক যেমন!—

কলিকাতা-জয়-কালে, যদিও পামর
পেয়ে গ্রাসে ছাড়িয়াছে পুত্র কৃষ্ণদাস,
যে দিন হইবে পাপী নির্ভয় অন্তর,
সে দিন আমার হ'বে সবংশে বিনাশ।
বিপদে বেষ্টিত ব'লে মনে বড় ভয়,
আপাততঃ তাই প্রাণ রেখেছে নির্দ্দয়।

৩৩

"এই ত কলির সন্ধ্যা ; প্রগাঢ় তিমিরে
এখনো বঙ্গের মুখ হয়নি আবৃত।
এখনো রয়েছে আলো আশার মন্দিরে,
নয়ন না পালটিতে হবে অন্তর্হিত।
এই রজনীতে যথা ঘন জলধরে
অবিচ্ছিন্ন ব্যাপিয়াছে গগনমণ্ডল,
এইরূপে চিন্তা-মেঘ, ভীম বেশ ধ'রে,
ঢাকিবে সমস্ত বঙ্গ। দৌরাত্ম্য কেবল
গভীর জলদনাদে করিবে গর্জ্জন ;—
কার সাধ্য সেই ঝড় করিবে বারণ ?

৩৪

"এই কালে এত বিষ !—পূর্ণকলেবর
হবে যবে এ ভুজঙ্গ, না জানি তখন

হ'বে কিবা ভয়ঙ্কর তীব্র বিষধর।
নাশিবে নিশ্বাসে কত মানব-জীবন!
সকালে সকালে যদি না কর বিনাশ,
কিম্বা বিষদন্ত নাহি কর উৎপাটন,
কিছু পরে কার সাধ্য সহিবে নিশ্বাস,
বঙ্গসিংহাসন হ'তে ঘুচাবে বেষ্টন?
নিমীলিত নেত্রে থাকা আর শ্রেয়ঃ নয়;
সিংহাসনচ্যুত হবে কিসে দুরাশয়,

৩৫

"চিন্তা সদুপায়। মম এই অভিপ্রায়—
সহৃদয় ইংরাজের লইয়া আশ্রয়
রাজ্যভ্রষ্ট করি এই দুরন্ত যুবায়,
(কত দিনে বিধি বঙ্গে হইবে সদয়!)
সৈন্যাধ্যক্ষ সাধু মিরজাফরের করে
সমর্পি এ রাজ্যভার। তা হ'লে নিশ্চয়
নিদ্রা যাবে বঙ্গবাসী নির্ভয় অন্তরে;
হইবে সমস্ত রাজ্য শান্তি-সুধাময়!"
নীরবিলা নৃপমণি, উঠিল কাঁপিয়া
দুরু দুরু করি মিরজাফরের হিয়া।

৩৬

আরম্ভিলা কৃষ্ণচন্দ্র, 'ধরণী-ঈশ্বর,'
সম্বোধিয়া ধীরে রাজনগর-ঈশ্বরে
সসম্ভ্রমে,—"যা কহিলা সত্য, নৃপবর
কার সাধ্য অণুমাত্র অস্বীকার করে?
যে করে সে অতি মূঢ়! ভেবে দেখ মনে
শার্দ্দূল-কবল-গত, কিম্বা নাগপাশে
বদ্ধ যেই জন হায়! ভীষণ বেষ্টনে,
নিরাপদ, বসি যেন আপনার বাসে
ভাবে সে যদ্যপি মনে, তবে এ সংসারে
ততোধিক মূর্খ আর বলিব কাহারে?

৩৭

"একে ত অদূরদর্শী নৃশংস যুবক,
আজন্ম বর্দ্ধিত পাপে। হিংসা অহঙ্কার,
অলঙ্কার তার। তাহে পথপ্রদর্শক
হয়েছে ইতরমনা যত কুলাঙ্গার,
নীচাশয়। ইহাদের পরামর্শে হায়!
ফলিছে বঙ্গের ভাগ্যে যে বিষম ফল,
বলিতে বিদরে বুক; যথায় তথায়
হাহাকার-ধ্বনি রাজ্যে উঠিছে কেবল।

নাচে অত্যাচার, করে উলঙ্গ কৃপাণ ;
সুন্দর বাঙ্গালা-রাজ্য হয়েছে শ্মশান।

৩৮

"সেই দিন মহারাষ্ট্র বিপ্লবে বিশেষ
এ দেশ উপর্য্যুপরি হয়েছে প্লাবিত।
যথা এই দস্যুদল করেছে প্রবেশ
ভীম রোষে দাবানলরূপে আচম্বিত,
অগ্নিতে, অসিতে, অপহরণে সে দেশ
হইয়াছে মরুভূমি। সত্রাসে কৃষক
বিষাদে বিজন বনে করেছে প্রবেশ
না ডরি শার্দ্দূলে, সিংহে ; কুরঙ্গ-শাবক
অদূরে শুনিয়া ব্যাধ-বন-নিপীড়ন,
সভয়ে যেমতি পশে নিবিড় কানন !

৩৯

"ইঁহাদের দুরবস্থা করিতে মোচন,
কি যত্ন না করিয়াছে স্বর্গীয় নবাব
বীরশ্রেষ্ঠ আলিবর্দ্দি, সমরে শমন,
শিবিরে অপক্ষপাতী অমায়িক ভাব !
জীবনের অবসান, তথাপি উজ্জ্বল
ছিল ভস্ম-আচ্ছাদিত বহ্নির মতন ;

প্রভায় সমস্ত বঙ্গ ছিল সমুজ্জ্বল !
ছিল যেই সিংহাসনে, ইন্দ্রের মতন
পরাক্রমে পরন্তপ এতাদৃশ শূর,
এখন বসেছে এক ঘৃণিত কুক্কুর !

৪০

"বিরাজিত বঙ্গেশ্বর বিচিত্র সভায় !
কামিনী-কোমল-কোল রত্ন-সিংহাসন !
রাজদণ্ড সুরাপাত্র, যাহার প্রভায়
নবাব-নয়নে নিত্য ঘোরে ত্রিভুবন !
সুগোল মৃণালভুজ উত্তরীয় স্থলে
শোভিতেছে অংসোপরে; শুনিছে শ্রবণ
বামাকণ্ঠ-প্রেমালাপ মন্ত্রণার ছলে।
রমণীর সুশীতল রূপের কিরণ
আলোকিছে সভাস্থল; নৃপতি-সদন
সঙ্গীতে গাইছে অর্থী মনের বেদন।

৪১

"কিন্তু কি করিবে সখে ! বিধাতা বিমুখ
অভাগিনী বঙ্গ প্রতি। বলিতে না পারি
লিখিয়াছেন বিধি হায় ! কত যে কি দুঃখ
কপালে তাহার—চির-অভাগিনী নারী !

সেনকুল-কুলাঙ্গার, গৌড়-অধিপতি,
সপ্তদশ অশ্বারোহী তুরুকের ডরে,
কি কুলগ্নে কাপুরুষ বৃদ্ধ নরপতি
তেয়াগিল সিংহাসন সত্রাস অন্তরে!
সেই দিন হ'তে যেই দাসত্ব-শৃঙ্খল
প'ড়েছে বঙ্গের গলে, আর্য্যসুত-বল

৪২

"আর কি পারিবে তাহা করিতে খণ্ডন ?
জানেন ভবিতব্যতা। কিম্বা এ শৃঙ্খল
জেতৃভেদে কতবার হইবে নূতন
কে বলিবে! কে বলিতে পারে রণস্থল
পাণিপথে কত বার হবে পরীক্ষিত,
ভারত-অদৃষ্ট হায়! গিয়াছে পাঠান;
গতপ্রায় মোগলেরা; কিন্তু শৃঙ্খলিত
আছে এক ভাবে যত ভারতসন্তান
সার্দ্ধ পঞ্চশত বর্ষ! না জানি কখন
ভারত-দাসত্ব বিধি করিবে মোচন!

৪৩

"কিন্তু কি করিবে, হায়! জিজ্ঞাসি আবার
কি করিবে ? সেই দিন করিয়া মন্ত্রণা,

বরিলাম পূর্ণিয়ার পাপী দুরাচার,
বুঝিতে না পারি পাপ-আশার ছলনা।
কিন্তু পরিণামে হায় লভিনু কি ফল ?
সুরামত্ত, কামাসক্ত পড়িল সংগ্রামে,
যেমতি পড়িল ক্রৌঞ্চমিথুন দুর্ব্বল
ব্যাধকবি বাল্মীকির ব্যাধ-বিদ্ধবাণে।
নবাবের ঘোর কোপে পড়িয়া সকলে
না জানি পাইনু রক্ষা কোন্ পুণ্যফলে।

৪৪

"কিন্তু তাহা ভাবি মনে, এ শর-শয্যায়
কেমনে থাকিব বল ? দিবস যামিনী
থাকি সশঙ্কিত, ধন-প্রাণ-আশঙ্কায় ;
দুঃখে দিবা, অনিদ্রায় কাটি নিশীথিনী।
ভূত-ভয়ে ভীত জন ঘোর অন্ধকারে
স্বীয় পদ-শব্দে যথা হয় সত্রাসিত,
আমরা তেমন মৃদু পবনসঞ্চারে
ভাবি শমনের ডাক, হই রোমাঞ্চিত ?
অগ্নিতে নির্ভয় কভু সম্ভবে কি তার,
জতুগৃহে জ্ঞাতসারে বসতি যাহার ?

৪৫

"অতএব ইংরেজেরে করিয়া সহায়,
রাজ্যচ্যুত করি এই দুরন্ত পামরে—
যবন-কুলের গ্লানি !—মম অভিপ্রায়,
বসাইতে সৈন্যাধ্যক্ষে সিংহাসনোপরে।
অন্ধকূপ-অত্যাচার প্রতিবিধানিতে
এসেছে বৃটিশ-সিংহ—বীর-অবতার।
উদ্ধারিয়া কলিকাতা পশিল হুগ্লীতে
দ্রুত-ইরম্মদ-বেগে ; সৈন্য-পারাবার
নবাবের বিনাশিয়া ভাতিল অম্বরে
শিশির ভেদিয়া সূর্য্য হুগ্লীর সমরে।

৪৬

"অসম সাহসে পশি, অভয় হৃদয়ে
বিলোড়িয়া নবাবের সৈন্যের সাগর,
তুলেছিল যেই ঝড়, দন্তে তৃণ লয়ে
সভয়ে সিরাজদ্দৌলা ত্যজিল সমর।
দেখিতে দেখিতে পুনঃ ফরাশি ইংরাজ
মিলিল আহবে ঘোর ; গঙ্গা-তীরে, নীরে
জ্বলিল সমরানল ধরি ভীম সাজ ;
ভয়ে ভীতা ভাগীরথী বহিলেন ধীরে।

নবম দিবস পরে নভঃ আলো ক'রে,
উঠিল বৃঠিশ-ধ্বজা চন্দননগরে।

৪৭

"ফরাশির সম যোদ্ধা নাহি ভূ-ভারতে"
বঙ্গদেশে একবাক্যে বলিত সকলে।
সে ফরাশি-যশোরবি সেই দিন হ'তে
ক্লাইবের কটাক্ষেতে গেছে অস্তাচলে।
বিশেষ তাহার সনে বঙ্গ-সেনাপতি,
স্বীয় সৈন্যে যদি যুদ্ধে করেন মিলন,
—প্রভঞ্জনসহ সিন্ধু দুর্নিবার গতি,—
পাবক-সহায় হ'বে প্রবল পবন।
মুহূর্ত্তে ক্লাইব যুদ্ধে হ'লে সম্মুখীন,
উড়াইবে তৃণবৎ যুবা অর্ব্বাচীন।"

৪৮

এ যুক্তিতে সমবেত সভ্য যত জন,
কিছু তর্ক পরে. সবে হ'লেন সম্মত।
বলিলেন কৃষ্ণচন্দ্র ফিরায়ে নয়ন,—
"জানিতে বাসনা করি রাণীর কি মত?"
যবনিকা-অন্তরালে চিত্রার্পিত প্রায়
বসিয়া রমণীমূর্ত্তি : অস্পন্দ-শরীর :

নাহি বহিতেছে যেন ধমনী-শাখায়
রক্তস্রোত ; শূন্য দৃষ্টি, দুনয়ন স্থির।
এইরূপে বঙ্গমাতা বসি শূন্যমনে,
'রাণীর কি মত ?'—প্রশ্ন শুনিলা স্বপনে।

৪৯

'রাণীর কি মত ?' শুনি সুপ্তোত্থিতা প্রায়,
বলিতে লাগিলা রাণী ভবনী তখন,—
"আমার কি মত, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় !
শুনিতে বাসনা যদি, বলিব এখন।
যেই কাল রঙ্গে সবে চিত্রিলে নবাবে,
জানি আমি এই চিত্র অতি ভয়ঙ্কর ;
যতই বিকৃত কেন নিকৃষ্ট স্বভাবে
কর চিত্র, ততোধিক পাপাত্মা পামর।
রে বিধাতঃ ! কোন্ জন্মে করেছি কি পাপ ?
কোন্ দোষে সহে বঙ্গ এত মনস্তাপ ?

৫০

"সহজে অবলা আমি দুর্ব্বল-হৃদয়,
নৃপবর ! কি বলিব ? কিন্তু—এ চক্রান্ত
কৃষ্ণনগরাধিপের উপযুক্ত নয়।
কেন মহারাজ এত হইলেন ভ্রান্ত ?

কাপুরুষ-যোগ্য এই হীন মন্ত্রণায়
কেমনে দিলেন সায় একবাক্যে সব,
বুঝিতে না পারি আমি ; না বুঝিনু, হায়!
ভবাদৃশ বীরগণ,—বীরবংশোদ্ভব—
কেমনে হ'লেন হীন মন্ত্রে উত্তেজিত,
আমি যে অবলা নারী, আমার ঘৃণিত।

৫১

"লক্ষ্মণসেনের সেই কাপুরুষতায়
সহি এত ক্লেশ! তবে জানিলে কেমনে
তোমাদের ঘৃণাস্পদ এই মন্ত্রণায়
ফলিবে কি ফল পরে? ভেবে দেখ মনে,
সেনাপতি সিংহাসনে বসিবেন যবে,
তিনি যদি এতাধিক হন অত্যাচারী,—
ইংরাজ সহায় তাঁর,—কি করিবে তবে?
এ পাণ্ডিত্য আমি নারী বুঝিতে না পারি?
বঙ্গভাগ্যে এ বীরত্বে ফলিবে তখন
দাসত্বের বিনিময়ে দাসত্বস্থাপন।

৫২

"মহারাজ! একবার মানস-নয়নে
ভারতের চারিদিকে কর দরশন।

মোগল-গৌরব-রবি, আরঙ্গ্‌জিব সনে
অস্তমিত ; নহে দূর দিল্লীর পতন।
শুনিয়াছি দাক্ষিণাত্যে ফরাশি-বিক্রম
হতবল, মহাবল ক্লাইবের করে।
বঙ্গদেশে এই দশা—বৃটিশ-কেতন
উড়িছে ফরাশি দুর্গে হাসিয়া অম্বরে ?
ক্ষুব্ধসিংহ প্রতিদ্বন্দ্বী যূথপতি-বরে
আক্রমিবে কোন মতে, বসিয়া বিবরে

৫৩

"চিন্তে মনে মনে যথা, ক্লাইব তেমতি
আক্রমিবে বঙ্গেশ্বরে ভাবিছে সুযোগ।
তাহাতে তোমরা যদি সহ সেনাপতি
বর তাঁরে, তবে তাঁর প্রতাপ অমোঘ
হইবে অপ্রতিহত। যে ভীম অনল
জ্বলিবে সমস্ত বঙ্গে, পতঙ্গের মত
পোড়াবে নবাবে ; মিরজাফরের বল
কি সাধ্য নিবাবে তারে ? হবে পরিণত
দাবানলে ; না পারিবে এই ভীমানল
সমস্ত জাহ্নবীজল করিতে শীতল।

৫৪

"বঙ্গদেশ তুচ্ছ কথা ; সমস্ত ভারতে
বৃটিশের তেজোরাশি, বল অতঃপর
কে পারিবে নিবারিতে ? কে পারে জগতে
নিবারিতে সিন্ধূচ্ছ্বাস, ঝঞ্ঝা ভয়ঙ্কর ?
আছে মহারাষ্ট্রীয়েরা, বিক্রমে যাহার
মোগল-সাম্রাজ্য কেন্দ্র পর্য্যস্ত কম্পিত,
দস্যুব্যবসায়ী তারা, হবে ছারখার,
বৃটিশের রণদক্ষ সৈনিক সহিত
সম্মুখ সমরে। যেই শশী তারাগণে
জিনি শোভে, হততেজ ভানুর কিরণে।

৫৫

"যেইরূপে যবনেরা ক্রমে হতবল
হইতেছে দিন দিন, অদৃশ্যে বসিয়া
যেরূপে বিধাতা ক্রমে ঘুরাতেছে কল
ভারত-অদৃষ্ট যন্ত্রে, দেখিয়া শুনিয়া
কার চিত্ত হয় নাই আশায় পূর্ণিত ?
দাক্ষিণাত্যে যেইরূপ মহারাষ্ট্র-পতি
হ'তেছে বিক্রমশালী, কিছু দিন আর
মহারাষ্ট্র-পতি হবে ভারত-ভূপতি।

অচিরে হইবে পুনঃ ভারত-উদ্ধার।
সার্দ্ধপঞ্চশত দীর্ঘ বৎসরের পরে
আসিবে ভারত নিজ সন্তানের করে।

৫৬

"বিষম বিকল্প স্থানে আছি দাঁড়াইয়া
আমরা, অদূরে রাজ-বিপ্লব দুর্ব্বার।
নাহি কায অদৃষ্টের সিন্ধু সাঁতারিয়া,
ভাসি স্রোতোধীন, দেখি বিধি বিধাতার।
সিংহাসনচ্যুত করি বঙ্গ-ভূপতিরে,
জ্বালাইয়া বঙ্গে ঘোর বিপ্লব-অনল,
হায়! এইরূপে খড়্গ নবাবের শিরে
প্রহারি চক্রান্তবলে, লভিবে কি ফল?
ঘুচিবে কি অত্যাচার, বল নৃপবর!
অধীনতা অত্যাচার নিত্য সহচর।

৫৭

"জ্ঞানহীন নারী আমি, তবু মহারাজ!
দেখিতেছি দিব্য চক্ষে, সিরাজদ্দৌলায়
করি রাজ্যচ্যুত, শান্ত হবে না ইংরাজ।
বরঞ্চ হইবে মত্ত রাজ্য-পিপাসায়।
যেই শক্তি টলাইবে বঙ্গ-সিংহাসন,

থামিবে না এইখানে ; হয়ে উগ্রতর,
শোণিতের স্বাদে মত্ত শার্দ্দূল যেমন,
প্রবেশিবে মহারাষ্ট্র সৈন্যের ভিতর।
হ’বে রণ ভারতের অদৃষ্টের তরে
কি ভীষণ ! ভেবে মম শরীর শিহরে।

৫৮

“জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত
ভিন্নজাতি ; তবু ভেদ আকাশ পাতাল।
যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্দ্ধপঞ্চশত বর্ষ। এই দীর্ঘকাল
একত্র বসতি হেতু, হয়ে বিদূরিত
জেতা জিত বিষভাব, আর্য্যসুত সনে
হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত ;
নাহি বৃথা দ্বন্দ জাতি-ধর্ম্মের কারণে।
অশ্বথ-পাদপ-জাত উপবৃক্ষ মত,
হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত।

৫৯

বিশেষ তাদের এই পতন-সময় ;
কি পাতশাহ, কি নবাব, আমাদের করে
পুতুলের মত ; খুঁজে খোঁজ নাহি হয়,

কে কোথায় ভাসিতেছে আমোদ-সাগরে।
আমাদের করে রাজ্য-শাসনের ভার।
কিবা সৈন্য, রাজকোষ, রাজমন্ত্রণায়,
কোথায় না হিন্দুদের আছে অধিকার ?
সমরে, শিবিরে, হিন্দু প্রধান সহায়।
অচিরে যবন-রাজ্য টলিবে নিশ্চয় ;
উপস্থিত ভারতের উদ্ধার সময়।

৬০

"অন্যতরে—ইংরাজেরা নব্য পরিচিত ;
ইহাদের রীতি নীতি আচার বিচার
অণুমাত্র নাহি জানি। না জানি নিশ্চিত
কোথায় বসতি, দূর সমুদ্রের পার।
আমাদের সঙ্গে দেখ ভাবিয়া অন্তরে
কিবা ধর্ম্মে, কিবা বর্ণে, আকারে, আচারে,
ভয়ানক অসাদৃশ্য। বাণিজ্যের তরে
আসিয়া ভারতে এবে রাজ্যের বিস্তার
করিতেছে চারিদিকে ; দুর্দ্দান্ত প্রভাবে
কাঁপায়েছে বীরশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় নবাবে।

৬১

"বৃদ্ধ আলিবর্দ্দির সে ভবিষ্যদ্‌বাণী
ভুলেছ কি মহারাজ ? যদি কোন জন

ইংরাজের তেজোরাশি করিবারে গ্লানি
যোগাত মন্ত্রণা, বৃদ্ধ বলিত তখন—
'স্থলে জ্বলিয়াছে যেই সমর-অনল
না পারি নিবা'তে আমি ; তাহাতে আবার
প্রজ্বলিত হয় যদি সমুদ্রের জল,
কে বল এ বঙ্গদেশ করিবে নিস্তার ?'
এই সংস্কার তাঁর ছিল চিরদিন,
অচিরে ভারত হবে বৃটিশ-অধীন।

৬২

"বাণিজ্যের ব্যবসায়ে, নবাব-ছায়ায়,
এতই প্রভাব যার, ভেবে দেখ মনে,
নবাব অবর্ত্তমানে, এই বাঙ্গালায়
কে আঁটিবে তার সনে বীর-পরাক্রমে ?
মেঘাবৃত রবি যদি এত তপ্ত হায় !
মেঘমুক্ত হবে কিবা তেজস্বী বিপুল !
স্বাধীনতা-আশালতা, মুকুলিত প্রায়
ভারত-হৃদয়ে যাহা, হইবে নির্ম্মূল
প্রভাবে তাহার ; নাহি জানি অতঃপর
উঠিবে কি মহাঝড়,—এ কি ভয়ঙ্কর !"

৬৩

কড় কড় মহাশব্দে বিদারি গগন,
জিনি শত সিংহনাদ, সহস্র কামান,
অদূরে পড়িল বজ্র ধাঁধিয়া নয়ন।
গরজিল ঘন, ধরা হ'ল কম্পমান।
সেই ভীম মন্দ্র, রাণী ভবানীর কাণে
প্রবেশিল ; বলিলেন—"এ কি ভয়ঙ্কর !
ওই শুন মহারাজ ! বসিয়া বিমানে
শিরোপরে স্বরীশ্বর দেব পুরন্দর
কহিছেন ও কি কথা অভ্রান্ত ভাষায় !
দেখ কি অনল-লেখা আকাশের গায় !

৬৪

"অতএব মহারাজ ! এই মন্ত্রনায়
নাহি কায ; ষড়যন্ত্রে নাহি প্রয়োজন।
শীতলিতে নিদাঘের আতপ-জ্বালায়
অনল-শিখায় পশে কোন্ মূঢ় জন ?
'রাণীর কি মত ?'—শুন আমার কি মত ;—
ইন্দ্রিয়-লালসা-মত্ত সিরাজদ্দৌলায়
রাজ্যচ্যুত করা নহে আমার অমত,
(আহা ! কিন্তু অভাগার কি হবে উপায় !)

নিশ্চয় প্রকৃত রোগ হয়েছে নির্ণয়,
কিন্তু এ ব্যবস্থা মম মনোমত নয়।

৬৫

"আমার কি মত ? তবে শুন মহারাজ !
অসহ্য দাসত্ব যদি, নিষ্কোষিয়া অসি,
সাজিয়া সমর-সাজে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ সম্মুখরণে ; যেন পূর্ণ শশী,
বঙ্গ-স্বাধীনতা-ধ্বজা বঙ্গের আকাশে
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে
হাস্থক উজলি বঙ্গ। এই অভিলাষে
কোন্ বঙ্গবাসি-রক্ত ধমনী-ভিতরে
নাহি হয় উষ্ণতর ? আমি যে রমণী,
বহিছে বিদ্যুৎ-বেগে আমার ধমনী।

৬৬

"ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে,
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতর।
পরদুঃখে সদা মম হৃদয় বিদরে,
সহি কিসে মাতৃদুঃখ ? সত্য, শেঠবর !
বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থা সুবিস্তার
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন ;

হও অগ্রসর, নহে করি পরিহার
জঘন্য দাসত্ব-পথে কর বিচরণ।
প্রগল্‌ভতা মহারাজ! ক্ষম অবলার,
ভয়ে ভীত যদি, আমি দেখাব—আবার!”

৬৭

আবার ভীষণ নাদে অশনি-পতন;
আবার জীমূতবৃন্দ গর্জ্জিল ঘর্ঘরে;
বহিল ভীষণ-বেগে ভীম প্রভঞ্জন;
দূর হ’তে হুঙ্কারিয়া মহাক্রোধ-ভরে
বারিধারা রণক্ষেত্রে করিল প্রবেশ;
উঠিল তুমুল ঝড় ঝট্‌কায় ঝট্‌কায়
কাঁপাইয়া অট্টালিকা তরু-নির্ব্বিশেষ,
রণাহত মহীরুহ উপাড়ি ধরায়।
ছুটিল বিদ্যুৎ-বেগে ঝলসি নয়ন,
আলোকিয়া মুহুর্মুহুঃ প্রকৃতি ভীষণ।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ।

কাটোয়া—বৃটিশ-শিবির।

১

দিবা অবসান প্রায়; নিদাঘ-ভাস্কর
বরষি অনলরাশি সহস্র কিরণ,
পাতিয়াছে বিশ্রামিতে ক্লান্ত কলেবর,
দূর তরুরাজিশিরে স্বর্ণ-সিংহাসন।
খচিত সুবর্ণ মেঘে সুনীল গগন
হাসিছে উপরে; নীচে নাচিছে রঙ্গিণী
চুম্বি মৃদু কলকলে মন্দ সমীরণ,
তরল সুবর্ণময়ী গঙ্গা তরঙ্গিণী।
শোভিছে একটি রবি পশ্চিম গগনে,
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে।

২

অদূরে কাটোয়া-দুর্গে বৃটিশ-কেতন
উড়িছে গৌরবে, উপহাসিয়া ভাস্করে।
উঠিতেছে ধূমপুঞ্জ আঁধারি গগন,
ভস্মিয়া যবন-বীর্য্য কাটোয়া-সমরে।
সশস্ত্র বৃটিশ সৈন্য তরী আরোহিয়া
হইতেছে গঙ্গাপার,—অস্ত্র ঝলঝলে ;
দূর হ'তে বোধ হয়, যাইছে ভাসিয়া
জবা-কুসুমের মালা জাহ্নবীর জলে।
রক্তবস্ত্রে, রণ-অস্ত্রে, রবির কিরণ
বিকাশিছে প্রতিবিম্ব, ধাঁধিয়া নয়ন।

৩

বৃটিশের রণবাদ্য বাজে ঝম্ ঝম্,
হইতেছে পদাতিক-পদ সঞ্চালন
তালে তালে, বাজে অস্ত্র ঝনন্ ঝনন্ ;
হ্রেষিছে তুরঙ্গ রঙ্গে, গর্জ্জিছে বারণ।
থেকে থেকে বীরকণ্ঠ সৈনিকের স্বরে,
ঘুরিছে ফিরিছে সৈন্য ভুজঙ্গ যেমতি
সাপুড়িয়া মন্ত্রবলে ;—কভু অস্ত্র করে,
কভু স্কন্ধে ; ধীরপদ, কভু দ্রুতগতি।

‘ড্রমের’ ঝর্ঝর রব, ‘বিপুল’ ঝঙ্কার,
বিজ্ঞাপিছে বৃটিশের বীর্য্য অহঙ্কার।

৪

নীরবে—সৈন্যের স্রোত বহিছে নীরবে
অতিক্রমি ভাগীরথী; বিরাজে বদনে
গম্ভীরতা-প্রতিমূর্ত্তি; আসন্ন আহবে
বিমল চিন্তার স্রোত উচ্ছ্বসিছে মনে
হতভাগ্যদের, আহা! প্রতিবিম্ব তার
ভাসিছে নয়নে, ওই ভাসিছে বদনে!
পরিতাম যদি আমি চিত্রিতে সবার
বদনমণ্ডল, তবে মানবের মনে
যত সুকুমার ভাব হয় উদ্দীপিত,
এই চিত্র মূর্ত্তিমান্ হ’ত বিরাজিত।

৫

কোন হতভাগা আহা! বসিয়া বিরলে
প্রেমের প্রতিমা পত্নী স্মরিয়া অন্তরে
নীরবে ভাসিছে দুই নয়নের জলে;
ভাসে ভারাক্রান্তচিত্ত বিষাদ-সাগরে।
ভুলেছে সমরসজ্জা, না দেখে নয়নে
শিবির,—সৈনিক,—সেনা—নদী ভাগীরথী;

রণবাদ্য ঘনরোল না পশে শ্রবণে ;
প্রেমমন্ত্র-মুগ্ধ-চিত, প্রেম-মুগ্ধ-মতি।
কেবল দেখিছে প্রিয়া-বদন-চন্দ্রিমা,
কেবল শুনেছে প্রেম-ভাষা মধুরিমা !

৬

কোথায় বা বিদায়ের হৃদয়বেদনা
স্মরিয়া মরমে, আহা ! চিত্রি স্মৃতিবলে
অশ্রুসিক্ত প্রণয়িনী-বদনচন্দ্রিমা,
বিকচ গোলাপ যথা শিশিরের জলে ;—
নেত্রনীলোৎপল হ'তে প্রেমে উচ্ছ্বসিয়া
ঝরেছিল যেইরূপে অশ্রুমুক্তাবলী,
প্রফুল্ল পঙ্কজ যথা প্রভাতে ফুটিয়া
বরষে শিশিরবিন্দু সমীরণে টলি ;
বেণীমুক্ত কেশরাশি ; অলক্ত অধর,
সতত সরস, পূর্ণ অমৃতশীকর ;—

৭

কাঁদে কোন হতভাগা। ভাবে নিরন্তর,
আর কি সে চারু মুখ দেখিবে নয়নে ?
আর কি সে প্রেমময়ী-কোমল-অধর
চুম্বিবে প্রণয়-উষ্ণ সুদীর্ঘ চুম্বনে ?

আসন্ন সমরক্ষেত্রে, নশ্বর সমরে,
প্রহারিবে যবে অরি অসি উগ্রতর,—
দেখিবে সে মুখচন্দ্র। মধ্যাহ্ন ভাস্করে
জিনি, তোপ-বিনিঃসৃত গোলা ভয়ঙ্কর
আসিবে হুঙ্কারি যবে, দেখিয়া তখন
সে মুখ সজলশশী, ত্যজিবে জীবন।

৮

আবার কোথায় কাঁদে বিকল অন্তরে
অভাগা জনক, স্মরি অপত্য-মমতা।
আর কি লইবে কোলে, চুম্বিবে আদরে,
সুবর্ণকুসুম পুত্র, কন্যা স্বর্ণলতা?
কেহ বা ভাবিয়া বৃদ্ধ জনক জননী
কাঁদিছে নীরবে দুঃখে, আনায় মাঝার
কুরঙ্গশাবক কাঁদে নীরবে যেমনি,
ভাবি অবিলম্বে হবে ব্যাধের আহার।
এইরূপে মনোভাব কুসুম-কোমল,
গঙ্গাতীরে, নীরে, ফুটে ঝরে অবিরল!

৯

শ্বেতদ্বীপ-সুত কেহ ভাবিয়া স্বদেশ—
বীরত্বের রঙ্গভূমি, ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার,

স্বাধীনতা-চিরবাস, গৌরবে দিনেশ,
সভ্যতার সুশিক্ষার উন্নতি-আধার,—
হায় রে পূর্ব্বের রবি গিয়াছে পশ্চিমে!
অধীর স্মৃতির অস্ত্রে; ভাবে মনে মনে,
দেখিবে সে জন্মভূমি আর কত দিনে।
দেখিবে কি পুনঃ আহা! এ মর জীবনে?
শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ভাবি শ্বেতাঙ্গিনী প্রিয়া,
অধীর বিচ্ছেদ-বাণে, ফাটে বীর হিয়া!

১০

কেহ বা ভাবিছে এই আসন্ন সমরে
কীর্ত্তির কিরীট-রত্ন লভিবে অচিরে;
কেহ ভাবে পদোন্নতি; কেহ অর্থতরে,
আকাশ করিছে পূর্ণ সুবর্ণ মন্দিরে।
কেহ বা কল্পন-বলে বধিয়া নবাবে,
বিজয়-পতাকা তুলি পশি কোষাগারে
লুটিতেছে ধনজাল; কল্পনা-প্রভাবে
লুণ্ঠন করিয়া শেষ, যোড়শোপচারে
পূজিতেছে প্রণয়িনী কোন বীরবর,
সুবর্ণে সৃজিয়া হর্ম্ম্য অতি মনোহর।

১১

ধন্য আশা কুহকিনি! তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন!
দুর্ব্বল-মানব-মনোমন্দিরে তোমায়
যদি না সৃজিত বিধি; হায়! অনুক্ষণ
নাহি বিরাজিতে তুমি যদি সে মন্দিরে;
শোক, দুঃখ, ভয়, ত্রাস, নিরাশ-প্রণয়,
চিন্তার অচিন্ত্য অস্ত্র নাশিত অচিরে
সে মনোমন্দির শোভা। পলাত নিশ্চয়
অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানদেবী ছাড়িয়া আবাস;
উন্মত্ততা ব্যাঘ্ররূপে করিত নিবাস;

১২

ধন্য, আশা কুহকিনি! তোমার মায়ায়
অসার সংসারচক্র ঘোরে নিরবধি!
দাঁড়াইত স্থিরভাবে, চলিত না হায়!
মন্ত্রবলে তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি!
ভবিষ্যৎ-অন্ধ মূঢ় মানব সকল
ঘুরিতেছে কর্ম্মক্ষেত্রে বর্ত্তুল আকার
তব ইন্দ্রজালে মুগ্ধ, পেয়ে তব বল
যুঝিছে জীবন-যুদ্ধ হায়! অনিবার।

নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে,
নাচাও তেমতি তুমি অর্ব্বাচীন নরে।

১৩

ওই যে কাঙ্গাল বসি রাজপথ ধারে,—
দীনতার প্রতিমূর্ত্তি !—কঙ্কাল-শরীর ;
জীর্ণ পরিধেয় বস্ত্র, দুর্গন্ধ আধার ;
দুনয়নে অভাগার বহিতেছে নীর।
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে এ তিন প্রহর
পাইয়াছে যাহা, তাহে জঠর-অনল
নাহি হবে নির্ব্বাপিত ; রুগ্ন কলেবর ;
চলে না চরণ, চক্ষে ঘোরে ধরাতল।
কি মন্ত্র কহিলে তুমি অভাগার কাণে,
চলিল অভাগা পুনঃ ভিক্ষার সন্ধানে।

১৪

ধর্ম্মাধিকরণে বসি নিম্ন কর্ম্মচারী,
উদরে জঠর-জ্বালা, গুরু কার্য্যভারে
অবনত মুখ,—ওই হংসপুচ্ছধারী
বীরবর,—যুঝিতেছে অনন্ত প্রহারে
মসীপাত্র সহ, প্রভু-পদাঘাত-ভয়ে
যথা শালবৃক্ষ করে, গিরি-শিরোপরে

যুঝিল ত্রেতায় বীর অঞ্জনা তনয়
নীল সিন্ধু সহ, ডরি সুগ্রীব বানরে !
ঘর্ম্মসহ অশ্রুবিন্দু বহে দর দর,
ভাবিতেছে এই পদ ত্যজিবে সত্বর।

১৫

না জানি কি ভবিষ্যত্। আশা মায়াবিনি !
চিত্রিলে নয়নে তার ; মুছি ঘর্ম্মজল,
মুছি অশ্রুজল পুনঃ লইয়া লেখনী,
আরম্ভিল মসীযুদ্ধ হইয়া সবল।
নবীন প্রেমিক ওই বসিয়া বিরলে,
না পেয়ে প্রিয়ার পত্রে তব দরশন,
নিরাশ প্রণয়ে ভাসে নয়নের জলে,
ভঙ্গ-প্রায় অভাগার প্রণয়-স্বপন।
শুনিয়া তোমার মৃদু সুমধুর ভাষা
বলিল নিশ্বাস ছাড়ি—"না ছাড়িব আশা।"

১৬

যথা যবে বহে বেগে ভীম প্রভঞ্জন,
সামান্য সরসীনীর হয় হিল্লোলিত ;
আসন্ন আহবে ক্ষুদ্র পদাতিক মন
করেছে তেমতি হায় আজি উচ্ছ্বসিত !

কিম্বা সৌরকর যথা মুকুটরতন
রচি ইন্দ্রচাপে, রঞ্জে নীল কাদম্বিনী ;
তেমনি সৈন্যের ম্লান বিষাদিত মন
ছলে দুরাকাঙ্ক্ষা, চিত্রে আশা মায়াবিনী।
হয় যদি ইহাদের দুরাশা পূরণ,
কত পর্ণগৃহ হবে রাজার ভবন।

১৭

অথবা সুদূরে কেন করি অন্বেষণ ?
দুরাশার মন্ত্রে মুগ্ধ আমি মূঢ়মতি !
নতুবা যে পথে কোন কবি বিচরণ
করেনি, সে পথে কেন হবে মম গতি ?
বঙ্গ ইতিহাস, হায়, মণিপূর্ণ খনি !
কবির কল্পনালোকে কিন্তু আলোকিত
নহে যা, কেমনে আমি, বল কুহকিনি !
মম ক্ষুদ্র কল্পনায় করি প্রকাশিত ?
না আলোকে যদি শশী তিমিরা রজনী,
নক্ষত্রের নহে সাধ্য উজলে ধরণী।

১৮

কোন্ পুন্যবলে সেই খনির ভিতরে
প্রবেশি, গাঁথিয়া মালা অবিদ্ধ রতনে,

দোলাইব মাতৃভাষা কম কলেবরে,—
স্থকবি স্থকরে গাঁথা মহাকাব্য ধনে
সজ্জিত যে বরবপুঃ ? কিম্বা অসম্ভব
নহে কিছু, হে দুরাশে ! তোমার মায়ায় ;
কত ক্ষুদ্র নর, ধরি পদছায়া তব,
লভিয়াছে অমরতা এ মর ধরায় ।
অতএব দয়া করি কহ দয়াবতি !
কি চিত্রে রঞ্জিছ আজি শ্বেত সেনাপতি ?

১৯

শিবির অনতিদূরে, বসি তরুতলে
নীরবে ক্লাইব, মগ্ন গভীর চিন্তায় ।
গম্ভীর মুখশ্রী, কিন্তু বদনমণ্ডলে
নাহি স্বরূপের চিহ্ন ; মনোহারিতায়
নাহি রঞ্জে শ্বেত কান্তি ; অথচ যুবার
সর্ব্বাঙ্গ সৌষ্ঠবময় । প্রশস্ত ললাট
বীরত্বের রঙ্গভূমি, জ্ঞানের আধার ।
বক্ষঃস্থল যেন যমপুরীর কপাট,—
প্রশস্ত সুদৃঢ় ; বহে তাহার ভিতর
দুরাকাঙ্ক্ষা, দুঃসাহস স্রোতঃ ভয়ঙ্কর ।

২০

যুগল নয়ন জিনি উজ্জ্বল হীরক
আভাময়; অন্তর্ভেদি তীব্র দৃষ্টি তার
স্থির, অপলক, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক।
যে অসম সাহসাগ্নি হৃদয়ে তাঁহার
জ্বলে, যথা অগ্নিগিরি অন্তঃস্থ অনল,
প্রদীপ্ত নয়নে সদা প্রতিভা তাহার—
ভুবনবিজয়ী জ্যোতিঃ—বরষে গরল
শত্রুর হৃদয়ে; কিন্তু কখন আবার,
সে নেত্রনীলিমা, নীল নরকাগ্নি মত,
দেখায় চিত্তের সুপ্ত দুষ্প্রবৃত্তি যত।

২১

নীরবে, নির্জ্জনে, বীর বসি তরুতলে;—
অর্থহীন উর্দ্ধদৃষ্টি। বোধ হয় মনে
ভেদিয়া গগন দৃষ্টি কল্পনার বলে
ভবিতব্যতার ঘোর তিমির ভবনে
প্রবেশিয়া, চেষ্টিতেছে দূর ভবিষ্যত্
নিরখিতে। নিরখিতে,—যেই দুরাচার
দুরন্ত যুবক ছিল দুষ্প্রবৃত্তি-রত,
নির্ভর হৃদয় সদা, পিতা মাতা যার

পাঠাল ভারতবর্ষে সৌভাগ্যের তরে,
অথবা মরিতে দূরে মান্দ্রাজের জ্বরে,—

২২

নিরখিতে অদৃষ্টে সে অভাগা যুবার
আর কি লিখিছে বিধি; করিবে দর্শন
অদৃষ্টচক্রের কত আবর্ত্তন আর।
মধ্যাহ্ন-রবির জ্যোতিঃ করিয়া হরণ,
জ্বলিতেছে দুনয়ন; তাহে রূপান্তর
হইতেছে মুহুর্মুহুঃ; আরক্ত এখন
বৃটিশ-সুলভ-রাগে; মুহূর্ত্তেক পর,
করিল বিষাদে যেন ঘন আচ্ছাদন।
কভু ক্রোধে বিস্ফারিত, চিন্তায় কুঞ্চিত,
কখন করুণ রসে হতেছে আর্দ্রিত।

২৩

নীরবে ভাবিছে বীর,—"হায় উপেক্ষিয়া
সমগ্র সমর-সভা, নিষেধ সবার,
অণুমাত্র ভবিষ্যত্ মনে না ভাবিয়া,
দিলাম একাকী রণ-সমুদ্রে সাঁতার।
যদি ডুবি, একা নহি, ডুবিবে সকল
কি পদাতি, অশ্বারোহী আমার সহিত;

ডুবিবে বৃটিশ রাজ্য, যাবে রসাতল;
বৃটিশ-গৌরব-রবি হবে অন্তর্হিত।
যদি ভীম ভূকম্পনে ভাঙ্গে শৃঙ্গবর,
পড়ে তরু গুল্ম হর্ম্ম্য সহিত শিখর।

২৪

"একই ভরসা মিরজাফর যবন।
যবনেরা যেইরূপ ভীরু প্রবঞ্চক,
ইহাদের সন্ধিপত্রে বিশ্বাস স্থাপন
করি কোন্ মতে ? যেন ভীষণ তক্ষক
আছে পাপী উমিচাঁদ, ফণা আস্ফালিয়া।
যেই মহামন্ত্রে মুগ্ধ করিয়াছি তারে
যদি সে জানিতে পারে, ক্রোধে গরজিয়া
একই নিশ্বাসে পাপী নাশিবে সবারে।
নর রক্তে সন্ধিপত্র হবে প্রক্ষালিত,
অন্ধকূপ-হত্যা পুনঃ হবে অভিনীত।

২৫

"যদি প্রতারণা মিরজাফরের মনে
থাকে,—এখনও নাহি চিহ্ন মাত্র তার—
যদি এই সন্ধি মিরজাফরের সনে
হয় দুষ্ট নবাবের ষড়যন্ত্র সার;

সসৈন্য সমরক্ষেত্রে না মিশিয়া যদি,
পশে সেনাপতি নিজে সম্মুখ সমরে ;
তবেই ত বিপদের না রবে অবধি,
পড়িব পতঙ্গ যেন অনল ভিতরে।
এই স্বল্প সেনা লয়ে কি হইবে তবে,
ভেলায় ভরসা করি ভাসিয়া অর্ণবে ?

২৬

"শুধু পরাজয় নহে, তাহার কারণ
নাহি ভাবি, নাহি ডরি কালের কবল ;—
লভিয়াছি যবে এই মানব-জীবন,
মৃত্যু ত আমার পক্ষে নিয়তি কেবল !
কিন্তু যদি আমাদের হয় পরাজয়,
বাঙ্গালার স্বর্ণ-প্রসূ বাণিজ্যের আশা
ডুবিবে অতল জলে ; ঘুচিবে নিশ্চয়
ইংলণ্ডের আন্তরিক রাজ্যের পিপাসা।
শত্রুশ্রেষ্ঠ ধরাতলে পতিত দেখিয়া,
দক্ষিণে ফরাশি-সিংহ উঠিবে গর্জ্জিয়া।

২৭

"কিন্তু হস্তচ্যুত পাশা হয়েছে যখন
কি হবে ভাবিয়া এবে ? কে কবে ভাবিয়া

আজি জানিয়াছে, কালি কি হবে ঘটন ?
যা আছে অদৃষ্টে আর দেখি পরীক্ষিয়া।
দুইবার যমদণ্ড হানি শিরোপরে
নিজ হস্তে না মরিনু ; না মরিনু হায় !
অব্যর্থ-সন্ধানী সেই সৈনিকের করে ;
মরিতে কি অবশেষে,—বুক ফেটে যায় !—
নরাধম কাপুরুষ যবনের করে ?
মরিলেও এই দুঃখ থাকিবে অন্তরে।

২৮

“সেই দিন প্রভঞ্জন-পৃষ্ঠে আরোহিয়া,
পশিনু সাহসে যবে আর্কট নগরে ;
বজ্রাঘাত, ঝঞ্ঝাবাত, ঝড়ে উপেক্ষিয়া,
পশিনু বিদ্যুৎবেগে দুর্গের ভিতরে।
বীরত্ব দেখিয়া ভয়ে দুর্গবাসিগণ
পলাইল বিনা যুদ্ধে ;—কুরঙ্গ যেমতি
যূথমধ্যে ক্রুদ্ধ সিংহ করি দরশন ;—
মুহূর্ত্তেকে হইলাম দুর্গ-অধিপতি !
সেই দিন বজ্র নাহি পড়িল মাথায় ;
শত্রুর কৃপাণ নাহি পশিল গলায়।

২৯

"কিম্বা পঞ্চাশত্ দিন আক্রমণ পরে,
—স্মরিলে সে কথা, রক্তে বিদ্যুত্ খেলায়—
হোসেনের মৃত্যুদিন উপলক্ষ্য করে,
উন্মত্ত যবন-সৈন্য করিয়া সহায়,
পশিল কর্ণাটরাজ নিশীথ সময়ে।
পঞ্চশত সৈন্যে, দশসহস্র সেনায়
বিমুখিনু সেই দিন, তুলিনু বিমানে
বৃটিশের সিংহনাদ কাঁপায়ে 'রাজায়' ;
মরিতে কি এই ভীরু নবাবের করে ?
না—তা নয় ! আছে মম এই হস্তোপরে

৩০

অন্ধকূপহত্যা প্রতিবিধানের ভার ;
রক্ষিতে ভারতবর্ষে বৃটিশ-গৌরব
দণ্ডিয়া নবাবে। হেন উদ্দেশ্য যাহার
তার কাছে কি অসাধ্য কিবা অসম্ভব ?
অবশ্য পশিব রণে, জিনিব সমর ;
অবশ্য সিরাজদ্দৌলা পাবে প্রতিফল ;
'হও অগ্রসর, রণে হও অগ্রসর'—
আমার অন্তর-আত্মা কহিছে কেবল।

না জানি কি মহাশক্তি অন্তরে আমার
আবির্ভূত আজি, আমি ইঙ্গিতে তাহার

৩১

চলিতেছি ইচ্ছাহীন পুতুলের প্রায়।”—
বলিতে বলিতে বীর, ত্যজিয়া আসন
ভ্রমিতে লাগিলা দ্রুত, নিরখি ধরায়;
ভূতল ভেদিয়া যেন যুগল নয়ন
গিয়াছে কোথায়, ধরা দেখা নাহি যায়।
কল্পনা-তাড়িত পক্ষে মানস চঞ্চল,
অতিক্রমি নীল সিন্ধু লহরীমালায়,
বিরাজে ইংলণ্ডে কভু; ভাবী রণস্থল
চিত্রে কভু; সেই চিত্রে হৃদয়ে তাঁহার
কত আশা, কত ভয়, হ’তেছে সঞ্চার।

৩২

চিন্তা-অবসন্ন মনে কিছুক্ষণ পরে,
নিমীলিত নেত্রে পুনঃ বসিলা আসনে
অকস্মাৎ চারিদিকে ভাসিল সত্বরে
স্বর্গীয় সৌরভরাশি; বাজিল গগনে
কোমল-কুসুম-বাদ্য,—সঙ্গীত তরল;
সহস্র ভাস্কর তেজে গগন-প্রাঙ্গণ

ভাতিল উপরে; নিম্নে হাসিল ভূতল;
নামিল আলোকরাশি ছাড়িয়া গগন।
সবিস্ময়ে সেনাপতি দেখিলা তখনি,
জ্যোতির্বিমণ্ডিতা এক অপূর্ব্ব রমণী।

৩৩

যুবতীর শুভ্র কান্তি, নয়ন নীলিমা,
রঞ্জিত ত্রিদিব রাগে অলক্ত অধর,
রাজরাজেশ্বরীরূপ, অঙ্গের-মহিমা,
কি সাধ্য চিত্রিবে কোন নর চিত্রকর?
শ্বেতাঙ্গ সজ্জিত শ্বেত উজ্জ্বল বসনে,
খেলিছে বিজলী, বস্ত্র অমল ধবলে;
তুচ্ছ করি মণিমুক্তা পার্থিব রতনে,
ঝলসে নক্ষত্ররাজি বসন-অঞ্চলে।
বেশ ভূষা ইংলণ্ডীয় ললনার মত,
স্বর্গীয় শোভায় কিন্তু উজ্জ্বল সতত।

৩৪.

অর্দ্ধ-অনাবৃত পীন পূর্ণ পয়োধর;
তুষার উরস, স্বচ্ছ স্ফটিক আকার,
দেখাইছে রমণীর অমল অন্তর,—
চিরপ্রসন্নতাময়, প্রীতিপারাবার।

নহে উপমেয় সেই বদনচন্দ্রমা,
—কিম্বা যদি দেখিতাম লিখিতাম তবে—
স্বর্গীয় শারদ শশী সে মুখ-সুষমা ;—
বিশ্ববিমোহিনী আহা ! অতুলিতা ভবে !
বসন্তরূপিণী ধনী ; নিশ্বাস মলয় ;
কোকিল কোমল কণ্ঠ ; নেত্র কুবলয়।

৩৫

কোটি কোহিনুর-কান্তি করিয়া প্রকাশ,
শোভিছে ললাট-রত্ন সেই বরাননে ;
গৌরবের রঙ্গভূমি, দয়ার নিবাস,
প্রভুত্ব ও প্রগল্‌ভতা ব'সে একাসনে।
শোভে বিমণ্ডিত যেন বালার্ক-কিরণে
কনক-অলকাবলী—বিমুক্ত কুঞ্চিত,
অপূর্ব্ব খচিত চারু কুসুম রতনে,—
চির-বিকসিত পুষ্প, চির-সুবাসিত।
বামার সুরভি শ্বাস, কুসুম-সৌরভ,
ঘ্রাণে মর অমরতা করে অনুভব !

৩৬

ঝলসিছে শীর্ষোপরি কিরীট উজ্জল,
নির্ম্মিত জ্যোতিতে, জ্যোতির্ম্মালায় খচিত,

জ্যোতিরত্নে অলঙ্কৃত, জ্যোতিই সকল ;
জ্বলিছে হাসিছে জ্যোতিঃ চিরপ্রজ্বলিত।
উজ্জ্বল সে জ্যোতিঃ, জিনি মধ্যাহ্ন-তপন ;
অথচ শীতল যেন শারদ চন্দ্রিমা ;
যেমন প্রখর তেজে ঝলসে নয়ন,
তেমতি অমৃতমাখা পূর্ণ মধুরিমা।
ক্লাইব মুদিত নেত্রে জাগ্রত স্বপনে,
ভুবন-ঈশ্বরী-মূর্ত্তি দেখিলা নয়নে !

৩৭

বিস্মিত ক্লাইবে চাহি সস্মিত বদনে,
আরম্ভিলা সুরবালা—"কি ভয় বাছনি ?"
রমণীর কলকণ্ঠ সায়াহ্ন-পবনে
বহিল উল্লাসে মাতি, সেই কণ্ঠধ্বনি
শুনিতে জাহ্নবীজল বহিল উজান ;
অচল হইল রবি অস্তাচল-শিরে,
মুহূর্ত্ত করিতে সেই স্বরসুধা পান।
সঞ্জীবনী সুধারাশি সমস্ত শরীরে
প্রবেশিল ক্লাইবের, বহিল সে ধ্বনি
আনন্দে ধমনী-স্রোতে : নাজিল অমনি

৩৮

শ্লথ হৃদয়ের যন্ত্রে,—"কি ভয় বাছনি ?
ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী আমি, সুভাগিনী,
লক্ষ্মী কুললক্ষ্মী আমি, শুন বীরমণি !
রাজলক্ষ্মী মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ আদরিণী
বিধাতার ; পরাক্রমী পুত্রের গৌরবে
আমি চিরগৌরবিণী। ত্রিদিবে বসিয়া
কটাক্ষে জানিতে আমি পারি এই ভবে
কখন কি ঘটে ; দেখি অদৃশ্যে থাকিয়া
পার্থিব ঘটনাস্রোতঃ ; চিন্তি অনিবার
ইংলণ্ডের রাজ্যস্থিতি, উন্নতি, বিস্তার।

৩৯

"তোমার চিন্তায় আজি টলিল আসন,
আসিনু পৃথিবীতলে, তোমারে বাছনি !
শুনাইতে ভবিষ্যত্ বিধির লিখন ;—
শুনিলে উল্লাসে তুমি নাচিবে এখনি !
এই হ'তে ইংলণ্ডের উন্নতি নিয়তি ;
এই সমুদিত মাত্র সৌভাগ্য-ভাস্কর।
মধ্যাহ্ন-গৌরবে যবে বৃটন-ভূপতি
উজলিবে দশ দিক্, দেশ দেশান্তর,

তাঁর ছত্র ছায়াতলে, জানিবে নিশ্চিত,
অৰ্দ্ধ সসাগরা ধরা হবে আচ্ছাদিত।

৪০

"সোণার ভারতবর্ষে, বহু দিন আর
মহারাষ্ট্রী মোগল বা ফরাশি দুর্জ্জয়
করিবে না রক্তপাত; দ্বিতীয় বাবর,
ভারতের রঙ্গভূমে হইয়া উদয়
অভিনব রাজ্য নাহি করিবে স্থাপন।
কিম্বা অতিক্রমি দূর হিমাদ্রি-কান্তার,
দিল্লীর ভাণ্ডাররাশি করিতে লুণ্ঠন,
ভীম বেগে দস্যুস্রোত আসিবে না আর।
ভারতের ইতিহাসে উপস্থিত প্রায়
অচিন্ত্য, অশ্রুত, এক অপূর্ব্ব অধ্যায়!

৪১

"অজ্ঞাতে ভারতক্ষেত্রে কিছু দিন পরে
যেই মহাশক্তি, বাছা, করিবে প্রবেশ,
মেষবৎ শৃঙ্খলিবে দিল্লীর ঈশ্বরে।
তেয়াগিয়া রঙ্গভূমি, ছাড়ি রণবেশ
ভয়ে মহারাষ্ট্র-সিংহ পশিবে বিবরে।
যেমতি প্রভাতরবি ভেদিয়া তুষার

যতই উঠিতে থাকে গগন উপরে
ততই পাদপছায়া হয় খর্ব্বাকার ;
তেমতি এ শক্তি যত হইবে প্রবল,
ভারতে ফরাশি তত হবে হতবল।

৪২

তুমি সে শক্তির মূল, আদি অবতার।
হইও না চমৎকৃত, ভেবো না বিস্ময় ;
ভারত অদৃষ্টচক্র, কৃপাণে তোমার
সমর্পিত ; যেই দিকে তব ইচ্ছা হয়
ঘুরিবে ফিরিবে চক্র তব ইচ্ছামত।
বঙ্গে যেই ভিত্তি তুমি করিবে স্থাপন,
সময়েতে তদুপরি ব্যাপিয়া ভারত
অটল অচল রাজ্য ছাইবে গগন।
বিধির মন্দির হ'তে আনিয়াছি আমি
ভারতবর্ষের ভাবী মানচিত্রখানি !

৪৩

"অনন্ত তুষারাবৃত হিমাদ্রি উত্তরে
ওই দেখ উর্দ্ধ শিরে পরশে গগন ;—
অদ্রির উপরে অদ্রি, অদ্রি তদুপরে ;
কটিতে জীমূতবৃন্দ করিছে ভ্রমণ।

দক্ষিণে অনন্ত নীল ফেনিল সাগর,
উর্ম্মির উপরে উর্ম্মি, উর্ম্মি তদুপরে,—
হিমাদ্রির অভিমানে উন্মত্ত অন্তর
তুলিছে মস্তক দেখ ভেদি নীলাম্বরে।
অচল পর্ব্বত শ্রেণী শোভিছে উত্তরে,
চঞ্চল অচলরাশি ভাসে সিন্ধুপরে।

৪৪

"বেগবতী ঐরাবতী পূর্ব্ব সীমানায় ;
পঞ্চভুজ সিন্ধুনদ বিরাজে পশ্চিমে ;
মধ্যদেশে, ওই দেখ, প্রসারিয়া কায়
শোভে যে বিস্তৃত রাজ্য রঞ্জিত রক্তিমে,
বিংশতি বৃটন নাহি হবে সমতুল।
তথাপি হইবে—আর নাহি বহু দিন,
অভাগিনী প্রতি বিধি চির প্রতিকূল—
বিপুল ভারত, ক্ষুদ্র বৃটন-অধীন।
বিধির নির্ব্বন্ধ বাছা খণ্ডন না যায়,
কিবা ছিলরোমরাজ্য এখন কোথায় ?

৪৫

"ওই শোভে শতমুখী ভাগীরথীতীরে
কলিকাতা, ভারতের ভাবী রাজধানী,

আবৃত এখন যাহা দরিদ্র কুটীরে,
শোভিবে অমরাবতীরূপে করি গ্লানি,
রাজ-হর্ম্ম্যে, দৃঢ় দুর্গে, আলোকমালায়।
ওই যে উড়িছে উচ্চ অট্টালিকা-শিরে
বৃটিশ পতাকা, যেন গৌরবে হেলায়
খেলিছে পবন সনে অতি ধীরে ধীরে ;
তুমিই তুলিয়া সেই জাতীয় কেতন,
ভারতে বৃটিশরাজ্য করিবে স্থাপন।

৪৬

"নব রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তোমার,
আমি বসাইব ওই রত্নসিংহাসনে ;
আমি পরাইব রাজমুকুট মাথায়।
সমস্ত ভারতবর্ষ আনত বদনে
পালিবে তোমার আজ্ঞা, অদৃষ্টের মত।
তোমার নিশ্বাসে এই ভারত ভিতরে
কত রাজ্য, রাজা, হবে আনত উন্নত ;
ভাসিবে যবনলক্ষ্মী শোণিতে সমরে।
প্রণমিবে হিমাচল সহিত সাগর,—
'ইংলণ্ডের প্রতিনিধি—ভারত-ঈশ্বর।'

৪৭

"শতেক বৎসর রাজবিপ্লবের পরে
ইংলণ্ডের সিংহাসন হইবে অচল ;
উদিবে যে তীব্র রবি ভারত-অম্বরে
ভাতিবে ধবলগিরি, সমুদ্রের তল।
কঙ্কালবিশিষ্ট পূর্ব্ব নৃপতি সকল
ঘুরিবে বেষ্টিয়া, সৌর উপগ্রহ মত ;
আশু রাহুগ্রস্ত হ'য়ে দুর্দ্দান্ত মোগল,
ছায়া কিম্বা স্বপ্নে শেষে হবে পরিণত।
বিক্রমে শার্দ্দূল মেষ, অহিংস অন্তরে,
নির্ভয়ে করিবে পান একই নির্ঝরে।

৪৮

"ধর বৎস ! এই ন্যায়পরতা-দর্পণ
বিধিকৃত, বৃটিশের রাজ্য নিদর্শন !
যত দিন পূর্ব্ব রাজ্যে বৃটিশ-শাসন
থাকিবে অপক্ষপাতী বিশদ এমন,
ততদিন এই রাজ্য হইবে অক্ষয়।
এই মহা রাজনীতি মোহান্ধ যবন
ভুলিয়াছে, এই পাপে ঘটিছে নিরয় ;
এই পাপে কত রাজ্য হয়েছে পতন !

ভীষণ সংহার-অসি রাজ্যের উপরে
ঝোলে সূক্ষ্ম ন্যায়-সূত্রে বিধাতার করে।

৪৯

"যবনের অত্যাচার সহিতে না পারি
হতভাগ্য বঙ্গবাসী—চিরপরাধীন—
লয়েছে আশ্রয় তব, দমি অত্যাচারী,
যেই ধূমকেতু বঙ্গ-আকাশে আসীন,
স্বর্গচ্যুত করি তারে নিজ বাহুবলে,
শান্তির শারদ শশী করিতে স্থাপন।
ভাবে নাই এই ক্ষুদ্র নক্ষত্রের স্থলে
উদিবে নিদাঘতেজে বৃটিশ তপন।
এই আশ্রিতের প্রতি হইলে নির্দ্দয়,
ডুবিবে বৃটিশ রাজ্য, ডুবিবে নিশ্চয়।

৫০

"রাজার উপরে রাজা, রাজরাজেশ্বর,
জেতার উপরে জেতা, জিতের সহায়;
আছেন উপরে বৎস, অতি ভয়ঙ্কর!
দয়ালু, অপক্ষপাতী, মূর্ত্তিমান্ ন্যায়।
তাঁর রবি শশী তারা নক্ষত্রমণ্ডলে
সমভাবে দেয় দীপ্তি ধনী ও নির্ধনে;

সমভাবে, সর্ব্বদেশে, শ্বেতে ও শ্যামলে,
বরষে তাঁহার মেঘ, বাঁচায় পবনে।
পার্থিব উন্নতি নহে, পরীক্ষা কেবল;
সম্মুখে ভীষণ বৎস, গণনার স্থল।”

৫১

অদৃশ্য হইলা বামা; পড়িল অর্গল
ত্রিদিব-কপাটে যেন, অন্তর-নয়নে
ক্লাইবের; গেল স্বর্গ, এল ধরাতল।
হায়! যথা হতভাগ্য জলমগ্ন জনে,
সৌরকর ক্রীড়াচ্ছলে সলিল ভিতরে
শত শত ইন্দ্রচাপ, আলোক তরল
রাশি রাশি, নিরখিয়া, মুহূর্ত্তেক পরে
মৃত্যুমুখে দেখে বিশ্ব আঁধার কেবল;
অন্তর-নয়নে বীর বৃটননন্দন
স্বপ্নান্তে আঁধার বিশ্ব দেখিলা তেমন।

৫২

ভাঙ্গিল বিস্ময়-স্বপ্ন; মেলিলা নয়ন।
নাহি সে আলোকরাশি, নাহি বিদ্যমান
আলোকমণ্ডিত সেই রমণীরতন,—
নির্ম্মল আলোকে শ্বেতভুজা অধিষ্ঠান!

স্বর্গীয় সৌরভ আর না বহে পবনে ;
স্বর্গীয় সঙ্গীত-সুধা না হয় বর্ষণ ;
আর সেই মানচিত্র না দেখে নয়নে,
মুষ্টিবদ্ধ করে আর নাহি সে দর্পণ।
থাকে না তা নর করে, থাকিলে কি আর
স্বার্থের সমরক্ষেত্র হইত সংসার ?

৫৩

"সেনাপতি ! ভাগীরথী-তীর অতিক্রমি,
আজ্ঞা অপেক্ষায় সৈন্য আছে দাঁড়াইয়া ;
বেলা অবসানপ্রায়, অস্ত দিনমণি—"
বলিল জনৈক সৈন্য। চমকি উঠিয়া
ছুটিলা ক্লাইব বেগে, নাহি কিছু জ্ঞান
কোথায় পড়েছে পদ, শূন্যে কি ধরায়।
মানসিক শক্তিচয় যেন তিরোধান
হয়েছে রমণীসনে। দৈববাণী প্রায়
এখনো গম্ভীরে কর্ণে বাজিছে কেবল,—
"সম্মুখে ভীষণ বৎস ! গণনার স্থল।"

৫৪

সজ্জিতা তরণী ছিল তীরে দাঁড়াইয়া,
লম্ফ দিয়া যেই বীর তরী আরোহিল,

দ্বিতীয় সর্গ।

স্থির ভাগীরথী-জল করি উচ্ছ্বসিত,
অমনি বৃটিশ বাদ্য বাজিয়া উঠিল।
ছুটিল তরণী বেগে বারি বিদারিয়া,
তালে তালে দাঁড়ী দাঁড়ে পড়িতে লাগিল;
আঘাতে আঘাতে গঙ্গা উঠিল কাঁপিয়া,
সুনীল আরশি খানি ভাঙ্গিল পড়িল!
একতানে বীরকণ্ঠ বৃটিশ-তনয়
গায়—"জয় জয় জয় বৃটিশের জয়!"

গীত।

১

চির-স্বাধীনতা অনন্ত সাগরে,
নিস্তারা আকাশে যেন নিশামণি,
সুখে বৃটনিয়া আনন্দে বিহরে,
বীরপ্রসবিনী বৃটিশজননী।
যেই নীল সিন্ধু অসীম দুর্জ্জয়,
বিক্রমে যাহার কাঁপে ত্রিভুবন,
বৃটনের কাছে মানি পরাজয়,
সেই সিন্ধু চুম্বে বৃটন চরণ।
ঘোষে সেই সিন্ধু করি দিগ্বিজয়,—
"জয় জয় জয় বৃটিশের জয়।"

২

সমুদ্রের বুকে পদাঘাত করি
অভয়ে আমরা বৃটন-নন্দন,
আজ্ঞাবহ করি তরঙ্গলহরী,
দেশদেশান্তরে করি বিচরণ।
নব আবিষ্কৃত আমেরিকাদেশে,
কিম্বা আফ্রিকার মৃগতৃষ্ণিকায়,
ঐশ্বর্য্যশালিনী পূরব প্রদেশে,
ইংলণ্ডের কীর্ত্তি না আছে কোথায় ?
পূরব, পশ্চিম, গায় সমুদয়,—
"জয় জয় জয় বৃটিশের জয় ?"

৩

সম্পদ সাহস ; সঙ্গী তরবার ;
সমুদ্র বাহন ; নক্ষত্র কাণ্ডারী ;
ভরসা কেবল শক্তি আপনার ;
শয্যা রণক্ষেত্র ; ঈশা ত্রাণকারী।
বজ্রাগ্নি জিনিয়া আমাদের গতি,
দাবানল সম বিক্রম বিস্তার ;
আছে কোন্ দুর্গ, কোন্ অদ্রিপতি,
কোন্ নদ, নদী, ভীম পারাবার

শুনিয়া সভয় কম্পিত না হয়,—
"জয় জয় জয় বৃটিশের জয় ?"

৪

আকাশের তলে এমন কি আছে
ডরে যারে বীর বৃটিশতনয় ?
কেবল বৃটিশ-ললনার কাছে,
সে বীরহৃদয় মানে পরাজয়।
বীরবিনোদিনী সেই বামাগণে
স্মরিয়া অন্তরে, চল রণে তবে।
হায় ! কিবা সুখ উপজিবে মনে,
শু'নে রণবার্ত্তা বামাগণে যবে
গাবে বামাকণ্ঠস্বর করি লয়,—
"জয় জয় জয় বৃটিশের জয় !"

৫

দাও তবে সবে অভয় অন্তরে,
বারি বিদারিয়া দাও দাঁড়ে টান !
বৃটনিয়াপুত্র রণে নাহি ডরে,
খেলার সামগ্রী বন্দুক কামান।
বৃটিশের নামে ফিরে সিন্ধুগতি,
বিক্ষিপ্ত অশনি অর্দ্ধপথে রয়।

কি ছার দুর্ব্বল যবনভূপতি,
অবশ্য সমরে হবে পরাজয়।
গাবে বঙ্গ সিন্ধু, গাবে হিমালয়,—
"জয়! জয়! জয়! বৃটিশের জয়!"

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ।

পলাশি ক্ষেত্র।

১

এই কি পলাশি ক্ষেত্র ?   এই সে প্রাঙ্গণ ?
যেই খানে,—কি বলিব ?—বলিব কেমনে !
অদৃষ্টের সেই ক্রীড়া, মহা আবর্ত্তন,
মানবের এক ক্ষুদ্র কর পরশনে !
যেই খানে মোগলের মুকুটরতন
খসিয়া পড়িল আহা ! পলাশির রণে ?
যেই খানে চিররুচি স্বাধীনতা ধন
হারাইল অবহেলে পাপাত্মা যবনে ?
দুর্ব্বল বাঙ্গালি আজি, মানস নয়নে,
দেখিবে সে রণক্ষেত্র।   তবে, হে কল্পনে !

২

অতিক্রমি সান্ত্রীদল, যন্ত্রীদল মাঝে
গাইছে যথায় যত কোকিলগঞ্জিনী
বিদ্যুৎবরণী বামা ; মনোহর সাজে
নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ মানসমোহিনী,
ডুবিয়া ডুবিয়া যেন সঙ্গীতসাগরে ;
পশি সশঙ্কিত সেই সিরাজশিবিরে,
সাবধানে, সশঙ্কিত, কম্পিতঅন্তরে,
না বহে নিশ্বাস যেন, অতি ধীরে ধীরে,
কহ সখি ! কহ ভীত-বিকম্পিত স্বরে,
শত বৎসরের কথা বিষণ্ণ অন্তরে।

৩

বিরাজে সিরাজদ্দৌলা স্বর্ণসিংহাসনে,
বেষ্টিত রূপসীদলে,—বঙ্গ-অলঙ্কার,
কাশ্মীর-কুসুমরাশি ; উজ্জ্বল বরণে
বিমলিন, আভাহীন, স্ফটিকের ঝাড়।
যার মুখ পানে চাহি হেন মনে লয়
এই রূপবতী নারী রমণীর মণি ;
ফিরে কি নয়ন আহা ! ফিরে কি হৃদয়,
বারেক নিরখি এই হীরকের খনি ?

নিরখিয়া এই সব সুন্দরী ললনা,
কে বলিবে তিলোত্তমা কবির কল্পনা !

৪

জ্বলিছে সুগন্ধ দীপ, শীতল উজ্জ্বল,
বিকাশি লোহিত নীল সুস্নিগ্ধ কিরণ ;
আতর গোলাপ গন্ধে হইয়া বিহ্বল,
বহিতেছে ধীরে গ্রীষ্ম নৈশ সমীরণ।
শোভে পুষ্পাধারে, স্তম্ভে, কামিনীকুন্তলে,
কোমল কামিনীকণ্ঠে কুসুমের হার ;
দেখেছ কেমন ওই সুন্দরীর গলে
শোভিয়াছে মালা, আহা ! দেখ একবার !
দীপমালা, পুষ্পমালা, রূপের কিরণ,
করিয়াছে যামিনীর উজ্জ্বল বরণ।

৫

মিলাইয়া সপ্তস্বর সুমধুর বীণা
বাজিতেছে, বিমোহিত করিয়া শ্রবণ ;
মিলাইয়া সেই স্বরে শতেক নবীনা
গাইতেছে, সপ্তস্বর ব্যাপিছে গগন।
পূরাইতে পাপাসক্ত নবাবের মন,
নাচে অর্দ্ধবিবসনা শতেক সুন্দরী।

সুকোমল মখমল চুম্বিছে চরণ
তালে তালে ; কামে পুনঃ জীবন বিতরি
খেলিছে বিজলিপ্রায় কটাক্ষ চঞ্চল ;
সে কটাক্ষে দীপাবলী হতেছে উজ্জ্বল।

৬

পলাশি-প্রান্তরে নৈশ গগন ব্যাপিয়া,
উথলিছে শত স্রোতে আমোদলহরী ;
দূরে গঙ্গা বহিতেছে রহিয়া রহিয়া,
নিবিড় তিমিরে ঢাকা বসুধা সুন্দরী।
এমন ইন্দ্রিয়-সুখ-সাগরে ডুবিয়া,
কেন চিন্তাকুল আজি নবাবের মন ?
কি ভাবনা শুষ্ক মুখে শূন্য নিরখিয়া,
কেন বা সঙ্গীতে আজি বিরাগ এমন ?
ইন্দ্রিয়-বিলাসে সদা মুগ্ধ যার মন,
অকস্মাৎ কেন তার বৈরাগ্য এমন ?

৭

অদূরে শিবিরে বসি নিশি দ্বিপ্রহরে,
কুমন্ত্রণা করিতেছে রাজদ্রোহিগণ ;
ডুবায়ে নবাবে কালি সমরসাগরে
দিতে সেনাপতি-করে বঙ্গ-সিংহাসন।

ধিক্ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র! ধিক্ উমিচাঁদ!
যবন-দৌরাত্ম্য যদি অসহ্য এমন,
না পাতিয়া এই হীন ঘৃণাস্পদ ফাঁদ,
সম্মুখ-সমরে করি নবাবে নিধন,
ছিঁড়িলে দাসত্বপাশ, তবে কি এখন
হ'ত তোমাদের নামে কলঙ্ক এমন?

৮

রে পাপিষ্ঠ রাজা রায়দুর্ল্লভ দুর্ব্বল!
বাঙ্গালি কুলের গ্লানি, বিশ্বাসঘাতক!
ডুবিলি ডুবালি পাপি! কি করিলি বল্?
তোর পাপে বাঙ্গালির ঘটিবে নরক।
যে পাপে ডুবিলি আজি ওরে দুরাচার!
তোর হৃদয়ের রক্তে হইবে বিধান
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত; কি বলিব আর,
প্রতিদিন বঙ্গবাসী পাবে প্রতিদান।
প্রতিদিন বাঙ্গালির শত মনস্তাপ,
প্রতি মনস্তাপ তোরে দিবে শত শাপ।

৯

সঙ্গীত-তরঙ্গ ভেদি এ পাপ মন্ত্রণা
পশিল কি ভয়াকুল নবাবের মনে?

সে চিন্তায় নবাব কি এত অন্যমনা ?
কে বলিবে, অন্তর্যামী বিনা কেবা জানে ?
কিম্বা রণে কি হইবে ভাবি মনে মনে
কাঁপে কি সিরাজদ্দৌলা থাকিয়া থাকিয়া ?
অথবা অঙ্গনা-অঙ্গ-স্নিগ্ধ-পরশনে
কাঁপিছে অনঙ্গ-বাণে অবশ হইয়া ?
আকর্ণ টানিয়া তবে কটাক্ষের বাণ
এক সঙ্গে যত ধনী কর লো সন্ধান !

১০

ঢাল সুরা স্বর্ণ পাত্রে ! ঢাল পুনর্ব্বার !
কামানলে কর সবে আহুতি প্রদান !
খাও ঢাল, ঢাল খাও ! প্রেম-পারাবার
উথলিবে, লজ্জা-দীপ হইবে নির্ব্বাণ।
বিবসনা লো সুন্দরি ! সুরাপাত্র করে
কোথা যাও নেচে নেচে ?—নবাবের কাছে ?
যাও তবে সুধা হাসি মাখি বিম্বাধরে,
ভুজঙ্গিনীসম বেণী দুলিতেছে পাছে।
চলুক্ চলুক্ নাচ, টলুক চরণ,
উড়ুক কামের ধ্বজা.—কালি হবে রণ।

১১

কে তুমি গো একাকিনী আনন্দশিবিরে
কাঁদিতেছ এক পার্শ্বে বসিয়া ভূতলে ?
চিনেছি,—হানিয়া খড়্গ প্রাণপতি-শিরে,
তোমাকে এ দুরাচার আনিয়াছে বলে।
কাঁদ তবে, কাঁদ তুমি রাত্রি যতক্ষণ,
গাও উচ্চৈঃস্বরে আর যতেক রমণী !
উঠিল রমণী কণ্ঠ, ছুঁইল গগন ;—
ক্রম্ ক'রে দূরে তোপ গর্জ্জিল অমনি।
এ কি গো ?—কিছু না, শুধু মেঘের গর্জ্জন ;
নাচ, গাও, পান কর, প্রফুল্লিত মন !

১২

পুনঃ ঝনৎকার শব্দে বাজিয়া উঠিল
মুরজ, মন্দিরা, বীণা, সারঙ্গী, সেতার ;
বেহালার পিককণ্ঠে হইতে লাগিল
তানে তানে মুগ্ধচিত্তে উদাস সঞ্চার !
যন্ত্র-স্বর-সুতরঙ্গে গলা মিশাইয়া
বসন্ত কোকিল কি হে দিতেছে ঝঙ্কার ?
তা নয়, গায়িকা ওই কণ্ঠ কাঁপাইয়া
গাইতেছে ; ক্ষীণকণ্ঠ কোকিল কি ছার ;

এক কুহুস্বরে করে সতত চীৎকার,
শত কলকলে বামা দিতেছে ঝঙ্কার!

১৩

শুধু কলকণ্ঠ নহে, দেখ একবার,
মরি! কি প্রতিমাখানি অনঙ্গমোহিনী
নবাবের সম্মুখেতে করিছে বিহার—
অবতীর্ণা মূর্ত্তিমতী বসন্তরাগিণী!
বাণী-বীণা-বিনিন্দিত স্বর মধুময়
বহিছে কাঁপায়ে রক্ত অধরযুগল;
বহিতেছে সুশীতল বসন্তমলয়,
চুম্বি পারিজাত যেন, মাখি পরিমল।
বিলাসবিলোল যুগ্ম নেত্রনীলোৎপল,
বাসনা-সলিলে, মরি, ভাসিছে কেবল!

১৪

অর্থহীন ভাবহীন শ্যামের বাঁশরী
হরিতে পারিত যদি অবলার প্রাণ;
হেন রূপসীর স্বর, সুধার লহরী
প্রেমপূর্ণ,—আছে কোন্ নিরেট পাষাণ
শুনিয়া হৃদয় যার হবে না দ্রবিত?
যদি থাকে, তার চিত্ত নরক সমান!

হতভাগ্য সেই জন, যে জন বঞ্চিত
সরস সঙ্গীতরসে,—স্বর্গের সোপান!
পাঠক! বারেক শুন অনন্য-শ্রবণে
প্রণয়বিষাদ গীত বামার বদনে।

১৫

গীত।

"কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল?
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল?
ডুবিলে অতল জলে, তবে প্রেম-রত্ন মিলে,
কার ভাগ্যে মৃত্যু ফলে,
কারো কলঙ্ক কেবল।
বিদ্যুত-প্রতিম প্রেম দূর হ'তে মনোরম
দরশনে অনুপম,
পরশনে মৃত্যুফল।
জীবন-কাননে হায়! এই মৃগতৃষ্ণিকায়,
যে প্রেম পাইতে চায়,
পাষাণে সে চাহে জল।
আজি যে করিবে প্রেম, মনে ভাবি সুধা সম
বিচ্ছেদ-অনলে তাহা,
কালি হবে অশ্রুজল।"

১৬

ওই শুন কলকণ্ঠ গগনে উঠিয়া,
প্রভাত-কোকিল যেন পঞ্চমে কুহরে!
ওই পুনঃ সুমধুর কোমল নিক্বণে,
কমলদলের মধ্যে ভ্রমরী গুঞ্জরে!
এই বোধ হয় নব প্রণয়-সঞ্চার,—
হইল বামার আহা! সলজ্জ বদন;
এই হাসিরাশি দেখ অধরে আবার,—
প্রণয়-কুসুম কলি বিকচ এখন।
আবার এখন দেখ, নয়নের জলে
দেখায় পশিল কীট প্রণয়-কমলে!

১৭

এই অশ্রু নবাবের দ্রবিল হৃদয়,
নির্ব্বাপিত কামানল হ'ল উদ্দীপন;
গগনেতে কাল মেঘ হইল উদয়;
উছলিল সিন্ধু, মত্ত হইল যবন।
সুপ্ত বাসনার স্রোত হইয়া প্রবল
ছুটিল ভীষণ বেগে; চিন্তার বন্ধন
কোথায় ভাসিয়া গেল! হৃদয় কেবল
রমণীর রূপে স্বরে হইল মগন।

মুছাইতে অশ্রু কর করিলা বিস্তার,—
ধ্রুম্ ক'রে দূরে তোপ গর্জ্জিল আবার!

১৮

আবার সে শব্দ, ভেদি সঙ্গীততরঙ্গ,
গেল নবাবের কাণে বজ্রনাদ করি;
ঘুরিল মস্তক, ভয়ে কাঁপিতেছে অঙ্গ,
শিরস্ত্রাণ পড়ি ভূমে দিল গড়াগড়ি।
ইংরাজের রণবাদ্য দূর আম্রবনে
হুঙ্কারিল ভীম রোলে, কাঁপিল অবনী;
যত যন্ত্র ধরাতলে হইল পতন,
নর্ত্তকী অর্দ্ধেক নাচে থামিল অমনি।
মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে যেই বিকচ বদন
হাসিতে ভাসিতেছিল, মলিন এখন!

১৯

বেগে ফরসির নল ফেলিয়া ভূতলে,
আসন হইতে যুবা চকিতে উঠিল;
ভেসেছিল যেই চিন্তা সঙ্গীত হিল্লোলে,
আবার হৃদয়ে বিষদন্ত বসাইল।
গভীর চরণক্ষেপে, অবনত মুখে,
ভ্রমিতে লাগিল ধীরে চিন্তাকুল মনে;

সভয় নর্ত্তকীগণ বসি মনোদুখে
শিরে হাত দিয়া কাঁদে ভূতল-আসনে।
ক্ষণেক নবাব ভ্রমি চিন্তাকুল মন,
দাঁড়াল গবাক্ষে বাহু করিয়া স্থাপন।

২০

দেখিল অনতিদূরে অন্ধকার হরি
জ্বলিছে শত্রুর আলো আলেয়ার প্রায়।
বহুক্ষণ একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করি,
চমকিল অকস্মাৎ; ঝরিল ধরায়
একটি অশ্রুর বিন্দু; একটি নিশ্বাস
বহিল,—চলিল নৈশ-সমীরণ-ভরে
শত্রু-আলোরাশি যেন করিতে বিনাশ;
কিম্বা রাজহিংসা-বিষ মাখি কলেবরে,
চলিল সত্বরে যেন শত্রুর শিবিরে,
বিনা রণে অরিবৃন্দ বধিতে অচিরে।

২১

প্রবল ঝটিকা শেষে জলধি যেমন
ধরে সুপ্রশান্ত ভাব; উন্মত্ত তরঙ্গে
কিছুক্ষণ করি বেগে সিন্ধু বিলোড়ন,
ক্রমশঃ বিলীন হয় সলিলের সঙ্গে;

তেমতি নিশ্বাস শেষে নবাবের মন
হইল অপেক্ষাকৃত স্থির সুশীতল।
মুহূর্ত্তেক মনোভাব করি নিরীক্ষণ
বলিতে লাগিল ধীরে চাহি ধরাতল।
"কেন আজি ?"—এই কথা বলিতে বলিতে
অবরুদ্ধ হ'ল কণ্ঠ শোকে আচম্বিতে।

২২

"কেন আজি মম মন এত উচাটন ?
বোধ হয় বিষে মাখা সকল সংসার !
কেন আজি চিন্তাকুল হৃদয় এমন ?
কেমনে হইল এই চিন্তার সঞ্চার ?
বিধবার অশ্রুধারা, অনাথ-রোদন,
সতীত্বরতন-হারা রমণীর মুখ,
নিদারুণ যাতনায় যাদের জীবন
বধিয়াছি, নিরখিয়া তাহাদের মুখ,
হইত না ম্লান কভু যাহার বদন,
তার কেন আজি হ'ল সজল লোচন ?

২৩।

"শত্রুর শিবির পানে ফিরালে নয়ন,
প্রত্যেক আলোক কাছে, না জানি কেমনে

নিরখি চিত্রিত মম যত নিদারুণ
অত্যাচার, অনুতাপে জ্বলে উঠে মন।
মনে করি হ'ল মম দৃষ্টির বিভ্রম,
অমনি রুমালে আমি মুছি দুনয়ন ;
কিন্তু হৃদয়েতে যেই কলঙ্ক বিষম,
ঘুচিবে সে দোষ কেন মুছিলে নয়ন ?
পরিষ্কারি নেত্রদ্বয় দেখিলে আবার,
সেই চিত্র স্পষ্টতর দেখি পুনর্ব্বার !

২৪

"দেখি বিভীষিকা মূর্ত্তি, ভয়াকুল মনে
নিরখি নিবিড় নৈশ আকাশের পানে ;
প্রত্যেকে একটি পাপ চিত্রিয়া গগনে,
দেখায় প্রত্যেক তারা বিবিধ বিধানে।
যেই সব পাপ-কার্য্য করিতে সাধন
কেশাগ্রও কোন দিন কাঁপেনি আমার,
আজি কেন তারি চিত্র করি দরশন,
শিহরিয়া উঠে অঙ্গ কাঁপে বারম্বার ?
পাপ পুণ্য কার্য্যকালে সমান সরল,
অনুশোচনাই মাত্র পরিচয়স্থল।

২৫

"এই বঙ্গ রাজ্যে অতি দীন নিরাশ্রয়
যেই সব প্রজাগণ, সারাদিন হায় !
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে ক্লান্ত অতিশয়,—
অনশনে তরুতলে ভূতল-শয্যায়
করিয়া শয়ন, এই নিশীথে নির্ভয়ে,
লভিছে আরাম সুখে তারাও এখন।
আমি তাহাদের রাজা, আমি এ সময়ে
সুবাসিত কক্ষে কেন বসিয়া এমন
আকাশ পাতাল ভাবি বিষণ্ণ অন্তরে ?
রে বিধাতঃ ! রাজদণ্ডে নিদ্রাও কি ডরে ?

২৬

"কি হয় কি হয় রণে, জয়, পরাজয়,—
এই ভাবনায় কি গো চিন্তাকুল মন ?
নিতান্ত যদ্যপি রণে হয় পরাজয়,
না পারিব কোন মতে বাঁচাতে জীবন ?
আমি ত সমরক্ষেত্রে, প্রাণান্তে আমার,
যাইব না, পশিব না বিষম সংগ্রামে,
অরিবৃন্দ নখাগ্রও দেখিবে না যার,
কেমনে অলক্ষ্য তারে বধিবে পরাণে ?

তবে যদি শুনি রণে হারিব নিশ্চয়,
রাজদুর্গে একেবারে লইব আশ্রয়।

২৭

"কে বল আমার মত ভবিষ্যত কথা
ভাবিতেছে এ প্রান্তরে বসিয়া বিরলে ?
কে বল হৃদয়ে এত পাইতেছে ব্যথা,
ভাবি ভূতপূর্ব্ব কথা, ভাবি কর্ম্মফলে ?
বাজাইয়া করতালি, বাজায়ে খঞ্জনী
দুই হাতে তালি দিয়া প্রহরী সকল,
নাচিতেছে, গাইতেছে ; চিন্তা-কালফণী
নাহি দংশে হৃদয়েতে, দহি অন্তস্তল।
সকলি আমোদে মত্ত নাহি কোন ভয়,—
কি হয় কি হয় রণে, জয়, পরাজয়।

২৮

"অথবা কি ভয় মেঘে হৃদয়-গগন
আবরিবে তাহাদের ? নাহি রাজ্য ধন,
নাহি সিংহাসন, তবে কিসের কারণ
হবে তারা চিন্তাকুল বিষাদিত মন ?
মৃত্যু ?—মৃত্যু দরিদ্রের তুচ্ছ অতিশয়।
করিতে আমার চিত্তে সন্তোষ বিধান

মরিয়াছে শত শত ; তবে কোন্ ভয় ?
দুঃখীর জীবন মৃত্যু একই সমান !
রাজাদের ইচ্ছামত মরিতে, বাঁচিতে,
হয়েছে প্রজার সৃষ্টি এই পৃথিবীতে।

২৯

"যা হবে আমার হবে ; তাদের কি ভয় ?
ভাঙ্গে যেই ঝটিকায় দেউল প্রাচীর,
উপাড়িয়া ফেলে উচ্চ মহীরুহচয়,
পরশে কি কভু তৃণরাশি পৃথিবীর ?
করে কি উচ্ছেদ নীচ ক্ষুদ্র গুল্ম যত ?
হায় রে ; তেমতি এই আসন্ন সমরে
যায় যাবে মম রাজ্য, আমি হব হত,—
কি দুঃখ হইবে তাহে প্রজার অন্তরে ?
এক রাজা যাবে, পুনঃ অন্য রাজা হবে,
বাঙ্গালার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।

৩০

"কিম্বা মিরজাফরের মন্ত্রে সৈন্যদল
হইয়াছে উপদিষ্ট ; কে বলিতে পারে ?
তবে এই রণসজ্জা চক্রান্ত কেবল,
প্রবঞ্চনা-ইন্দ্রজালে ভুলাতে আমারে ?

হয় ত আমারে কালি যত দুরাচার
অর্পিবে ক্লাইবে, কিম্বা বধিবে পরাণে ;
তাই বুঝি তাহাদের আনন্দ অপার,
নাচিতেছে, গাইতেছে ! অথবা কে জানে
আততায়ী সেনাপতি পাপী কুলাঙ্গার,
শিবির করিবে আজি সমাধি আমার।

৩১

"নিশ্চয় বিদ্রোহী তারা নাহিক সংশয় ;
নতুবা ক্লাইব কোন্ সাহসের ভরে,
ওই ক্ষুদ্র সৈন্য লয়ে,—নাহি মনে ভয়—
এ বিপুল সেনা মম সম্মুখ সমরে ?
সরসীনিঃসৃত স্রোতে কোন্ মূঢ় জন
সাহসে সিন্ধুর স্রোত চাহে ফিরাইতে ?
কিম্বা কোন্ মূর্খ বল ভীম প্রভঞ্জন
পাখার বাতাসবলে চাহে বিমুখিতে ?
না জানি কি ষড়্‌যন্ত্র হইয়াছে স্থির ;
অবশ্য হয়েছে কোন মন্ত্রণা গভীর !

৩২

"আমি মূর্খ, সর্ব্বনাশ করেছি আমার ;
মিরজাফরের এই চক্রান্ত জানিয়া,

রেখেছি জীবিত, ভুলে শপথে তাহার ;
ক্লাইবের পত্রে ছিনু নিশ্চিন্ত হইয়া।
কে জানে ইংরাজজাতি এত মিথ্যাবাদী ?
এত আত্মম্ভরী ? এত কাপট্য আধার ?
কথায় স্বপক্ষ হয়, কার্য্যে প্রতিবাদী ?
তাদের ভরসা আশা মরীচিকা সার ?
এখন কোথায় যাই ? কি করি উপায় ?
বিশ্বাসঘাতকী হায় ! ডুবা'ল আমায় !

৩৩

"ঊনবিংশ বর্ষ মাত্র, হা পরমেশ্বর !
এ বয়সে ষড়্‌যন্ত্র দন্তে কি ভীষণ
পড়িলাম আমি শিশু ! বৃদ্ধ মিরজাফর
একই রক্ষক মম, ভক্ষক এখন !
যদি কোন মতে কালি পাই পরিত্রাণ,
মিরজাফরের সহ যত বিদ্রোহীর
মনোমত সমুচিত দিব প্রতিদান,—
বধিব সংবংশে। পরে ইংরাজরুধির
করিবে এ ষড়্‌যন্ত্র তৃষা নিবারণ।
ও কি !"—কক্ষে পদশব্দ করিয়া শ্রবণ,

৩৪

ভাবিল আসিছে মিরজাফরের চর,
যমদূত ; লুকাইল শিবিরকোণায়।
যখন জানিল নহে শমন-কিঙ্কর,
নিজ অনুচর মাত্র, বটপত্র প্রায়
কাঁপিতে কাঁপিতে, ভয়ে হইয়া অস্থির,
বসিল ফরাসে ধীরে শিরে হাত দিয়া।
চিন্তিল অনেক ক্ষণ ;—"করিলাম স্থির,
যা থাকে কপালে আর, অদৃষ্ট ভাবিয়া,
ক্লাইবে লিখিব পত্র, দিব রাজ্য ধন
বিনা যুদ্ধে, যদি রক্ষে আমার জীবন।"

৩৫

অমনি লেখনী লয়ে কম্পিত হৃদয়
লিখিতে লাগিল পত্র,—চলিল লেখনী।
আবার কি চিন্তা মনে হইল উদয়,
অর্দ্ধ পত্রে স্তব্ধ কর থামিল অমনি।
"কি বিশ্বাস ক্লাইবেরে! নিয়ে সিংহাসন,
নিয়ে রাজ্যভার"—এমন সময়ে
কাণাতে মানবছায়া হইল পতন।
লেখনী ফেলিয়া দূরে পুনঃ প্রাণভয়ে

লুকাইল, শত্রুচর ভাবিয়া আবার ;
কিন্তু বেগমের পরিচারিকা এবার ;

৩৬

এইবার হতভাগা বুকে হাত দিয়া
বসিয়া পড়িল, আর চরণ না চলে।
যায় যথা কাষ্ঠমঞ্চ ক্রমশঃ সরিয়া,
উদ্বন্ধনে দণ্ডিতের বদ্ধ পদতলে,
তেমতি এ অভাগার বোধ হ'ল মনে,
পৃথিবী চরণতলে যেতেছে সরিয়া।
কাঁপিতে লাগিল প্রাণ দ্রুত প্রকম্পনে,
নির্গত হইবে যেন হৃদয় ফাটিয়া ;
বহিতে লাগিল নেত্রে অশ্রু দর দরে ;
বহুক্ষণ এই ভাবে চিন্তিল অন্তরে।

৩৭

"না,—এই যন্ত্রণা আর সহিতে না পারি,
এখনি পড়িব মিরজাফরের পায়ে,
রাখিয়া মুকুট, রাজদণ্ড, তরবারি
তাহার চরণতলে, পড়িয়া ধরায়
মাগিব জীবন-ভিক্ষা ; অন্তরে তাহার
অবশ্য হইবে দয়া।"—ভাবিয়া অন্তরে

মন্ত্রীর শিবিরপানে উন্মাদ-আকার,
—বিস্তৃত নয়নদ্বয়, কম্প কলেবরে—
ছুটিল ; আসিল যেই শিবিরের দ্বারে,
শত ভীম নরহন্তা সৃজিল আঁধারে।

৩৮

"অবিশ্বাসী—আততায়ী—বধিল জীবন !"—
বলিয়া মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়িল ভূতলে,
অমনি বিদ্যুৎ-বেগে করিয়া বেষ্টন,
ধরিল রমণী ভুজ-মৃণাল-যুগলে।
বসিয়া শিবিরান্তরে পর্য্যঙ্ক উপরে,
নীরবে বেগম হায় ! বিষাদিত চিতে,
ভাবি নবাবের ভাগ্য কাতর অন্তরে,
শয্যা ভিজাইতেছিলা নয়নবারিতে।
ছুটিতে নবাবে দেখি উন্মাদ-আকার,
গিয়াছিল বিষাদিনী পশ্চাতে তাহার।

৩৯

কামিনী-কোমল-স্নিগ্ধ-অঙ্গ পরশিতে,
কিছু পরে বঙ্গেশ্বর পাইয়া চেতন,
অবোধ শিশুর মত লাগিল কাঁদিতে,
প্রেম প্রতিমায় বক্ষে করিয়া ধারণ।

রোদনের শব্দে পরিচারিকামণ্ডল
আসিয়া, নবাবে নিল পর্য্যঙ্কে তখনি,
নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্র গেলা অস্তাচল।
"এ কি নাথ!" জিজ্ঞাসিল বিষাদিনী ধনী।
অভাগা অস্ফুটস্বরে বলিল তখন,—
"অবিশ্বাসী—আততায়ী—বধিল জীবন।"

৪০

নিদাঘনিশির শেষে নীরব অবনী;
নিবিড় তিমিরে ঢাকা ভূতল, গগন;
তারাগণ ম্লানমুখে চাহিয়া ধরণী
জ্বলিতেছে শিবিরের আলোর মতন।
ভবিষ্যৎ ভাবি যেন বঙ্গ বিষাদিনী
কাঁদিতেছে ঝিল্লিরবে; পলাশি-প্রাঙ্গণ
ভেদিয়া উঠিছে ধ্বনি চিত্তবিদারিণী
মুহূর্ত্ত নবাব ধ্বনি করিল শ্রবণ।
অন্ধকারে ধ্বনি যেন নিয়তি-বচন
কি বলিল, শিহরিল সভয় যবন।

৪১

"অবিশ্বাসী—আততায়ী—বধিল জীবন,"—
বলিতে বলিতে ক্লান্ত হ'ল কলেবর।

নিদাঘশর্ব্বরী-শেষে নৈশ সমীরণ
বহিছে স্বনিয়া আম্রকানন ভিতর।
অতিক্রমি বাতায়ন শীতল সমীর
ব্যজন করিতেছিল নবাবে তখন ;
ভাবনায়, অনিদ্রায়, হইয়া অধীর,
অমনি অজ্ঞাতে ধীরে মুদিল নয়ন।
বিকট স্বপন যত দেখিল নিদ্রায়,
বলিতে শোণিত, কণ্ঠ, শুকাইয়া যায়।

৪২

প্রথম স্বপ্ন।

"রাজ্যলোভে মুগ্ধ হ'য়ে ওরে দুরাচার !
অকালে আমারে, দুষ্ট ! করিলি নিধন !
কালি রণে প্রতিফল পাইবি তাহার,
সহিবি রে অনুতাপ আমার মতন !"

দ্বিতীয় স্বপ্ন।

"সিরাজ ! তোমার আমি পিতৃব্যকামিনী ;
হরি মম রাজ্য, ধন, করি দেশান্তর,
অনাহারে বধিলি এ বিধবা দুঃখিনী ;
কেমনে রাখিবি রাজ্য, এবে চিন্তা কর।"

তৃতীয় স্বপ্ন।

"আমারে ডুবা'য়ে জলে বধিলি জীবনে,
ডুবিবে জীবন-তরী কালি তোর রণে!"

৪৩

চতুর্থ স্বপ্ন।

"আমি সে হোসেন্ কুলি, ওরে রে দুর্জ্জন!
যারে তুই নিজহস্তে করিলি নিপাত,
মম শাপে তোর রক্ত হইবে পতন,
যেই খানে করেছিলি মম রক্তপাত।
নিদ্রা যাও আজি, পাপি জন্মের মতন!
অনন্ত-নিদ্রায় কালি মুদিবে নয়ন।"

৪৪

পঞ্চম স্বপ্ন।

"পূরাইতে পাপ-আশা, বালিকা-বয়সে
বলেতে আমারে পাপি! করিলি হরণ,
বধিলি জীবন মম কলঙ্ক পরশে;
হারাবি সে পাপে রাজ্য হারাবি জীবন্!"

ষষ্ঠ স্বপ্ন।

"রে পাপিষ্ঠ! অন্ধকূপে যম যাতনায়,
জান না কি আমাদের করেছ নিধন?
কালি রণে স্বদেশীর হইয়া সহায়,
অধীনতা-রক্তে বঙ্গ দিব বিসর্জ্জন।
দেখিবি, দেখিবি পাপি! জীয়ন্তে যেমন,
ইংরাজের প্রতিহিংসা ম'লেও তেমন!"

৪৫

তামসী-রজনী-শেষে সুনীল অম্বরে
বঙ্কিম রজত-রেখা ভাসিল এখন,
বঙ্গ ভবিষ্যৎ যেন, ভাবিয়া অন্তরে
হয়েছে কঙ্কাল-শেষ শর্ব্বরী রমণ!
সশস্ত্র সমর-মূর্ত্তি করি দরশন,
ভয়ে নিশীথিনীনাথ ছিল লুকাইয়া;
এবে ধীরে দেখা দিল, পলাশি-প্রাঙ্গণ
বৃক্ষ-অন্তরাল হ'তে, নীরব দেখিয়া।
কালি যাহা অস্ত্রে অস্ত্রে হ'বে বিদারিত,
আজি সেই রঙ্গভূমি নীরব, নিদ্রিত।

৪৬

নীরবে উঠিল শশী ; নীরবে চন্দ্রিকা
নিরখিল, আলিঙ্গিতে ধরি বঙ্গগলে,
কাঁদিয়াছে বঙ্গ চির-পিঞ্জর-সারিকা,
কতশত মুক্তাবলী শ্যাম দূর্ব্বাদলে।
নিরখিল, কত পত্র, কত ফুল ফল,
তিতিয়াছে দুঃখিনীর নয়নের নীরে ;
নীরবে শিবির-শ্রেণী শোভিছে কেবল,
ধবল-বালুকা-স্তূপ যথা সিন্ধু-তীরে,
অথবা গোগৃহক্ষেত্রে যেমতি কৌরব,
সম্মোহন-অস্ত্রে মুগ্ধ অটল নীরব।

৪৭

জগত-ঈশ্বরী নিদ্রা, শান্তির আধার,
সিংহাসন-চ্যুত আজি পলাশি-প্রাঙ্গণে ;
মানব-নয়ন-রাজ্যে নাহি অধিকার,
বিষাদে ভ্রমিছে আজি এই রণাঙ্গনে।
অজ্ঞাতে, অদৃশ্য করে, প্রেম-পরশনে,
করে যদি নিমীলিত কাহারো নয়ন ;
প্রহরীর পদ-শব্দে, পবন-স্বননে,
চকিতে অভুক্ত তন্দ্রা ভাঙ্গে সেইক্ষণ।

ভয়, মানবের সুখ সম্ভোগ বিনাশি,
ভীষ্ম-শরশয্যা আজি করেছে পলাশি!

৪৮

গভীর নীরব এবে নবাব-শিবির।
দাস দাসী কক্ষে কক্ষে জাগিছে নীরবে।
কেবল জ্বলিছে দীপ; বহিছে সমীর
সশঙ্কিত চিত্তে যেন সর্ সর্ রবে।
ঘন ঘন নবাবের মলিন বদনে
বিকাশিছে স্বেদ-বিন্দু উৎকট স্বপন।
পর্য্যঙ্ক উপরে বসি বিষাদিত মনে
শান্ত অশ্রুমুখী সেই রমণীরতন।
রুমালে কোমল করে সেই স্বেদজল
নীরবে কাঁদিয়া রাণী মুছিছে কেবল।

৪৯

প্রেমপূর্ণ স্থির নেত্রে আনত বদনে,
চেয়ে আছে বিষাদিনী পতিমুখ পানে।
বিলম্বিত কেশরাশি, আবরি আননে,
পড়িয়াছে পতিবক্ষে, শয্যা উপাধানে।
এক ভুজবল্লী শোভে পতি-কণ্ঠতলে,
অন্য করে মুছে পতি বদন-মণ্ডল;

থেকে থেকে তিতি বামা নয়নের জলে,
প্রেমভরে পতিমুখ চুম্বিছে কেবল।
মুছাইতে স্বেদবিন্দু, বামার নয়ন
অমর-দুর্ল্লভ অশ্রু করিছে বর্ষণ।

৫০

নির্জ্জন কাননে বসি জনকনন্দিনী,
—নিদ্রিত রাঘবশ্রেষ্ঠ উরু-উপাধানে,—
বর্ষেছিল যেই অশ্রু সীতা অভাগিনী,
চাহি পথশ্রান্ত পতি নরপতি পানে;
অথবা বিজন বনে, তমসা নিশীথে,
মৃত পতি লয়ে কোলে সাবিত্রী দুঃখিনী
বর্ষেছিল যেই অশ্রু; এই রজনীতে
বর্ষিতেছে সেই অশ্রু এই বিষাদিনী।
তুচ্ছ বঙ্গ-সিংহাসন! এই অশ্রুতরে
তুচ্ছ করি ইন্দ্রপদ অম্লান অন্তরে।

৫১

এ দিকে ক্লাইব নিজ শিবিরে বসিয়া,
জাগরণে, ব্যস্ত মনে, কাটিছে রজনী;
অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ মনেতে ভাবিয়া,
থেকে থেকে ভয়ে বীর কাঁপিছে অমনি।

"এত অল্প সেনা লয়ে—ভাবিছে—"কেমনে
পরাজিব অগণিত বাহিনী সকল ?
কে জানে যদ্যপি হয় পরাজয় রণে,
ইংলণ্ডের সব আশা হইবে বিফল।
দুর্লঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি একজন আর,
শ্বেতদ্বীপে কভু নাহি ফিরিবে আবার।

৫২

"একেত সংখ্যায় অল্প মম সৈন্য দল ;
তাহাদের মধ্যে তাহে নাহি এক জন
সুশিক্ষিত যুদ্ধশাস্ত্রে ; প্রায়ত সকল
সমরে অদূরদর্শী শিশুর মতন।
অধিকাংশ এই মাত্র লেখনী ছাড়িয়া
অনিচ্ছায় তরবারি লইয়াছে করে ;
কেমনে এমন ক্ষীণ তৃণদল দিয়া
অসংখ্য অশনিবৃন্দ কাটিব সমরে ?
ফিরে যাই, কায নাই বিষম সাহসে,
স্ব-ইচ্ছায় কে কোথায় ব্যাঘ্র-মুখে পশে ?

৫৩

"ফিরে যাব ? কোথা যাব ? স্বদেশে আমার ?
ছমাসের পথ বল যাইব কেমনে ?

ওই ভাগীরথী নদী না হইতে পার,
আক্রমিবে কালসম দুরন্ত যবনে।
জনে জনে নিজ হস্তে বধিবে জীবনে,
অথবা করিবে বন্দী রাজ-কারাগারে ;
কাঁদি যদি দীনভাবে পড়িয়া চরণে
জীবন্ত নির্দ্দয় নাহি ছাড়িবে কাহারে।
কি কায পলায়ে তবে শৃগালের প্রায়,
যুঝিব, শুইব রণে অনন্ত শয্যায়।

৫৪

"আমরা বীরের পুত্র, যুদ্ধব্যবসায়ী ;
আমাদের স্বাধীনত্ব বীরত্ব-জীবন ;
রণক্ষেত্রে এই দেহ হ'লে ধরাশায়ী,
তথাপি ত্যজিব প্রাণ বীরের মতন।
করিব না, করে অসি থাকিতে আমার,
জননীর শ্বেত অঙ্গে কলঙ্ক অর্পণ ;
মরিব, মারিব শত্রু, করিব সংহার,
বলিলাম এই অসি করি আস্ফালন।
শ্বেতদ্বীপ! জিনি রণ ফিরিব আবার
তা না হয়, এইখানে বিদায় সবার।"

৫৫
স্বগত চিন্তার স্রোত না হইতে স্থির,
অজ্ঞাতে অন্যত্র চিত্ত হ'ল আকর্ষিত ;
বৃটিশ যুবক কেহ হইয়া অধীর,
বর্ষিতেছে প্রেমময়, মধুর সঙ্গীত।

সঙ্গীত।

১
"প্রিয়ে! কেরোলাইনা আমার!
কি বলিয়া প্রিয়তমে! হইব বিদায়?
বচন না সরে মুখে
হৃদয় বিদরে দুঃখে,
উচ্ছ্বসিত আজি প্রিয়ে! প্রেম-পারাবার।
অনন্ত লহরী তাহে নাচিয়া বেড়ায় ;
প্রত্যেক কল্লোলে প্রাণ
গায় তব প্রেমগান,
প্রত্যেক হিল্লোলে আজি চুম্বে বারংবার
প্রিয়ে! কেরোলাইনা আমার।

২
প্রিয়ে! কেরোলাইনা আমার!
সমুদ্রের এক প্রান্তে ভাসিলে চন্দ্রমা,
সীমা হ'তে সীমান্তরে
হাসে সিন্ধু সেই করে,

রজত চন্দ্রিকাময় হয় পারাবার ;
তেমতি যদিও তুমি ইংলণ্ডে প্রেয়সী,
প্রিয়ে ! তব রূপরাজি
ভারতে ভাসিছে আজি ;
ভাসিতেছে প্রিয়তমে ! চিত্তে অভাগার ;
"প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !

৩

"প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !
যেই দিন দুরাকাঙ্ক্ষা-তরী আরোহিয়া,
লঙ্ঘিয়া প্রবল সিন্ধু,
ছাড়িয়া প্রণয়-ইন্দু,
আসিল এ দেশান্তরে প্রণয়ী তোমার,
সেই দিন প্রিয়তমে ! আবার, আবার,
আজি এই রণস্থলে,
দুর্নিবার স্মৃতিবলে,
পড়ি মনে উছলিছে প্রেম-পারাবার ;
প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !

৪

"প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !
সরল তরল হাসি মাখিয়া অধরে

বলেছিলে,—‘প্রিয়তম !
পরাতে গলায় মম,
আনিবে না গোলকণ্ডা হীরকের হার ?’
আবার সজল নেত্রে, বঙ্কিম গ্রীবায়
রেখে মম বাম কর
বলেছিলে—‘প্রাণেশ্বর !
এই হার বিনে কিছু নাহি চায় আর,
প্রিয়া কেরোলাইনা তোমার।’

৫

“প্রিয়ে কেরোলাইনা আমার !
যেই প্রেম-অশ্রুরাশি আজি অভাগার
ঝরিতেছে নিরবধি,
তরল না হ’ত যদি,
গাঁথিতাম যেই হার, তব উপহার,
কি ছার ইহার কাছে গোলকণ্ডাহার !
প্রতি অশ্রু আলোকিয়ে,
বিরাজিতে তুমি প্রিয়ে !
তব প্রেম বিনে মূল্য হ’ত না তাহার,
প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !

৬

"প্রিয়ে ! কোরোলাইনা আমার !
এই ছিল সারা নিশি তমসা রজনী ;
এই মাত্র সুধাকর
বরষি বিমল কর,
রঞ্জিল কিরণজালে সকল সংসার।
হায় ! এ বিষাদ দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে,
তব রূপ নিরুপম,
আঁধার হৃদয় মম,
আলোকিবে পুনঃ কি এ জনমে আবার,
প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার ?

৭

"প্রিয়ে কেরোলাইনা আমার !
"কিম্বা কালি,—ভেবে বুক বিদরিয়া যায় !—
কালি ওই রণাঙ্গনে,
অভাগার দুনয়নে,
সেইরূপ—এই আশা—হবে কি আঁধার ?
তবে অশ্রুসিক্ত তব ক্ষুদ্র চিত্রখানি
রাখিয়া হৃদয়োপরে,
মরিব, প্রণয়ভরে

জন্মের মতন আহা ! ডাকি একবার,—
'প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !'

৮

"প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !
যায় নিশি ; এই নিশি প্রেয়সি ! আবার,
পুনঃ এই সুধাকর,
তারাময় নীলাম্বর,
হইবে কি সমুদিত নয়নে আমার ?
জীবনের শেষ দিবা হয়ত প্রভাত
হইতেছে পূর্ব্বাচলে,
কালি নাশি নেত্রজলে,
হতভাগা স্মরিবে না—ডাকিবে না আর—
'প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !'
নীরবিল যুবা—যেন নৈশ সমীরণে
হইল জীবন মন শেষ তানে লয় !
সেই তান ক্লাইবের পশিল শ্রবণে ;
ঝরিল একটি অশ্রু, দ্রবিল হৃদয়।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ হইল নির্গত—
"প্রিয়তমে মেস্কিলিন !—জনমের মত !"

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ।

যুদ্ধ।

১

পোহাইল বিভাবরী পলাশি-প্রাঙ্গণে,
পোহাইল যবনের সুখের রজনী;
চিত্রিয়া যবন-ভাগ্য আরক্ত গগনে,
উঠিলেন দুঃখভরে ধীরে দিনমণি।
শান্তোজ্জ্বল কররাশি চুম্বিয়া অবনী,
প্রবেশিল আম্রবনে; প্রতিবিম্ব তার
শ্বেতমুখ-শতদলে ভাসিল অমনি;
ক্লাইবের মনে হ'ল স্ফূর্ত্তির সঞ্চার।
সিরাজ স্বপ্নান্তে রবি করি দরশন,
ভাবিল এ বিধাতার রক্তিম নয়ন।

২

নীরবে পোহাল নিশি ; নীরব সকল ;
রণক্ষেত্রে একবারে না বহে বাতাস ;
একটি পল্লব নাহি করে টলমল ;
একটি যোদ্ধার আর নাহি বহে শ্বাস।
শকুনি, গৃধিনী, কাক, শালিকের দল,
নীরবে বসিয়া স্থির শাখার উপরে।
দূরে নীল গঙ্গা এবে শান্ত অচঞ্চল ;
একটি হিল্লোল নাহি কাঁপে সরোবরে।
রণপ্রতীক্ষায় স্থির পলাশি প্রাঙ্গণ,
প্রলয় ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন।

১

বৃটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি।

২

নাচিল সৈনিক-রক্ত ধমনীভিতরে,
মাতৃকোলে শিশুগণ,
করিলেক আস্ফালন,
উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।

৩

নিনাদে সমর-রঙ্গে নবাবের ঢোল,
ভীম রবে দিগঙ্গন,
কাঁপাইয়া ঘন ঘন,
উঠিল অম্বর-পথে করি ঘোর রোল।

৪

ভীষণ মিশ্রিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
কৃষক লাঙ্গল ধ'রে
দ্বিজ কোষাকুষি করে
দাঁড়াইলা বজ্রাহত পথিক যেমন।

৫

অর্দ্ধ-নিষ্কোষিত অসি করি যোদ্ধৃগণ,
বারেক গগন প্রতি,
বারেক মা বসুমতী
নিরখিল, যেন এই জন্মের মতন।

৬

ভাগীরথী-উপাসক আর্য্যসুতগণ,
ভক্তিভরে কিছুক্ষণ,
করি গঙ্গা দরশন,
'জয় গঙ্গামাই!'—ব'লে ডাকিল তখন

৭

ইঙ্গিতে পলকে মাত্র সৈনিক সকল,
বন্দুক সদর্পভরে,
তুলি নিল অংসোপরে ;
সঙ্গিনে কণ্টকাকীর্ণ হ'ল রণস্থল।

৮

বেগবতী স্রোতস্বতী ভৈরব গর্জ্জনে,
সলিল সঞ্চয় করি,
যায় ভীম বেগ ধরি,
প্রতিকূল শৈল প্রতি তাড়িত-গমনে।

৯

অথবা ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র, কুরঙ্গ কাননে
করে যদি দরশন,
দলি গুল্ম-লতা-বন,
তীরবৎ ছুটে বেগে মৃগ আক্রমণে।

১০

তেমতি নবাব-সৈন্য বীর অনুপম,
আম্রবন লক্ষ্য করি,
এক স্রোতে অস্ত্র ধরি,
ছুটিল সকলে যেন কালান্তক যম।

চতুর্থ সর্গ।।

১১

অকস্মাৎ একেবারে শতেক কামান,
করিল অনলবৃষ্টি,
ভীষণ সংহার-দৃষ্টি !
কত শ্বেত যোদ্ধা তাহে হ'ল তিরোধান।

১২

অস্ত্রাঘাতে সুপ্তোত্থিত শার্দ্দূলের প্রায়,
ক্লাইব নির্ভয়-মন,
করি রশ্মি আকর্ষণ,
আসিল তুরঙ্গোপরে রক্ষিতে সেনায়,

১৩

"সম্মুখে !—সম্মুখে !"—বলি সরোষে গর্জ্জিয়া,
করে অসি তীক্ষ্ণ-ধার ;
বৃটিশের পুনর্ব্বার,
নির্ব্বাপিত-প্রায় বীর্য্য উঠিল জ্বলিয়া।

১৪

ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল,
গম্ভীর গর্জ্জন করি,
নাশিতে সম্মুখ অরি,
মুহূর্ত্তেকে উগরিল কালান্ত-অনল।

১৫

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত চাষা মনে গণি,
ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে,
চাহিল আকাশ পানে ;
ঝরিল কামিনী-কক্ষ-কলসী অমনি।

১৬

পাখিগণ সশঙ্কিত করি কলরব,
পশিল কূলায়ে ডরে ;
গাভীগণ ছুটে রড়ে
বেগে গৃহদ্বারে গিয়ে হাঁফাল নীরব।

১৭

আবার, আবার, সেই কামান-গর্জ্জন !
উগরিল ধূমরাশি ;
আঁধারিল দশ দিশি ;
বাজিল বৃটিশ বাদ্য জলদ নিস্বন।

১৮

আবার, আবার, সেই কামান-গর্জ্জন !
কাঁপাইয়া ধরাতল,
বিদারিয়া রণস্থল,
উঠিল যে ভীম রব, ফাটিল গগন।

১৯

সেই ভীম রবে মাতি ক্লাইবের সেনা,
ধূমে আবরিত দেহ,
কেহ অশ্বে, পদে কেহ,
গেল শত্রু মাঝে, অস্ত্রে বাজিল ঝঞ্জনা।

২০

খেলিছে বিদ্যুৎ এ কি ধাঁধিয়া নয়ন ?
শতে শতে তরবার
ঘুরিতেছে অনিবার,
রবিকরে প্রতিবিম্ব করি প্রদর্শন।

২১

ছুটিল একটি গোলা রক্তিম-বরণ,
বিষম বাজিল পায়ে,
সেই সাংঘাতিক ঘায়ে
ভূতলে হইল মিরমদন পতন !

২২

"হুর্‌রে ! হুর্‌রে !"—করি গর্জ্জিল ইংরাজ।
নবাবের সৈন্যগণ
ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ ;
পলাতে লাগিল সবে, নাহি সহে ব্যাজ।

২৩

"দাঁড়া রে! দাঁড়া রে ফিরে! দাঁড়া রে যবন!
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ!
যদি ভঙ্গ দেও রণ,"—
গর্জ্জিলা মোহনলাল,—"নিকট শমন।

২৪

"আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,
মনেতে জানিও স্থির,
কারো না থাকিবে শির,
সবান্ধবে যাবে সবে শমন-ভবন।

২৫

"ভারতে পাবি না স্থান করিতে বিশ্রাম।
নবাবের মাথা খেয়ে,
কেমনে আসিলি ধেয়ে,
মরিবি, মরিবি, ওরে যবনসন্তান!

২৬

"সেনাপতি! ছি ছি এ কি! হা ধিক্ তোমারে!
কেমনে, বল না হায়!
কাষ্ঠের পুতুল প্রায়,
সসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ এক ধারে?

২৭

"ওই দেখ, ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর,
ওই তব সৈন্যগণ
দাঁড়াইয়া অকারণ!
গণিতেছে লহরী কি রণ-পয়োধির?

২৮

"দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার?
যায় বঙ্গ-সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা-ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব, কি দেখিছ আর?

২৯

"ভেবেছ কি স্থধু রণে করি পরাজয়,
রণমত্ত শত্রুগণ
ফিরে যাবে ত্যজি রণ,
আবার যবন বঙ্গে হইবে উদয়?

৩০

"মূর্খ তুমি!—মাটি কাটি লভি কহিনুর,
ফেলিয়া সে রত্ন হায়!
কে ঘরে ফিরিয়া যায়,
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর?

৩১

"কিম্বা, যেই পাপে বঙ্গ করেছ পীড়িত,
হতভাগ্য হিন্দুজাতি,
দহিয়াছ দিবারাতি,
প্রায়শ্চিত্তকাল বুঝি এই উপস্থিত !

৩২

"সামান্য বণিক্ এই শত্রুগণ নয় ।
দেখিবে তাদের হায় !
রাজা, রাজ্য, ব্যবসায় ;
বিপণি সমর-ক্ষেত্র, অস্ত্র বিনিময় ।

৩৩

"নিশ্চয় জানিও রণে হ'লে পরাজয়,
দাসত্ব-শৃঙ্খল-ভার
ঘুচিবে না জন্মে আর,
অধীনতা-বিষে হবে জাবন সংশয় !

৩৪

"যেই হিন্দুজাতি এবে চরণে দলিত,
সেই হিন্দুজাতি সনে,
নিশ্চয় জানিও মনে,
একই শৃঙ্খলে সবে হবে শৃঙ্খলিত ।

৩৫

"অধীনতা, অপমান, সহি অনিবার,
কেমনে রাখিবে প্রাণ,
নাহি পাবে পরিত্রাণ,
জ্বলিবে জ্বলিবে বুক হইবে অঙ্গার।

৩৬

"সহস্র গৃধিনী যদি শতেক বৎসর,
হৃৎপিণ্ড বিদারিত
করে অনিবার, প্রীত
বরঞ্চ হইব তাহে, তবু হা ঈশ্বর!

৩৭

"এক দিন—এক দিন—জন্ম জন্মান্তরে
নাহি হই পরাধীন,
যন্ত্রণা অপরিসীম
নাহি সহি যেন নর-গৃধিনীর করে!

৩৮

"হারাস্ নে, হারাস্ নে, রে মূর্খ যবন!
হারাস্ নে এ রতন!
এই অপার্থিব ধন!
হারাইলে আর নাহি পাইবি কখন।

৩৯

"বীরপ্রসবিনী যত মোগল রমণী,
না বুঝিনু কি প্রকারে
প্রসবিল কুলাঙ্গারে ;
চঞ্চলা যবন-লক্ষ্মী বুঝিনু এখনি।

৪০

"প্রণয়-কুসুমহার, রে ভীরু দুর্ব্বল,
পরাইলি যে গলায়,
বল না রে কি লজ্জায়
পরাইবি সে গলায় দাসত্বশৃঙ্খল ?

৪১

"চির-উপার্জ্জিত সেই কুলের গৌরব !
কেমনে সে পূর্ণশশী
কলঙ্কে করিলি মসী ?
ততোধিক যবনের কি আছে বিভব ?

৪২

"ভুবন-বিখ্যাত সেই যশের কারণ,
বনিতা, দুহিতা তরে,
লও অসি, লও করে !
ভারতের লাগি সবে কর তবে রণ !

৪৩

"কোথায় ক্ষত্রিয়গণ শমরে শমন !
ছিছি ছিছি ও কি কায !
ক্ষত্রকুলে দিয়ে লাজ
কেমনে শত্রুরে পৃষ্ঠ করালি দর্শন ?

৪৪

"বীরের সন্তান তোরা বীর-অবতার ;
স্বকুলে দিলিরে ঢালি
এমন কলঙ্ককালি !
শৃগালের কায, হয়ে সিংহের কুমার !

৪৫

"কেমনে যাবিরে ফিরে ক্ষত্রিয় সমাজে ?
কেমনে দেখাবি মুখ ?
জীবনে কি আছে সুখ ?
স্ত্রীপুত্র তোদের যত হাসিবেক লাজে !

৪৬

"ক্ষত্রিয়ের একমাত্র সাহস সহায় ;
সে বীরত্ব-প্রভাকরে
অর্পি ভীরু ! রাহুকরে,
কেমনে ফিরিবি ঘরে কি ছার আশায় ?

৪৭

"কি ছার জীবন যদি নাহি থাকে মান !
রাখিব রাখিব মান ;
যায় যাবে যাক্ প্রাণ ;
সাধিব, সাধিব সবে প্রভুর কল্যাণ !

৪৮

"চল তবে ভ্রাতাগণ ! চল পুনর্ব্বার !
দেখিব ইংরাজ দল,
শ্বেত-অঙ্গে কত বল,
আর্য্যসুতে জিনে রণে হেন সাধ্য কার ?

৪৯

"বীর-প্রসূতির পুত্র আমরা সকল ;
না ছাড়িব একজন,
কভু না ছাড়িব রণ,
শ্বেত-অঙ্গে রক্তস্রোত না হলে অচল !

৫০

"দেখাব ভারতবীর্য্য, দেখাব কেমন !
বলে যদি হিমাচল,
করে তারা রসাতল,
না পারিবে টলাইতে একটি চরণ !

৫১

"যদি তারা প্রভাকর উপাড়িয়া বলে
ডুবায় সিন্ধুর জলে,
তথাপি ক্ষত্রিয়দলে,
টলাইতে না পারিবে, বলে কি কৌশলে!

৫২

"সহে না বিলম্ব আর, চল ভ্রাতাগণ!
চল সবে রণস্থলে!
দেখিব কে জিনে বলে!
দেখাব ক্ষত্রিয়-বীর্য্য, দেখাব কেমন!"

৫৩

ছুটিল ক্ষত্রিয়দল ফিরিল যবন;
যেমতি জলধিজলে
প্রকাণ্ড তরঙ্গদলে
ছুটে যায়, বহে যবে ভীম প্রভঞ্জন!

৫৪

বাজিল তুমুল যুদ্ধ; অস্ত্রের নির্ঘাত,
তোপের গর্জ্জন ঘন,
ধূম অগ্নি উদ্‌গিরণ,
জলধরমধ্যে যেন অশনিসম্পাত।

৫৫

নাচিছে অদৃষ্ট-দেবী, নির্দ্দয়-হৃদয়।
এই বৃটিশের পক্ষে,
এই বিপক্ষের বক্ষে ;
এইবার ইংরাজের হ'ল পরাজয়।

৫৬

অকস্মাৎ তূর্য্যধ্বনি হইল তখন,—
"ক্ষান্ত হও যোদ্ধাগণ !
কর অস্ত্র সম্বরণ !
নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ।"

৫৭

উত্থিত কৃপাণ কর হইল অচল ;
সম্মুখ চরণদ্বয়
উত্থিত, তুরঙ্গচয়,
দাঁড়াল, নবাবসৈন্য হইল চঞ্চল।

৫৮

যেমতি শিখর বাহী' পার্ব্বতীয় নদী,
করি তরু উন্মূলন,
ছিঁড়ি গুল্ম-লতা-বন,
অবরুদ্ধ হয় শৈলে অর্দ্ধ পথে যদি,

৫৯

অচল শিলার সহ বুঝি বহুক্ষণ,
যদি কোন মতে তারে
বারেক টলাতে পারে,
উপাড়িয়া শিলা হয় ভূতলে পতন।

৬০

তেমতি বারেক যদি টলিল যবন,
ইংরাজ 'সঙ্গিন' করে,
ইন্দ্র যেন বজ্র ধরে
ছুটিল পশ্চাতে, যেন কৃতান্ত শমন।

৬১

কারো বুকে, কারো পৃষ্ঠে, কাহারো গলায়,
লাগিল, সঙ্গিন-ঘায়
বরিষার ফোটা প্রায়,
আঘাতে আঘাতে পড়ে যবন ধরায়।

৬২

ঝম্ ঝম্ ঝম্ করি বৃটিশ বাজনা
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
আনন্দে করিল বঙ্গে বিজয় ঘোষণা।

৬৩

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি অচল উপর,
শোণিত-আরক্ত-কায়,
অস্ত গেল রবি হায় !
অস্ত গেল যবনের গৌরব-ভাস্কর।

১

নিবিয়াছে মহাঝড় ; রণ-প্রভঞ্জন,
ভীম পরাক্রমে নর-মহীরুহ-চয়
উপাড়ি ধরায়, শান্ত হয়েছে এখন ;
সবিষাদে সমীরণ ধীরে ধীরে বয়।
মূর্চ্ছান্তে মোহনলাল মেলিয়া নয়ন
দেখিলা সমরক্ষেত্র, মুহূর্ত্ত তুলিয়া
ম্লান মুখ ; ক্ষত দেহে রক্ত-প্রস্রবণ
ছুটিল, পড়িল শিরে আকাশ ভাঙ্গিয়া।
চাহি অস্তমিত-প্রায় প্রভাকর পানে,
বলিতে লাগিলা শোক-উচ্ছ্বসিত প্রাণে।—

২

"কোথা যাও ফিরে চাও সহস্রকিরণ !
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি !

তুমি অস্তাচলে দেব ! করিলে গমন,
আসিবে যবন ভাগ্যে বিষাদ-রজনী !
এ বিষাদ-অন্ধকারে নির্ম্মম অন্তরে,
ডুবায়ে যবন রাজ্য যেও না তপন !
উঠিলে কি ভাব বঙ্গে নিরীক্ষণ ক'রে !
কি দশা দেখিয়া আহা ! ডুবিছ এখন !
পূর্ণ না হইতে তব অর্দ্ধ আবর্ত্তন,
অর্দ্ধ পৃথিবীর ভাগ্য ফিরিল কেমন ?

৩

"অদৃষ্ট চক্রের কিবা বিচক্ষণ গতি !
দেখিতে দেখিতে কত হয় আবর্ত্তন
কাহার উন্নতি হবে, কার অবনতি,
মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে আহা বলে কোন্ জন !
কালি যেই স্থানে ছিল বৈজয়ন্ত ধাম,
আজি দেখি সেই স্থানে বিজন কানন ;
ভীষণ সময়স্রোত হায় ! অবিরাম,
কত রাজ্য, রাজধানী করে নিমগন !
সিরাজ সময়স্রোতে হইয়া পতন,
হারা'ল পলাশিক্ষেত্রে রাজ্য সিংহাসন !

৪

"কোথায় ভারতবর্ষ !—কোথায় বৃটন !
অলজ্ঘ্য পর্ব্বতশ্রেণী ; অনন্ত সাগর,
অগণিত রাজ্য, উপরাজ্য অগণন,
অর্দ্ধেক পৃথিবী মধ্যে ব্যাপি কলেবর ;
ইংলণ্ডের চন্দ্র সূর্য্য দেখে না ভারত ;
ভারতের চন্দ্র সূর্য্য দেখে না বৃটন ;
পবনের গতি কিম্বা কল্পনার রথ,
কোন কালে এত দূর করেনি গমন।
আকাশ-কুসুম কিম্বা মন্দার যেমন,
জানিত ভারতবাসী ইংলণ্ড তেমন।

৫

"সেই সে ইংলণ্ড আজি হইল উদয়,
ভারত-অদৃষ্টাকাশে স্বপনের মত।
এই রবি শীঘ্র অস্ত হইবার নয় ;
কখনো হইবে কি না, জানে ভবিষ্যত।
এক দিন,—দুই দিন,—বহুদিন আর,
কাষ্ঠপুত্তলের মত অভাগা যবন,
বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমে নাহি করিবে বিহার ;
কলঙ্কিত করিবে না বঙ্গ-সিংহাসন।

আজি, নহে কালি, কিম্বা দুই দিন পরে,
অবশ্য যাইবে বঙ্গ ইংলণ্ডের করে।

৬

"কি ক্ষণে উদয় আজি হইলে তপন!
কি ক্ষণে প্রভাত হ'ল বিগত শর্ব্বরী!
আঁধারিয়া ভারতের হৃদয়-গগন,
স্বাধীনতা শেষ আশা গেল পরিহরি!
যবনের অবনতি করি দরশন,
নিরখিয়া মহারাষ্ট্র গৌরব বর্দ্ধিত,
কোন্ হিন্দুচিত্ত নাহি,—নিরাশাসদন—
হয়েছিল স্বাধীনতা-আশায় পূরিত?
কিন্তু তব অস্ত সনে, কি বলিব আর,
সেই আশাজ্যোতিঃ আজি হইবে আঁধার!

৭

"নিতান্ত কি দিনমণি! ডুবিলে এবার,
ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোক-সিন্ধু-জলে?
যাও তবে! যাও দেব! কি বলিব আর?
ফিরিও না পুনঃ বঙ্গ-উদয়-অচলে।
কি কায বল না আহা! ফিরিয়া আবার?
ভারতে আলোক কিছু নাহি প্রয়োজন!

আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ!
কালি পূর্ব্বাশার দ্বার খুলিবে যখন,
ভারতে নবীন দৃশ্য করিবে দর্শন।

৮

"আজি গেলে, কালি পুনঃ হইবে উদয়,
গেল দিন, এই দিন ফিরিবে আবার;
যবন গৌরব-রবি ফিরিবার নয়,
ভারতের এই দিন ফিরিবে না আর!
ফিরিবে না মৃতদেহে বিগত জীবন।
বাঁচিবে না রণাহত অভাগা সকল।
মৃতদেহ-নিপীড়িত শুষ্ক তৃণগণ
কিছুদিন পরে পুনঃ পাবে নব বল।
এবে মৃতদেহতলে, বৎসর অন্তরে
জনমিবে পুনর্ব্বার তাদের উপরে।

৯

"এস সন্ধ্যে! ফুটিয়া কি ললাটে তোমার
নক্ষত্র-রতন-রাজি করে ঝলমল?
কিম্বা শুনি যবনের দুঃখসমাচার,
কপালে আঘাত বুঝি করেছ কেবল,

তাহে এই রক্তবিন্দু হয়েছে নির্গত ?
এস শীঘ্র ! প্রসারিয়া ধূসর অঞ্চল,
লুকাও যবনমুখ দুঃখে অবনত !
আবরিত কর শীঘ্র এই রণস্থল !
রাশি রাশি অন্ধকার করি বরিষণ,
লুকাও অভাগাদের বিকৃত বদন !

১০

"কালি সন্ধ্যাকালে ছিল হতভাগাগণ,
অহঙ্কারে স্ফীতবুক রমণীমণ্ডলে ;
কালি নিশাযোগে ল'য়ে রমণীরতন
আমোদে ভাসিতেছিল মন-কুতূহলে।
প্রভাতে সমরসাজে সাজিল সকল,
মধ্যাহ্নে মাতিল দর্পে কালান্তক রণে ;
না ছুঁইতে প্রভাকর ভূধর-কুন্তল,
সায়াহ্নে শায়িত হ'ল অনন্ত শয়নে।
বিপক্ষ, বান্ধব, অশ্ব, অশ্বারোহিগণ,
একই শয্যায় শু'য়ে ক্ষত্রিয় যবন !

১১

"আসিলে যামিনী দেবী যে বঙ্গ-ভবন
আমোদে পূর্ণিত হ'ত, সঙ্গীত হিল্লোল

উথলিত ব্যাপী ওই সুনীল গগন,
আজি সে বঙ্গেতে সুধু রোদনের রোল !
পতিহীনা, পুত্রহীনা, ভ্রাতৃহীনা নারী,
ভ্রাতার বিয়োগে ভ্রাতা, করে হাহাকার ;
বজ্রসম পুত্রশোক সহিতে না পারি,
কাঁদে কত পিতা ভূমে হ'য়ে দীর্ঘাকার।
আজি অন্ধকার-পূর্ণ বঙ্গের সংসার,
কোন ঘরে নাই ক্ষীণ আলোক-সঞ্চার।

১২

"এই নহে ভারতের রোদনের শেষ ;
পলাশি-যুদ্ধের নহে এই পরিণাম।
যেই শক্তি-স্রোতস্বতী ভেদি বঙ্গদেশ
নির্গত হইল আজি, ভ্রমি অবিশ্রাম
হিমাচল হতে বেগে করিবে গমন
কুমারীতে, লঙ্কাদ্বীপে লঙ্ঘি পারাবার।
প্রতিদিন ইহার বাড়িবে আয়তন,
হইবে তাহাতে ভীম ঝটিকা সঞ্চার।
যবে পূর্ণবলে ক্রমে হবে বলবতী,
কার সাধ্য নিবারিবে এই স্রোতস্বতী ?

১৩

"পলাশিতে আজি যেই ধবল জলদ
ভারত-অদৃষ্টাকাশে হইল সঞ্চার,
তিল তিল বৃদ্ধি হ'য়ে এ শ্বেত নীরদ
ধরিবে ভীষণ মহামেঘের আকার।
যুড়িয়া ভারত-ভূমি হবে অন্ধকার;
বহিবে প্রলয়-ঝড়, ভীম প্রভঞ্জন;
যত পুরাতন রাজ্য হবে ছারখার;
উড়িয়া যাইবে রাজা, রাজ্য, সিংহাসন।
কিন্তু এই ঝড় যবে হইবে অন্তর,
ভাসিবে ভারতাকাশে শান্তি-সুধাকর।

১৪

"শ্বেত দ্বীপ! আজি তব কি সুখের দিন
যে রত্ন হইল তব মুকুট-ভূষণ,
একেবারে হ'য়ে হিংসা আশার অধীন,
সমুদয় ইউরোপ করিবে দর্শন।
যাও তবে সমীরণ, ঝড়বেগ ধরি,
বহ এই শুভ বার্ত্তা ইংলণ্ড-ঈশ্বরে!
শুনিয়া সাগরমাঝে শ্বেতাঙ্গ-সুন্দরী
নাচিবে, মরাল যেন নীল সরোবরে।

হইবে সমস্ত দ্বীপ প্রতিধ্বনিময়,
গম্ভীরে সাগরে গাবে ইংলণ্ডের জয়।

১৫

"আর ভারতের?—সেই চির-অধিনীর?
ভারতেরো নহে আজি অসুখের দিন।
পশিয়া পিঞ্জরান্তরে, বন-বিহগীর
কিবা সুখ, কি অসুখ?—সমান অধীন।
পরাধীন স্বর্গবাস হ'তে গরীয়সী
স্বাধীন নরকবাস, অথবা নির্ভীক
স্বাধীন ভিক্ষুক ওই তরুতলে বসি,
অধীন ভূপতি হ'তে সুখী সমধিক।
চাহি না স্বর্গের সুখ, নন্দন কানন,
যদি পাই,—কিন্তু হায়! ফুরাল স্বপন!

১৬

"ভারতেরো নহে আজি অসুখের দিন।
আজি হ'তে যবনেরা হ'ল হতবল;
কিবা ধনী, মধ্যবিৎ, কিবা দীন হীন,
আজি হ'তে নিদ্রা যাবে নির্ভয়ে সকল।
ফুরাইল যবনের রাজ্য-অভিনয়;
এত দিনে যবনিকা হইল পতন;

করাল কালের গর্ভে, বিস্মৃতি-আলয়ে,
অচিরে যবনরাজ্য হইবে স্বপন।
পুনর্ব্বার যবনিকা উঠিবে যখন,
প্রবেশিবে অভিনব অভিনেতৃগণ!

১৭

"আজি উচ্ছ্বসিত মনে হ'তেছে স্মরণ,
অঙ্কে অঙ্কে এই দীর্ঘ অভিনয় কালে,
কত সুখ, কত দুঃখ, কত উৎপীড়ন,
লিখিয়াছিলেন বিধি ভারত-কপালে!
দুঃখিনীর কত অশ্রু হায়! অনিবার
ঝরিয়াছে প্রিয়তম তনয়ের তরে!
কত অত্যাচার, হায়! কত অবিচার,
সহিয়াছে অভাগিনী পাষাণ অন্তরে!
এখনো শরীর কাঁপে স্মরি অত্যাচার,
করাল-কৃপাণ-মুখে ধর্ম্মের বিস্তার।

১৮

"কিন্তু বৃথা,—নাহি কায সুদীর্ঘ কথায়।
জানি আমি যবনের পাপ অগণিত;
জানি আমি ঘোরতর পাপের ছায়ায়
প্রতিছত্রে ইতিহাস আছে কলঙ্কিত।

আছে,—কিন্তু হায়! এই কলঙ্কসাগরে
ছিল না কি স্থানে স্থানে রতননিচয়
চিরোজ্জ্বল, ইতিহাসে রক্ষিত আদরে?
ছিল কি সম্রাট্ মাত্র সম নৃশংসয়?
পাপী আরঙ্গজীব, আল্লাউদ্দিন পামর,
ছিল যদি, ছিল না কি বাবর, আকবর?

১৯

"ঝোলে ব'লে দিবসের অঞ্চলে গোধূলি,
যতই তমসা ব'লে বোধ হয় মনে,
না থাকিলে রবি—বিশ্ব নয়নপুতলী,—
দিবা ব'লে বোধ হ'ত নিশার তুলনে।
স্বাধীন অপক্ষপাতী আর্য্যরাজ্য পরে,
তেমতি যবনরাজ্য—স্বজাতিপ্রবণ—
যতই কলঙ্কে খ্যাত, কিন্তু স্থানান্তরে
এত কলুষিত বোধ হ'ত না কখন!
সন্দেহ, হইত কি না রাবণ ঘৃণিত,
রামের ছায়াতে যদি না হ'ত চিত্রিত।

২০

"কি কায সে সুখ দুঃখ করিয়া স্মরণ,
ক্ষত হৃদয়ের ব্যথা জাগা'য়ে আবার?

ক্রমে ওই নিশীথিনী-ছায়ার মতন,
যবনের হতভাগ্য হতেছে সঞ্চার।
আরঙ্গজীব অস্ত সনে, অলক্ষিতে হায়!
প্রবেশিল যে গোধূলি মোগল-সংসারে,—
উত্তরিল নিশা আজি ; ঢাকিবে ত্বরায়
প্রকাণ্ড যবনরাজ্য নিবিড় আঁধারে।
দিল্লি, মুরশিদাবাদ, হইবে এখন
যবনের গৌরবের সমাধিভবন।

২১

"ছিল না ঐশ্বর্য্যে বীর্য্যে এই ধরাতলে
সমকক্ষ যবনের,—বীর পরাক্রম
অস্তাচল হ'ত খ্যাত উদয়-অচলে।
সে বীরজাতির এই দৃঢ় সিংহাসন,
ছিল পঞ্চশত বর্ষ হিমাদ্রি মতন
অচল, অটল, রাষ্ট্র বিপ্লব-সাগরে।
কে জানিত আজি তাহা হইবে পতন
বাঙ্গালীর মন্ত্রণায়, বণিকের করে?
কিম্বা ভাগ্যদোষে যদি বিধি হয় বাম,
শৈলপাতা বাজে বুকে শেলের সমান।

২২

"পঞ্চশত বর্ষ পূর্ব্বে যে জাতি দুর্ব্বার,
বিক্রমে ভারতরাজ্য করিল স্থাপন ;
তাহাদের সন্তান কি এই কুলাঙ্গার,
হারাইল আজি যারা সেই সিংহাসন ?
ছিল যেই জাতি শ্রেষ্ঠ শৌর্য্য বীর্য্যে রত,
সদা তরবারি করে, সদা রণস্থলে ;
সেই জাতি এবে মগ্ন বিলাসে সতত ;
ঝুলিতেছে দিবা নিশি রমণী-অঞ্চলে।
কিছুদিন পরে আর,—বিধির বিধান,—
ক্রীড়াপটে বিরাজিবে মোগল পাঠান !

২৩

"অথবা অভাগাদেরে দোষি অকারণ ;
দোষী বিধি, দোষী মন্দভাগিনী ভারত।
চিরস্থায়ী কোন রাজ্য ভারতে কখন
হইবে না, চিরস্থির নক্ষত্র যেমত।
না জানি কি গুপ্ত বিষ ভারত-সলিলে
ভাসে সদা, বহে স্নিগ্ধ মলয় পবনে ;
তেজোময় বীরসিংহ ভারতে পশিলে,
কামিনী-কোমল হয় তার পরশনে।

ইন্দ্রিয়লালসা বহে সবেগে ধমনী,
বীর্য্য হয় ভোগলিপ্সা, পুরুষ রমণী।

২৪

"প্রবেশিল যে বীরত্ব স্রোত দুর্নিবার,
আর্য্যজাতি সনে এই ভারত ভিতরে,
কি রত্ন না ফলিয়াছে গর্ব্ভেতে তাহার ?
তুচ্ছ এক কহিনুর, মুকুটে আদরে
পরিবে ইংলণ্ডেশ্বরী,—তৃতীয় নয়ন
উমার ললাটে যেন ! ভারত তোমার
কত শত কহিনুরে পূজেছে চরণ
আর্য্য মন-রত্নাকর দিয়ে উপহার !
ভারতে যখন বেদ হইল সৃজন,
ভাঙ্গে নাই রোমাণের গর্ব্ভস্থ স্বপন।

২৫

"যেই জাতি অস্ত্রবলে কাটিয়া ভূধর
অনন্ত অজেয় সিন্ধু করিল বন্ধন ;
রোধিত যাদের অস্ত্রে শূন্যে প্রভাকর,
পাতালে কাঁপিত ডরে বসুধাবাহন ;
যাদের তীক্ষ্ণ শরে গগন ভেদিয়া,
কনকচম্পকরাশি করিল হরণ ;

যাহাদের পদাঘাতে বেড়ায় ঘুরিয়া,
অনন্ত আকাশ-পথে সহস্র বারণ ;
যাহাদের কীর্ত্তিকথা অমৃত সমান,
এখনো মানবজাতি সুখে করে পান ;

২৬

"হে বিধাতঃ! কোন্ পাপ করিল সে জাতি ?
কেন তাহাদের হ'ল এত অবনতি ?
যেই সিংহাসনে, বীর রাবণ-অরাতি
বিরাজিত, বিরাজিত কুরুকুলপতি,
—সঙ্খ্যাতীত নরপতি-প্রণামে যাহার
চরণে হইয়াছিল মুকুট অঙ্কিত,—
কুরুক্ষেত্রজয়ী বীর, দয়ার আধার,
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ছিল বিরাজিত ;
বসিল,—লজ্জার কথা বলিব কেমনে ?—
যবনের ক্রীতদাস সেই সিংহাসনে !

২৭

"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচ্যগ্র-মেদিনী—
এই মহাবাক্য যার ইতিহাসগত ;
সেই জাতি এ ভারত ক'রি পরাধীনী
—পাণিপথে, আত্মদ্রোহী হ'ল আত্মহত।

সপ্তদশ অশ্বারোহী যবনের ভরে,
সোণার বাঙ্গালারাজ্য দিল বিসর্জ্জন।
স্যূচ্যগ্র-মেদিনী স্থলে, অম্লান অন্তরে
সমগ্র ভারত আহা ! করি সমর্পণ
বিদেশীকে, আছে সুখে ; জানে ভবিষ্যত
এই অবনতি কোথা হবে পরিণত !

২৮

"পাণিপথে যেই রবি গেলা অস্তাচলে,
ভারতে উদয় নাহি হইল আবার।
পঞ্চশত বর্ষ পরে দূর নীলাচলে
ঈষদে হাসিতেছিল কটাক্ষ তাহার।
কিন্তু পলাশিতে যেই নিবিড় নীরদ
করিল তিমিরাবৃত ভারত-গগন
অতিক্রমি পুনঃ এই অনন্ত জলদ,
হইবে কি সেই রবি উদিত কখন ?
জগতে উদয় অস্ত প্রকৃতি-নিয়ম ;
কিম্বা জলধরছায়া থাকে কতক্ষণ !

২৯

"যে আশা ভারতবাসী চিরদিন তরে
পলাশির রণ-রক্তে দিয়ে বিসর্জ্জন,

কহিবে, স্মরিবে, নাহি ভাবিবে অন্তরে,
কল্পনে! সে কথা মিছে কহ কি কারণ?
থাকুক্ পলাশিক্ষেত্র এখন যেমন;
থাকুক্ শোণিতে সিক্ত হত যোদ্ধৃদল,
জগতের যুগান্তর অদ্ভূত কেমন
ঘটাইবে ইহাদের শোণিত তরল!
ক্ষত বক্ষে রক্তস্রোত ছুটিল তখন
সবেগে, মোহনলাল মুদিল নয়ন।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ।

শেষ আশা।

১

মুরশিদাবাদে আজি আমোদ মোহিনী,
নাচিয়া বেড়ায় সুখে প্রতি ঘরে ঘরে ;
পরিয়াছে দীপমালা যামিনী কামিনী,
ভাসিতেছে রাজধানী সঙ্গীতসাগরে।
অহিফেন-মুগ্ধ মিরজাফর পাগর,—
ঢুলু ঢুলু করিতেছে আরক্ত লোচন।
"উড়িষ্যা বেহার বঙ্গ ত্রিদেশ-ঈশ্বর"—
বলিয়া পলাশিজেতা করিছে বরণ।
লভেছে পাতিয়া সেই ঊর্ণনাভ ফাঁদ,
তীর্থযাত্রা উপদেশ ধূর্ত্ত উমিচাঁদ।

২

নিমীলিত নেত্রদ্বয় ; মুখশ্রী গম্ভীর ;
পড়েছে জলদছায়া 'চৌষট্টি কলায়' ;
নিরখিছে যেই চন্দ্র নেত্র পদ্মিনীর
হ'ত উন্মীলিত, আজি রাহুগ্রস্ত হায় !
পরিধান পট্টবস্ত্র ; উত্তরীয় গলে ;
অশিবব্যঞ্জক শ্মশ্রু-আবৃত বদন,
দীর্ঘ কারাবাস হেতু ; নিত্য পূজা ছলে
জানুপরে কর ; করে অঙ্গুলি সংযম।
এরূপে মুঙ্গের দুর্গে বসিয়া পূজায়,
কৃষ্ণনগরের পতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

৩

এ নহে সামান্য পূজা ; প্রাণদণ্ড তরে
প্রেরিয়াছে রাজ-আজ্ঞা সিরাজদ্দৌলায়।
হতভাগ্য নরপতি পূজা শেষ করে,
সঙ্গিবেক রাজদণ্ড যমদণ্ড প্রায়।
যতক্ষণ পূজা হায় ! ততক্ষণ প্রাণ,
সেই হেতু নরপতি ধ্যানে কি মগন ;
না ফুরায় ধ্যান যেন নাহি বাহ্যজ্ঞান ;
ক্ষণে ক্ষণে শুধু দীর্ঘনিশ্বাস পতন।

পবন স্বননে ত্রস্তে মেলিছে নয়ন,
মনে ভাবি ক্লাইবের সৈন্য-আগমন ।

৪

কল্পনে ! মুরশিদাবাদে আইস ফিরিয়া ।
হেন উৎসবের দিনে ছাড়িয়া নগর,
কে যায় কোথায় ? মঞ্জু নিকুঞ্জ ছাড়িয়া
কে প্রবেশে অন্ধকার কানন ভিতর ?
উঠিছে আকাশপথে, নগর হইতে
যেই আলোকের জ্যোতিঃ তিমির উজলি,
বোধ হয় দিগ্‌দাহ, অথবা নিশীথে
জ্বলিতেছে দাবানলে দূর বনস্থলী ।
উৎসবের কোলাহলে, দূরে হয় জ্ঞান,
আমোদকাননে যেন ছুটেছে তুফান ।

৫

"পলাশির যুদ্ধ"—আজি সহস্র জিহ্বায়
ঘোষিতেছে জনরব প্রভঞ্জন-গতি ;
"পলাশির যুদ্ধ"—আজি মর্ম্মরে পাতায়,
স্বনিতেছে সমীরণ, গায় ভাগীরথী ।
"পলাশির যুদ্ধ"—শত সহস্র নয়ন
চিত্রিতেছে অশ্রুজলে সহস্র ধারায় ;

"পলাশির যুদ্ধ"—কত প্রফুল্ল বদন
হাসিতেছে মনসুখে ; লিখিছে খাতায়
"পলাশির যুদ্ধ", ওই বসিয়া অম্বরে,
ভারত-অদৃষ্ট-গ্রন্থে অমর অক্ষরে !

৬

স্থানে স্থানে সমবেত নাগরিকগণ
করিতেছে পলাশির যুদ্ধ আলোচনা ;
তাহাদের মধ্যে সত্যপ্রিয় যত জন,
প্রশংসিছে ক্লাইবের বীর্য্য বীরপণা।
যাহাদের সমধিক কল্পনা প্রবল,
তাহাদের মতে কোনো মহামন্ত্রবলে
ক্লাইব বঙ্গীয় সেনা রণে হতবল
করিয়াছে, কোনো উপদেবতার ছলে।
মূর্খের কল্পনাস্রোত হ'লে উচ্ছ্বসিত,
যত অসম্ভব তাহে হয় সম্ভাবিত।

৭

শুষ্ক উপনদীতেও বরিষার কালে
প্রভূত সলিল যথা হয় প্রবাহিত,
তেমতি উৎসবে এই পুরী-অন্তরালে
বীথিতেও জনস্রোত আজি সঞ্চারিত।

অভিষেক উপলক্ষে মিরজাফরের,
সুসজ্জিত রাজহর্ম্ম্য, অবারিত দ্বার।
রাজপ্রাসাদের সজ্জা, নব নবাবের
নূতন সভার শোভা, আমোদভাণ্ডার,
দেখিতে শুনিতে ওই দর্শক অশেষ
দীর্ঘ স্রোতে রাজদ্বারে করিছে প্রবেশ।

৮

সম্মুখে বিচিত্র সভা আলোক খচিত,
অমরাবতীর শোভা সৌরভে পূরিত।
বিগত বিপ্লবে হায়! করেনি কিঞ্চিৎ
রূপান্তর;—সেই রূপ আছে সুসজ্জিত।
সেই রঙ্গভূমি, সেই আলোকের হার,
সেই সজ্জা, সেই শোভা, সেই সভ্যগণ;
সেই বিলাসিনীবৃন্দ করিছে বিহার;
সেই রাজছত্রদণ্ড, সেই সিংহাসন।
সেই নৃত্য, সেই গীত, রয়েছে সকল;
হায়! সে সিরাজদ্দৌলা নাহি কি কেবল!

৯

মিরজাফরের আজি সার্থক জীবন;
ভূতলে যুনানী স্বর্গ আজি অনুভব।

যেই সিংহাসনছায়া আঁধারে তখন
ছিল লুকাইয়া, আজি—হায়! অসম্ভব!
সেই মিরজাফরের সেই সিংহাসন!
স্তাবকে বেষ্টিত হয়ে ব'সে সভাতলে,
অহিফেনে সঙ্কুচিত যুগলনয়ন ;
হৃদয় করিছে স্ফীত চাটুকার দলে।
প্রাচীন-বয়সে শ্লথ শ্রবণবিবরে,
ঢালিছে কোকিলকণ্ঠা কামিনী কুহরে

১০

বিমল সঙ্গীত-সুধা। নাচিছে আবার
সঙ্গীতের তালে তালে ওই বিনোদিনী,
নাচে যথা; শুনি প্রাতে কোকিলঝঙ্কার,
কাননে গোলাপ, কিম্বা সলিলে নলিনী।
তাম্বূলে রঞ্জিত রক্ত অধরযুগলে
ভাসিছে মোহিনী হাসি। এই হাসি হায়!
—রে মিরজাফর মত্ত কামিনীকৌশলে!—
ডুবিয়াছে রাজ্যচ্যুত সিরাজদ্দৌলায়।
তুমি রাজ্যভ্রষ্ট পুনঃ হইবে যখন,
তব শত্রু অভিষেকে হাসিবে তেমন।

১১

সেই নৃত্যগীতে মিরজাফরের মন
নহে মুগ্ধ ; নহে মুগ্ধ হাসিতে বামার ;
স্তাবকের স্তুতিবাদে হইয়া মগন,
তোষামোদপারাবারে দিতেছে সাঁতার।
কথা,—পলাশির যুদ্ধ। স্তাবকসকলে
বর্ণিছে কেমনে রণে নব বঙ্গেশ্বর
লভিয়াছে সিংহাসন বলে ও কৌশলে।
ইহাদের স্তুতি হ'লে সত্যের আকর,
ইতিহাসে ক্লাইবের হইত নিশ্চয়,
মির্‌জাফরের সনে স্থান বিনিময়।

১২

স্তাবকের স্তুতিবাদে, রে মূর্খ যবন!
যত ইচ্ছা স্ফীত কেন কর না হৃদয়,
সঙ্গীতের তালে ওই নর্ত্তকী যেমন
নাচিতেছে, সেইরূপ তুমিও নিশ্চয়
নাচিবে দুদিন পরে ইংরাজ ইঙ্গিতে।
ভবিষ্যৎ-অন্ধ মূর্খ! জান নাই আর,
সমুদ্রে ঝটিকাগ্রস্ত তরণী হইতে
অনিশ্চিত সমধিক অদৃষ্ট তোমার।

ইংরাজবণিক্ করে, জাননি এখন,
পণ্যদ্রব্য হবে এই বঙ্গ-সিংহাসন।

১৩

সুসজ্জিত, সুবাসিত, রম্য হর্ম্ম্যান্তরে,
বিরাজিছে মনসুখে কুমার "মিরণ"।
একে সুরা, হাতে সুধা রমণী-অধরে,
অনল-সহায় যেন প্রবল পবন।
নিকটে বসিয়া নীচ উপাসক যত,
বর্ণিছে সুবর্ণ বর্ণে মিরণ নয়নে
নন্দনকানন-শোভা-পূর্ণ ভবিষ্যৎ।
মিরণ বসিবে যবে বঙ্গ-সিংহাসনে,
পাপিষ্ঠ ভাবিতেছিল, স্বহস্তে তখন
কত শত বিপক্ষের বধিবে জীবন।

১৪

এমন সময়ে এক পাপ-অনুচর,
—লেখা যেন 'নরহন্তা' কপালে তাহার,
পাপে লৌহবর্ম্মাবৃত পাষাণ-অন্তর,
দুষ্প্রবৃত্তি নিবন্ধন বিকৃত আকার,—
নিবেদিল আভূতল নত করি শির,
যোড় করে,—"যুবরাজ! এই অনুচর

হতভাগ্য নবাবের যত মহিষীর
শুনেছে রোদনধ্বনি, চিত্তদ্রবকর।
জাহ্নবী-তিমির-গর্ভ-খনির ভিতরে
রমণী-রতনরাশি”—বাক্য নাহি সরে।

১৫

দাঁড়াইল অনুচর স্তম্ভিত অন্তরে,
যেন কেহ অকস্মাৎ গ্রীবা নিপ্পীড়নে
করিয়াছে কণ্ঠরোধ। মুহূর্ত্তেক পরে,—
“যুবরাজ হায়! এই উদর কারণে
কত হত্যা, কত পাপ, করেছি সাধন,
কিন্তু এই শেষ”—চর নীরব আবার,—
“অন্ধকারে বিদারিয়া জাহ্নবী-জীবন
করুণ মুমূর্ষু যেই নারী-হাহাকার
উঠিল আকাশপথে,—জীবনে, মরণে,
নিরন্তর সেইধ্বনি বাজিবে শ্রবণে।

১৬

“বলিল সে ধ্বনি যেন নিয়তিবচন—
‘বিনা দোষে ডুবাইল যত অবলারে,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে মরিবে মিরণ।”
নারীহন্তা পাপিষ্ঠের এই সমাচারে,

একটি বিদ্যুৎজ্যোতিঃ মিরণ-শরীরে
আপাদমস্তক যেন হ'ল সঞ্চালিত।
স্থিরনেত্রে কিছুক্ষণ চাহিয়া প্রাচীরে ;
মাদকে অবশ দেহ হইল কম্পিত।
ইংরাজের বীরকণ্ঠ উঠিল ভাসিয়া,
হেন কালে "হিপ্ হিপ্ হুর্ রে !" বলিয়া।

১৭

ইংরাজ-শিবির-শ্রেণী অদূর উদ্যানে,
দাঁড়াইয়া স্থিরভাবে নৈশ অন্ধকারে।
শোভিছে নক্ষত্র যথা নিদাঘ বিমানে,
শোভিছে আলোকরাশি উদ্যান আঁধারে।
শূন্য করি বাঙ্গালার রাজ্যের ভাণ্ডার,—
বহুমূল্য, রাশীকৃত, তাহার রতন,
খুলিয়াছে ইংরাজের আমোদ-বাজার,
সুখের সাগরে চিত্ত দিতেছে সাঁতার !
এইরূপে বিজেতার করে কতবার
হইল লুণ্ঠিত হায় ! ভারত-ভাণ্ডার !

১৮

হায় ! মা ভারতভূমি ! বিদরে হৃদয়,
কেন স্বর্ণ-প্রসূ বিধি করিল তোমারে ?

কেন মধুচক্র বিধি করে সুধাময়,
পরাণে বধিতে হায়! মধুমক্ষিকারে?
পাইত না অনাহারে ক্লেশ মক্ষিকায়,
যদি মকরন্দ নাহি হ'ত সুধাসার;
স্বর্ণ-প্রসবিনী যদি না হইতে হায়!
হইতে না রঙ্গভূমি অদৃষ্ট-ক্রীড়ার।
আফ্রিকার মরুভূমি, সুইস্ পাষাণ
হতে যদি, তবে মাতঃ! তোমার সন্তান

১৯

হইত না এইরূপ ক্ষীণকলেবর;
হইত না এইরূপ নারী-সুকুমার।
ধমনীতে প্রবাহিত হ'ত উগ্রতর
রক্তস্রোত; হ'ত বক্ষ বীর্য্যের আধার।
আজি এ ভারতভূমি হইত পূরিত
সজীব-পুরুষ-রত্নে; দিগ্‌দিগন্তর
ভারত-গৌরব-সূর্য্য হ'ত বিভাসিত;
বাঙ্গালার ভাগ্য আজি হ'ত অন্যতর।
কল্পনে! সে দুরাশায় কায নাই আর,
বৃটিশ শিবির ওই সম্মুখে তোমার!

২০

একটি শিবিরমধ্যে টেবিল বেষ্টিয়া
বিরাজিছে কাষ্ঠাসনে যুবা কত জন ;
যেই বীর্য্য আসিয়াছে পলাশি জিনিয়া।
সুরাহস্তে পরাজিত হয়েছে এখন।
ভগ্ন কাঁচপাত্র, শূন্য সুরার বোতল,
যায় গড়াগড়ি পাশে। তা সবার সনে
কত বীরবর হয়ে আনন্দে বিহ্বল,
বিস্মৃতির ক্রোড়ে ন্যস্ত ভূতল-শয়নে !
ত্রিভঙ্গ করিয়া অঙ্গ কেহ বা উঠিতে,
সুরার লহরী পুনঃ ফেলিছে ভূমিতে।

২১

শ্রেণীবদ্ধ কাঁচপাত্র টেবিল উপরে
বিরাজিছে,—শূন্য কিম্বা অৰ্দ্ধশূন্য সব !
এই পূর্ণ করিতেছে বোতল-নির্ঝরে ;
মধুর নিক্কণে এই—সুমধুর রব !—
প্রণয়মিলনে সবে চুম্বি পরস্পরে
উঠিল, হইয়া শূন্য যেন ইন্দ্রজালে,
উত্তরিল বজ্রনাদে টেবিল উপরে।
সুরাসঙ্কোচিত রক্ত নেত্রে হেন কালে,

মদিরাজড়িত কণ্ঠে সৈনিক সকল,
আরম্ভিল উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীত সরল।

২২

গীত।

১

এ সুখের দিনে প্রফুল্ল অন্তরে
গাও মিলি সবে বৃটনের জয়!
বীরপ্রসবিনী পৃথিবী ভিতরে,
ভূতলে অজেয় বৃটনতনয়!
বৃটনের কীর্ত্তি করিতে প্রচার,
পিয়ে এই গ্লাস, অমৃত-আসার,
গাও সবে মিলি, গাও তিন বার,—
হিপ্—হিপ্—হুর রে!
হিপ্—হিপ্—হুর রে!
হিপ্—হিপ্—হুর রে!

২

ভূপতির শ্রেষ্ঠ বৃটন-ঈশ্বর,
সমুদ্র রাজ্যের পরিখা যাঁহার;
জিনিয়া অনন্ত অসীম সাগর,
দ্বিতীয় জর্জের মহিমা অপার।

দীর্ঘজীবী তাঁরে করুন ঈশ্বরে!—
পান কর সবে এ কামনা করে!
গাও তিন বার প্রফুল্ল অন্তরে,—
হিপ্—হিপ্—হুর রে!
হিপ্—হিপ্—হুর রে!
হিপ্—হিপ্—হুর রে!

৩

জিনিয়াছি সবে যেই সিংহবলে
পলাশির রণ হাসিতে হাসিতে;
গাও জয় তাঁর,—ধ্বনি কুতূহলে
উঠুক আকাশে ভূতল হইতে!
ঢাল সুরা ঢাল, ঢাল আরবার!
সুদীর্ঘ জীবন হউক তাঁহার!
পান কর সুখে! গাও তিন বার,—
হিপ্—হিপ্—হুর রে।
হিপ্—হিপ্—হুর রে!
হিপ্—হিপ্—হুর রে!

৪

ডুব ডুব করি ঢাল এই বার,
এবার অনূঢ়া বৃটিশ-ললনা!

স্মরি শ্বেতবক্ষঃ, হিমানী-আকার,
রক্তওষ্ঠাধরা, শ্বেতবরাননা ;
স্মরিয়া নয়ন বিলাস-আধার,
শূন্য কর সবে গ্লাস এই বার,
গাও উচ্চৈঃস্বরে, গাও তিন বার—
হিপ্—হিপ্—হুর রে !
হিপ্—হিপ্—হুর রে !
হিপ্—হিপ্—হুর রে

২৩

নীরব নিশীথে এই আনন্দের ধ্বনি
উঠিল গগনপথে ; নৈশ সমীরণে
ভাসিল সে ধ্বনি ; ক্রমে হ'ল প্রতিধ্বনি
উদ্যান-অদূরস্থিত ইষ্টকভবনে।
সমীপ পাদপে সুপ্ত বিহঙ্গনিচয়
জাগিল সে ভীমনাদে কলরব করি ;
জাগিল গৃহস্থগণ হইয়া সভয়,
তস্করের সিংহনাদ মনে স্থির করি।
প্রবেশিল এই ধ্বনি মিরণ-শ্রবণে
সভাতলে। কারাগারে একটী রমণী

২৪

চিন্তা-অভিভূত তন্দ্রা ভাঙ্গিলে, অমনি
জাগিল সত্রাসে বামা,—সিরাজদ্দৌলার
শিবির-সঙ্গিনী, সেই রাণী বিষাদিনী।
বিষাদ-জলদে আরও গাঢ়তা সঞ্চার
হইয়াছে রমণীর; অশ্রু বরিষণে
লিখেছে যুগলরেখা কপোল-কমলে।
নাহি সে বিলাসজ্যোতিঃ যুগল নয়নে;
পশিয়াছে কীট ওষ্ঠ বাঁধুলীর দলে।
সে নয়ন, সে বরণ, অতুল বদন,
ছায়ামাত্রে পরিণত হয়েছে এখন!

২৫

সুকুমার দেহলতা কোমলতাময়
চিন্তার তরঙ্গোপরি ভাসি বহুক্ষণ
না নিদ্রিত, না জাগ্রত, অবশ হৃদয়,
পড়েছিল ধরাতলে অবসন্ন মন।
বিজাতীয় গীতধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
দাঁড়াইয়া তীরবৎ কাঁপিতে লাগিল;
আপন সর্ব্বস্ব ধন করিতে হরণ
আসিতেছে শত্রুবৃন্দ মনেতে ভাবিল।

সঙ্গীতের ধ্বনি মনে সিংহনাদ গণি,
ভূতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িল রমণী !

২৬

কিছুক্ষণ পরে বামা হয়ে সচেতন,
ভাবিতে লাগিল,—"আহা ! প্রাণেশে আমার
নিশ্চয় আসিছে শত্রু করিতে নিধন ;
জন্মের মতন নাথে দেখি একবার,"—
ছুটিল বিদ্যুৎবেগে উন্মাদিনী প্রায়।
অবরুদ্ধ কক্ষ হ'তে হইতে নির্গত,
অমনি কপালে দৃঢ় কপাটের ঘায়
পড়িল ভূতলে স্বর্ণ-প্রতিমার মত।
ছুটিল শোণিত তিতি বদন মণ্ডল,
শোভিল রক্তচন্দনে সোণার কমল !

২৭

হায় রে অদৃষ্ট ! যেই রমণী-শরীর
সুকুমার-শয্যা-গর্ভে হইয়া শায়িত
হইত ব্যথিত, এ কি নির্ব্বন্ধ বিধির !
ইষ্টক-উপরে ওই আছে নিপতিত !
পিপীলিকা-দন্তাঘাতে, বেষ্টিয়া যাহারে
শুশ্রূষা করিত শত পরিচারিকায় ;

আজি সে যে নিদারুণ লোহার প্রহারে
মূর্চ্ছাপন্ন একাকিনী ইষ্টক-শয্যায় !
রাজরাণী পড়ে হায় ! ভিখারিণী মত,
ফুল্ল কমলিনী আহা ! এইরূপে ক্ষত !

২৮

যায় নাই প্রাণ ;—প্রাণ যাইবে বা কেন ?
এত সুকুমার নহে দুঃখের জীবন ?
দুঃখীর মরণ হ'লে স্বপ্নে সিদ্ধ হেন,
ধরার অর্দ্ধেক দুঃখ হইত স্বপন।
যায় নাই প্রাণ ;—বামা কিছুক্ষণ পরে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি জাগিল আবার।
লৌহাঘাত, রক্তপাত, পড়িয়া প্রস্তরে,—
নাহি কিছু জ্ঞান ; কিসে প্রাণেশে উদ্ধার
করিবে ভাসিছে মনে ; কিসে একবার
লইবে হৃদয়ে সেই প্রেম-পারাবার।

২৯

"হে বিধাতঃ !"—শোকে সতী নিবিড় আঁধারে
বলিতে লাগিল ধীরে করি যোড় কর,
চাহি উর্দ্ধ পানে, ভাসি নয়ন-আসারে,
অশ্রু সহ রক্তবিন্দু ঝরে দরদর ;—

“হে বিধাত! দুঃখিনীরে এবে দয়া কর!
আর এ যাতনা নাহি সহে নারীপ্রাণ।
জানি আমি পতি মম নৃশংস অন্তর,
হৃদয় পাষাণ তাঁর। কিন্তু সে পাষাণ
দুঃখিনীরে বাসে ভাল; দুঃখিনী তেমন
করিয়াছে সে পাষাণে আত্ম-সমর্পণ।

৩০

“কহ কোন মন্ত্র বিধি! দুঃখিনীর কাণে,
যার বলে ওই রুদ্ধ কপাট-অর্গল
খুলিবে পরশে মম, যেমতি বিমানে
খোলে, পরশনে উষা-কর সুকোমল,
ধীরে পূর্ব্বাশার দ্বার নীরবে প্রভাতে!
অথবা যে বিধি হায়! নিষ্ঠুর এমন,
দিয়া রাজ্য সিংহাসন বিপক্ষের হাতে,
বঙ্গেশ্বরে কারাগারে করিল প্রেরণ,
নরহন্তা-হস্তে,—মরি, বুক ফেটে যায়,—
সে বিধির কাছে কাঁদি কি হইবে হায়!

৩১

“সতী নারী আমি, মম পতিগত প্রাণ,
অবশ্য খুলিবে দ্বার পরশে আমার।

পবিত্র-প্রণয়-পথে হয় তিরোধান
পর্ব্বত, সমুদ্র, বন ; তুলনায় তার
তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র দ্বার" !—বলি উন্মাদিনী
টানিতে লাগিল দ্বার করে সুকুমার,
যেমতি পিঞ্জরবদ্ধ বনবিহঙ্গিনী
চঞ্চুতে কাটিতে চাহে পিঞ্জর লোহার।
রমণীর কর-রক্তে দ্বার কলঙ্কিল ;
রমণীর কত অশ্রু কপাটে ঝরিল।

৩২

"রে পাপিষ্ঠ নরাধম নৃশংস মিরণ !
হরি রাজ্য সিংহাসন, ওরে দুরাচার !
তোর পাপতৃষা কি রে হ'ল না পূরণ ?
রমণীর প্রতি শেষে এই অত্যাচার !
বরঞ্চ ত্যজিব প্রাণ এই কারাগারে,
লইব পাতিয়া বুকে উলঙ্গ কৃপাণ,
তথাপি এ রমণীর প্রেমপারাবারে
বিন্দুমাত্র বারি তোরে করিবে না দান।
যে চাহে পশুত্ব-বলে রমণী-প্রণয়,
অনলে সে চাহে জল, পাষাণে হৃদয়।"

৩৩

লোহার কবাট, দৃঢ় লোহার অর্গল,
খুলিল না রমণীর করুণ রোদনে,
দ্রবিল না দুঃখিনীর ঝরি অশ্রুজল।
বৃথাশ্রমে বিষাদিনী অবসন্ন মনে
বসিল ভূতলে; আহা! শিথিল শরীর,
আশ্রয়বিহীন চারু লতার মতন,
পড়িল ভূতলে ক্রমে হইয়া অধীর।
রক্তস্রোতে, শোকস্রোতে, হ'য়ে অচেতন,
মৃত্যুর অশোক অঙ্কে করিল শয়ন।

৩৪

নীরব অবনী; নিশি দ্বিতীয় প্রহর;
নীরব নিদ্রিত পুরী; আমোদ-তুফান
বিলোড়ন করি পুরী এবে স্থিরতর;
হয়েছে নগর যেন অবসন্নপ্রাণ।
প্রহরীর পদশব্দ; ঝিল্লীর ঝঙ্কার;
পবনে শঙ্কিত দূর সারমেয় রব;
কেবল মধুর স্বনে সমীর-সঞ্চার
কারা বাতায়নে।—আর সকলি নীরব।

কেবল রমণী শোকে নীরবে রজনী
বর্ষিতেছে শিশিরাশ্রু তিতিয়া অবনী।

৩৫

কারাগার-কক্ষান্তরে গভীর নিশীথে,
কে ও দাঁড়াইয়া ওই অবনত মুখে ?
বাতায়ন-কাষ্ঠে বক্ষ, নেত্র পৃথিবীতে,
শ্মশ্রু বহি অশ্রুধারা পড়িতেছে বুকে ?
কেবল অভাগা হায় ! একতান মন,
শুনিয়াছে রমণীর শোক উদ্বেলিত ;
করিয়াছে প্রতিপদে অশ্রু বরিষণ ;
প্রতিতানে হইয়াছে চিত্ত বিদারিত।
যেন পদে পদে ক্রমে আয়ু হ'য়ে ক্ষয়,
শেষ তানে জীবনের হইয়াছে লয়।

৩৬

প্রস্তর-পুতুল যেন গবাক্ষে স্থাপিত,
হতভাগা দাঁড়াইয়া রয়েছে এখন।
অস্পন্দ শরীর, সর্ব্ব ধমনী স্তম্ভিত,
অনিশ্বাস, অপলক, নাসিকা, নয়ন।
তুমুল-ঝটিকা-বেগে স্মৃতি অবিরত
বহিতেছে জীবনের ঘটনানিচয়।

সুখের শৈশবকালে, কৈশোরসুরত,
বঙ্গসিংহাসন, ঘোর অত্যাচারচয়,
প্রজার বিরাগ, পরে পলাশিসমর,
পয়াজয়, পলায়ন, ধৃত, কারাঘর,

৩৭

অবশেষে প্রিয়তম-পত্নী-কারাবাস,—
একে একে সব মনে হইল উদিত।
শেষ চিন্তা,—দাবানলে ছুটিল বাতাস,—
অবসন্ন দেহ, শির হইল ঘূর্ণিত।
সহিতে না পারি যেন এই গুরু ভার
ভূতলে পতিত হ'ল শ্লথ-কলেবর;—
কমলিনীদলনিভ শয্যায় যাহার
সতত শয়ন, তার শয্যা কি প্রস্তর!
অবিচ্ছিন্ন চিন্তারাশি নয়নে তাহার
ঘোরতর কুজ্ঝটিকা করিল সঞ্চার।

৩৮

কুজ্ঝটিকা ব্যাপ্ত সেই তমিস্র ভিতরে,
নিরখিল হতভাগা মানস-নয়নে,
ভীষণ উন্মত্ত নীল বহ্নির সাগরে
প্রচণ্ড তরঙ্গরাশি ভীম আবর্ত্তনে

গর্জ্জিছে জীমুত-নাদে। নাহি বেলাসীমা,
ছুটিছে অনল-উর্ম্মি দিগন্ত ব্যাপিয়া,—
অতি ভয়ঙ্কর সেই অনল-নীলিমা!
সে নীল তরল বহ্নিসাগরে ভাসিয়া
অসংখ্য মানববৃন্দ; দগ্ধ কলেবর,
অনন্ত কালের তরে দহে নিরন্তর।

৩৯

এই দগ্ধ দেহে তপ্ত তরঙ্গ-প্রহারে,
অস্থি হ'তে মাংসরাশি ফেলিছে খুলিয়া;
উলঙ্গ করঙ্কে পুনঃ, প্রচণ্ড হুঙ্কারে,
দিতেছে স্খলিত মাংস সংলগ্ন করিয়া।
হায়! কিবা চিন্তাতীত দারুণ পীড়ায়
করিতেছে দগ্ধ দেহ ভীষণ চীৎকার!
এই দৃশ্যে, হাহাকারে, অনল-শিখায়,
কেশরাশিতেও কম্প হ'ল অভাগার।
অকস্মাৎ হতভাগা দেখিল তখন,
এ অনল-পারাবারে হয়েছে পতন।

৪০

কি যন্ত্রণা নিদারুণ! করঙ্ক ভিতর
দংশিতেছে বজ্রদন্তে কীট সংখ্যাতীত!

হুঙ্কারিয়া চতুর্দ্দিক্ নীল বৈশ্বানর
অভাগারে একেবারে করিল গ্রাসিত।
সাঁতারিতে চাহে, কিন্তু দগ্ধ দুই করে
শিলাবৎ অবশতা হয়েছে সঞ্চার,—
যন্ত্রণার পরাকাষ্ঠা! কম্পিত অন্তরে
উঠিল অভাগা ঘোর করিয়া চীৎকার।
কক্ষে আলো, অসি করে সম্মুখে শমন!—
চীৎকার করিয়া পুনঃ হইল পতন।

৪১

এই কি সিরাজদ্দৌলা? এই সে নবাব
যার নামে বঙ্গবাসী কাঁপে থর থর?
যার এই বঙ্গে ছিল প্রচণ্ড প্রভাব,
সেই কি পতিত আজি ধরার উপর?
কোথায় সে সিংহাসন? পারিষদগণ?
কোথায় সিরাজ তব মহিষীমণ্ডল?
কোথায় সে রাজদণ্ড? খচিত ভূষণ?
কেন আজি অশ্রুপূর্ণ নয়ন যুগল?
এ যে মহম্মদিবেগ তব অনুচর,
তুমি কেন প'ড়ে তার চরণ উপর?

৪২

দুই দিন আগে এই দুর্দ্দান্ত সিরাজ
চাহিত না মুখ তুলি যেই অনুচরে
আজি সে নবাব,—আহা ! বিধির কি কায !—
কাঁদিছে চরণে তার জীবনের তরে।
শত নরপতি পড়ি যাহার চরণে
কাঁদিত,—অদৃষ্ট আহা কে দেখে কখন !—
সে মাগিছে ক্ষমা ; যাহা এ পাপ জীবনে
জানে নাই, শিখে নাই, ভ্রমে বিতরণ
করে নাই। কি আশ্চর্য্য বিধির বিধান !
যাহার যেমত দান, তথা প্রতিদান !

৪৩

হতভাগা ; দুরাচার, যুবক দুর্জ্জন !
পায়ে পড়, ক্ষমা চাহ, সকলি বিফল।
কর্ম্মক্ষেত্রে যেই বীজ করেছ রোপণ,
ফলিবে তেমন তরু, অনুরূপ ফল।
আজন্ম ইন্দ্রিয়-সুখ পাপ কামনায়
কি পাপে না বঙ্গভূমি করেছ দূষিত ?
নরনারী-রক্তস্রোতে, ভূলেছ কি হায় !
কি পাপকামনা নাহি করেছ পূরিত ?

ভাবিতে পরের ভাগ্য-বিধাতা তোমায় ;
নিজ ভাগ্যে এই ছিল জানিতে না হায় !

৪৪

রে নির্দ্দয় অনুচর, কৃতঘ্ন-হৃদয় !
কি পাপে উদ্যত আজি নাহি কি রে জ্ঞান ?
কেমনে রে দুরাচার ! কেমনে নির্ভয়ে,
নাশিতে উদ্যত আজি নবাবের প্রাণ ?
ক্ষান্ত হও ! ক্ষান্ত হও ! আপনার পাপে
ডুবিতেছে যেই পাপী, কি কায তাহারে
বধিয়া আবার ? আহা নিজ অনুতাপে
জ্বলিতেছে যেই জন, অকারণ তারে
কি ফল বল না প্রাণে করিয়া সংহার ?
মরার উপরে কেন খাঁড়ার প্রহার ?

৪৫

ডুবিবে, ডুবিছে, আহা ! আপনি আপন।
শৃঙ্গচ্যুত শিলাখণ্ড ত্যজিয়া শিখর
পড়ে যবে ধরাতলে, কি কায তখন
আঘাত করিয়া তার পৃষ্ঠের উপর ?
সৌভাগ্য-আকাশ-চ্যুত অভাগা এখন,
ভূতলে পতিত এবে নক্ষত্রের প্রায় ;

কি হইবে অভাগার বধিলে জীবন ?
থাক্ হত গৌরবের পতাকার ন্যায়।
হারাইয়া ধন, মান, রাজ্য, সিংহাসন,
কারাগারে হতভাগা কাটাক্ জীবন !

৪৬

গভীর নিশীথ ; নৈশ প্রকৃতি গভীর ;
স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বিশ্ব চরাচর।
কৃষ্ণপক্ষ রজনীর বরণ তিমির
ক্রমে ক্রমে হইয়াছে আরো গাঢ়তর।
মাতঃ বসুন্ধরে! হেন নিবিড় নিশীথে
হিংস্র জন্তুরাও বনে বিবরে নিদ্রিত।
হায়! এ সময়ে কেন, ধরা কলঙ্কিতে,
মানবের পাপলিপ্সা হয় উত্তেজিত ?
বসুমতি! বঙ্গভূমি! যাও রসাতল !
লইও না এই পাপ পাতি বক্ষঃস্থল !

৪৭

কি করিস্! কি করিস্! ওরে অনুচর !
তুলিস্ না তীক্ষ্ণ অসি, ওরে নৃশংসয় !
ক্ষমা কর্! ক্ষমা কর্! অনুরোধ ধর্!
এই পাপে যবনের ঘটিবে নিরয় !

উঠিল উজ্জ্বল অসি করি ঝলমল,
দুর্ব্বল প্রদীপালোকে ; নামিল যখন,
সিরাজের ছিন্ন মুণ্ড চুম্বিয়া ভূতল
পড়িল, ছুটিল রক্ত স্রোতের মতন।
নিবিল গৃহের দীপ ; নিবিল তখন
ভারতের শেষ-আশা,—হইল স্বপন !

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট।

ক——১ম সর্গ ২৫ শ্লোক—

১৮৬৯ ইংরাজির কোন এক সংখ্যক অমৃতবাজার পত্রিকাতে "সিরাজদ্দৌলার রাজত্ব গেল কেন?" শীর্ষক যে একটি প্রস্তাব প্রকটিত হয় তাহা হইতে এই ঘটনানিচয় গৃহীত হইল।

খ——২য় সর্গ ২৭ শ্লোক—

মান্দ্রাজে এক দুরন্ত সৈনিককে ক্লাইব 'ডুয়েল' যুদ্ধে হত করেন। এই ঘটনা মেকলিতে বিস্তার বর্ণিত আছে।

গ——৫ম সর্গ ৩য় শ্লোক—

আমি কোন একজন বঙ্গ-সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, পলাশির যুদ্ধের কিছুদিন পূর্ব্বে সিরাজদ্দৌলা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে মুঙ্গের দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। এবং যুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁহার প্রাণদণ্ডের অনুমতিও প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু মহারাজ ইষ্টদেবতার পূজা সাঙ্গ করিয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করিতে অবকাশ লইয়া, এত দীর্ঘ পূজা আরম্ভ করেন যে যুদ্ধ শেষ হইয়া যায় এবং ক্লাইবের দূত যাইয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করে। তদবস্থিত মহারাজের একখানি চিত্রপট অদ্যাপি কৃষ্ণনগর রাজভবনে আছে বলিয়া বন্ধু আমাকে বলিয়াছেন।

ঘ——৫ম সর্গ ১৬ শ্লোক—

যশোহর অবস্থিতি কালে কোন এক জন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিলাম, মিরজাফর সিংহাসনে আরোহণ করিলে তৎপুত্র পাপিষ্ঠ মিরণ দ্বেষপরবশ হইয়া সিরাজদ্দৌলার পত্নীবৃন্দকে একখানি তরণীসহ ভাগীরথীগর্ভে মগ্ন করে। হতভাগিনীগণ নিমজ্জিত হইবার সময়ে মিরণকে তিনটি অভিশাপ প্রদান করিয়াছিল ;—প্রথমটি মিরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইবে ; দ্বিতীয়টি মিরজাফর অচিরে সিংহাসনচ্যুত হইবে ; তৃতীয়টি আমার স্মরণ হইতেছে না। এই গল্পটি সত্য কি মিথ্যা তাহা রচয়িতা বলিতে পারেন না, তাহা কাব্যলেখকের জানিবারও আবশ্যক করে না ; কারণ তাঁহার পথ নিষ্কণ্টক।

সমালোচনা।

১

["বান্ধবে" শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ।]

মনুষ্য জগতে নিখুঁত রূপ নাই এবং নিখুঁত কাব্য নাই। কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেনের এই কাব্যখানিও সর্ব্বাংশে নিখুঁত নহে। তবে এ কথা তথাপি অক্ষুব্ধ চিত্তে বলা যাইতে পারে যে, পলাশির যুদ্ধ কাব্যে সর্ব্বত্রই তাঁহার অসাধারণ কবিত্বের নিদর্শন রহিয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই বাঙ্গালা ভাষার কণ্ঠহারে একটি কমনীয় আভরণ স্বরূপ গ্রথিত হইবে, এবং যত দিন এই ভাষা জীবিত থাকিবে, তত দিনই ইহার প্রফুল্লকান্তি বঙ্গবাসীর হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হইবে।

এই কাব্যের বিষয় পলাশির প্রসিদ্ধ যুদ্ধ, অথবা নবাব সিরাজ-দ্দৌলার পতন এবং বঙ্গে ইংরাজ-রাজশ্রীর প্রথম অভ্যুদয়। এদেশী-য়েরা সাধারণতঃ যে সকল বিষয়ের আদর করিয়া থাকেন, এই কাব্যে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাতে দেবতা নাই, গন্ধর্ব্ব নাই, দেবাসুরের যুদ্ধ নাই, তপোবন প্রভৃতির বর্ণনা নাই,

জটাচীরধারী তাপসদিগের কঠোর তপস্যার কথা অথবা শৈবাল-সমাবৃতা পদ্মিনীর ন্যায় বল্কলাবৃতা তপস্বিকন্যাদিগের প্রেম, বিরহ ও অশ্রুবর্ষণ প্রভৃতি ভারতপ্রিয় হৃদয়হারি বৃত্তান্তনিচয়ের উল্লেখ নাই। কিন্তু তথাচ ইহাতে যাহা আছে, তাহা পাঠ করিবার সময় হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উছলিয়া উঠে এবং কল্পনা অনন্ত সমুদ্রে ভাসমান হয়।

পলাশির যুদ্ধ বলিলে বালকেরা মার্শম্যান সাহেবের ইতিহাস-পুস্তক স্মরণ করে, এবং বৃদ্ধেরা বিলাতের কোন প্রসঙ্গ মনে করিয়া বীতস্পৃহ হন। কিন্তু যাঁহাদিগের চক্ষু দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছে, এবং বুদ্ধি চিন্তা সহযোগে আমাদিগের কবির কল্পনার সঙ্গে উড্ডীন হইতে পারিবে, তাঁহাদিগের নিকট বঙ্গীয় কবির বীণার জন্য ইহা অপেক্ষা উচ্চতর বিষয় সম্ভবে না। পলাশির যুদ্ধ বর্ত্তমান ভারত-ইতিবৃত্তের প্রথম পৃষ্ঠা ; পলাশির যুদ্ধ ভারতের নিয়তি-নেমির শেষ আবর্ত্ত। ভাগীরথী ও কালিন্দীর ন্যায় দুইটি পুরাণপ্রসিদ্ধ স্রোতস্বতী দুই দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া যেখানে আসিয়া প্রণয় ভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, অনেকে ভক্তিরসার্দ্রচিত্তে সেই স্থানকে তীর্থস্থান বলিয়া পূজা করেন। আবার, সমুদ্রের পূর্ব্বোচ্ছ্বাস-প্রবাহ সকল যে স্থলে আসিয়া ভৈরব রবে পরস্পর প্রহত হয়, এবং ভয়াবহ তরঙ্গমালা সৃজন করিয়া তটভূমি প্রকম্পিত করে, অনেকে প্রকৃতির মহিমায় মুগ্ধ হইয়া তাদৃশ স্থানকে বৈজ্ঞানিকের দৃশ্যস্থান বলিয়া আদর করেন। এই গণনায়, পলাশির ক্ষেত্র মহাতীর্থ ও মহাদৃশ্য। এখানে পূর্ব্ব ও পশ্চিম পরস্পর সম্মিলিত হয় ; এখানে

প্রাচীন সভ্যতা ও আধুনিক উন্নতি এই দুই প্রতিকূল স্রোত পরস্পর পরস্পরকে আঘাত ও প্রতিঘাত করে; এখানে বংশপরম্পরায় সহস্র কোটি লোকের ললাট-লেখার পরীক্ষা হইয়া যায়; এখানে দুই মহাদেশের দুইটি ইতিহাস, কালের এক কুক্ষিতে যুগপৎ নিমজ্জিত হইয়া, একীভূত নূতন মূর্ত্তিতে ভাসিয়া উঠে; এবং বঙ্গভূমি, ভারতবর্ষ ও সমস্ত এসিয়া-ভূখণ্ডে এইক্ষণ যে পরিবর্ত্তনের চক্র অবিরাম গতিতে অহর্নিশ চলিতেছে, প্রকৃত প্রস্তাবে এখানেই তাহা প্রথম চালনা পায়। যদি ইতিহাসে পলাশির যুদ্ধ না থাকিত, তবে এ দেশের অবস্থা এইক্ষণ কিরূপ হইত, তাহা চিন্তা করাও কঠিন। লোকে এইক্ষণ যে যুগান্তপ্রলয় ও অভিনব সৃষ্টি দেখিয়া কখন আশায় উৎফুল্ল, কখনও বিষাদে অবসন্ন হইতেছে, তাহার চিহ্নও কুত্রাপি পরিলক্ষিত হইত কি না, সন্দেহের কথা। বস্তুতঃ সমালোচ্য গ্রন্থে পলাশির যুদ্ধ যে ভাবে কল্পিত হইয়াছে, তাহা অতি উচ্চ শ্রেণীর কল্পনার পরিচয় দেয়, এবং সমগ্র চিত্রটিকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে হইলে ইতিহাস-শৈলের উর্দ্ধতম-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া ভারতের মানচিত্রকে পুনরায় কবির চক্ষে নিরীক্ষণ করা আবশ্যক হয়। নহিলে পলাশির যুদ্ধ কিছুই নহে।

আমরা শুদ্ধ কল্পিত বিষয়ের উচ্চতা, প্রসার ও অতুল গৌরব স্মরণ করিয়াই কবির প্রশংসা করিতেছি না। এই কল্পনায় নবীন বাবুর আর একটি বিশেষ প্রশংসা আছে। তিনি যে পথে গমন করিয়াছেন, সে পথে কেহই তাঁহার পূর্ব্বে পাদক্রম করেন নাই। তিনি যে 'মণিপূর্ণ খণিতে' সাহস সহকারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন,

তাহার অভ্যন্তরে কেহই তাঁহার জন্য আলোকবর্ত্তিকা স্থাপন করেন নাই। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতির সময় হইতে এদেশে যিনিই যে কোন কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনিই একটি পুরাতন অবলম্ব পাইয়াছেন। কেহ পুরান ফুলে নূতন মালা গাঁথিয়াছে; কেহ নূতন ফুলে পুরান সূত্র ব্যবহার করিয়াছেন। নবীন বাবুর তাহা হয় নাই। তাঁহার অবলম্ব হৃদয় ও স্বকীয় কল্পনা মাত্র। তাঁহার জন্য বাল্মীকিও মণি বেধ করিয়া যান নাই, এবং কবি কল্পপাদপ ব্যাসদেবও অনন্তরত্নরাশি সাজাইয়া রাখেন নাই। তাঁহাকে প্রায় সমস্তই স্বহস্তে সঞ্চয়ন ও স্বহস্তে গ্রন্থন করিতে হইয়াছে। ইহা সামান্য অভিমানের কথা নহে। গ্রন্থখানিতে যদিও আধুনিক রীতানুসারে একটি বিজ্ঞাপন সংযোজন করিয়া দেওয়া হয় নাই, কিন্তু কবি আশার সম্বোধনচ্ছলে দ্বিতীয় সর্গের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শ্লোকে মনের বিনয়াচ্ছন্ন অভিমান ও অভিমানাচ্ছন্ন ভয় অতি সুকৌশলে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অভিমানকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করি, এবং তাঁহার আশা যে দুরাশা নহে, ইহাও সরল হৃদয়ে বিশ্বাস করি। যাঁহার কৃপায় আজি বঙ্গে মধুসূদন প্রভৃতির নাম লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে বিচরণ করিতেছে, তিনি নবীন বাবুর প্রতি অপ্রসন্ন নহেন।

পলাশির যুদ্ধ কাব্য অনতিবৃহৎ পাঁচটি সর্গে বিভক্ত। ইহার প্রথম সর্গে নবাব বিদ্রোহীদিগের ষড়্‌যন্ত্র ও কুমন্ত্রণা, দ্বিতীয় সর্গে বৃটিশ সেনার শিবির সন্নিবেশ, তৃতীয় সর্গে পলাশি-ক্ষেত্রের বর্ণন প্রসঙ্গে সিরাজদ্দৌলার তদানীন্তন অবস্থা বর্ণন ইত্যাদি, চতুর্থ সর্গে

যুদ্ধ এবং পঞ্চম সর্গে শেষ আশা অথবা সিরাজদ্দৌলার শোচনীয় উপাংশু-হত্যা।

প্রথম সর্গের আরম্ভ যেমন গম্ভীর, তেমনই মনোহর। বোধ হয়, মেঘনাদ-বধের আরম্ভ বিনা বাঙ্গালার কোন কাব্যের প্রারম্ভ বর্ণনাতেই এইরূপ ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্য্য এবং এইরূপ পরিম্লান মনোহারিত্ব প্রদর্শিত হয় নাই। অভ্রভেদী পর্ব্বত কি অনন্ত বিস্তারিত সমুদ্রাদির বর্ণনাতে মনে এক গাম্ভীর্য্যের আবেশ হয়। ইহা সেইরূপ গাম্ভীর্য্য নহে। কোন অলৌকিক-রূপলাবণ্যবতী অঙ্গনা, কি মৃদুবাহিনী স্রোতস্বিনী, কিংবা সরোবিলাসিনী ফুল্ল কমলিনী প্রভৃতির বর্ণনাতেও উৎকৃষ্ট কবিরা মনোহারিত্ব সৃজন করিতে পারেন।

এই মনোহারিত্বও সেই প্রকারের নহে। যদি কোন প্রতিভাশালী চিত্রকর বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি আঁকিয়া তুলিতে সমর্থ হইতেন, এবং সেই মূর্ত্তিতে আতঙ্ক ও আশা এই উভয়ের বিরোধ এবং শোকের মলিনতা ভালরূপে ফলাইতে পারিতেন, তবে তাহাকেই ইহার উপমা-স্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতাম। পড়িবার সময় প্রতীতি হয়, যেন প্রকৃতি আপনি আসিয়া আজন্মদুঃখিনী বঙ্গভূমির দুঃখে করুণকণ্ঠে বিলাপ করিতেছেন, আর সমস্ত সংসার ভয়ে, বিস্ময়ে এবং শোকভরে স্তম্ভিত হইয়া অনন্যমনে ও অনন্যকর্ণে সেই বিলাপ শ্রবণ করিতেছে।

দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের বর্ণনায় এই অংশে একটি আশ্চর্য্য পংক্তি কবির লেখনী হইতে হঠাৎ স্খলিত হইয়াছে ;—

‘তিমিরে অনন্যকায় শূন্য ধরাতল’

সংস্কৃতে অনুবাদ করিলে এই পংক্তিটিকে মহাকবি ভারবির নিম্নোদ্ধৃত প্রসিদ্ধ শ্লোকার্দ্ধের সঙ্গে অকুতোভয়ে গাঁথিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

"ভবতি দীপ্তিরদীপিতকন্দরা
তিমিরসংবলিতেব বিবস্বতঃ।"

এই সর্গের মধ্যে কিছু দূরে প্রবিষ্ট হইলে যবন-নিপাতের নিদানীভূত ভারতবিখ্যাত জগতশেঠের নিভৃত মন্ত্রভবন। এই মন্ত্রণা-চিত্রে অনুকৃতির কিঞ্চিৎ ছায়া আছে।

যাঁহারা মিল্টনের স্বর্গভ্রংশ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে পাণ্ডিমোনিয়মের সেই লোমহর্ষণ বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহা বিস্ময়কর কি বিচিত্র বোধ না হইতে পারে। কিন্তু অনুকৃতির ছায়া আছে বলিয়াই যে ইহা কোন প্রকারে অযশের কারণ হইয়াছে, এমন নহে। আদৌ, পলাশির যুদ্ধে এই অংশ অপরিহার্য্য। এটুকু ছাড়িয়া দিলে ইতিহাসকে লঙ্ঘন করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই মন্ত্রণায় যাঁহারা অধিনায়ক তাঁহাদিগের সহিত পাণ্ডিমোনিয়মের মন্ত্রণাধি-নায়কদিগের অনেক বৈলক্ষণ্য। ইঁহারা রক্ত মাংসের মনুষ্য, তাহারা কবিকল্পিত অপদেবতা। ইঁহাদিগের শোক, দুঃখ, মর্ম্মব্যথা এবং আশা ও ভয় আমরা বুঝিতে পাই; তাহাদিগের সমস্তই মানবীয় সহানুভূতির বহির্ভূত। * আমরা এই অংশ হইতে বিশেষ বাছনি না করিয়া কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। বর্ণনায় কিরূপ প্রশংসনীয় চিত্র-নৈপুণ্য দেখান হইয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন।

---

* তবে অনুকৃতির ছায়া কিসে?—প্রকাশক

(প্রথম সর্গের ১১ হইতে ১৫ শ্লোক)—

কূটচক্রবদ্ধ মন্ত্রণাকারীদিগের প্রত্যেকেই সিরাজদ্দৌলার ঘোরতর বিদ্বেষী ও মর্ম্মান্তিক শত্রু ছিলেন। সিরাজের সর্ব্বনাশ হউক এবং তদীয় সিংহাসন এই মুহূর্ত্তেই বিচূর্ণিত হইয়া যাউক ইহা প্রত্যেকেরই প্রাণগত কামনা ছিল। কিন্তু কবি অতি সাবধানে, অতি সুকৌশলে, ইহাদিগের এক এক জনের মনের ভাব এক একরূপ ভাষায় প্রকাশিত করিয়া চরিত্রের বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে স্বকীয় লোকপ্রতিজ্ঞতা এবং শাব্দিক ক্ষমতারও পরিচয় দিয়াছেন। মন্ত্রিবর রায়দুর্ল্লভ কপট ধার্ম্মিক। তাঁহার মন কূর্ম্ম-শুণ্ডবৎ ;—উহা একবার বাহিরে আসে, আরবার সঙ্কুচিত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তিনি কিছুই পরিষ্কার দেখিতে পান না। যেখানে পদ নিক্ষেপ করিতে যান, সেখানেই তাঁহার কণ্টক-ভয়। যাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও তিনি সম্যক্ বিশ্বাস করেন না। শেষে, প্রাণ-ভয়কে পাপ-ভয় বলেন এবং এইরূপ লোকের যেমন হইয়া থাকে, মনের কথা মনেই রাখিয়া ইহার এবং উহার মুখপানে চাহিয়া থাকেন। তাঁহার পর জগৎশেঠ। যেমন পাণ্ডবসভায় ভীম, তেমন এই সভায় জগৎশেঠ ;—অকপট, অসন্দিগ্ধচিত্ত, অটল সাহসপূর্ণ, এবং অভিমানবিষে জর্জ্জরিত। শেঠবরের হৃদয়ের ক্রোধ আগ্নেয়গিরির মত, উহা হইতে যাহা কিছু উদ্গীর্ণ হয়, তাহাই শ্রোতার অঙ্গে ‘তপ্ত লোষ্ট্রসম’ নিপতিত হয়, কথায় ধমনীতে অগ্নিস্রোত প্রবাহিত করিয়া দেয়।

জগৎশেঠের প্রতিজ্ঞাও ভীমের ন্যায় ; শুনিলেই হৃদয় চমকিয়া উঠে এবং যেন এতক্ষণ পরে পুরুষ সম্মুখে আসিয়াছি, এইরূপ প্রতীতি জন্মে ;—

সম্ভব, হইবে লুপ্ত শারদ চন্দ্রমা
অসম্ভব, হবে লুপ্ত শেঠের গরিমা।"

* * * * *

"সাধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন,
উপাড়িব একা নভো-নক্ষত্র-মণ্ডল,
সুমেরু সিন্ধুর জলে দিব বিসর্জ্জন,
লইব ইন্দ্রের বজ্র পাতি বক্ষঃস্থল।
যদি পাপিষ্ঠের থাকে সহস্র পরাণ ;
সহস্র হলেও তবু নাহি পরিত্রাণ।"

রাজনগরেশ্বর মহারাজ রাজবল্লভের কথায় বিষের মিশ্রণ আছে, তড়িৎ-বেগ নাই ; কথা যেন ফুটে ফুটে হইয়াও দুঃখভরে কণ্ঠলগ্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ যে অস্ফুট কথা ; তাহাতেও—

" * * উঠিল কাঁপিয়া
দুরু দুরু করি মিরজাফরের হিয়া।"

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রকৃত ধার্ম্মিক, পাপদ্বেষী, পবিত্র ও পরদুঃখ-কাতর। তিনি যখন আলিবর্দ্দির অকলঙ্ক চিত্রপটের দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া সিরাজের কলঙ্ক-পঙ্কিল কুৎসিত প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করেন, তখন ঘৃণায় তাঁহার আত্মা জর্জ্জরিত হয়। কিন্তু তিনি জগৎশেঠের মত সাহসী নহেন, রাজবল্লভের মত কূটভাষীও নহেন।

তাঁহার পরামর্শ স্পষ্ট কথা। চক্রীদিগের মধ্যে তাঁহারই চক্রান্ত নাই, কারণ তিনি মীমাংসাকারী। আমরা প্রস্তাব-বাহুল্য-ভয়ে রাণী ভবানীর কথা হইতে পাঠকের জন্য কিছুই উদ্ধৃত করিতে না পারিয়া নিতান্ত দুঃখিত রহিলাম। কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, যিনিই সেই অমৃতাভিষিক্ত বিষ কি বিষাক্ত অমৃত পান করিবেন, তিনিই পদে পদে কবিবর নবীনচন্দ্রকে হৃদয় খুলিয়া সাধুবাদ দিবেন। যদি কোন ব্যক্তি সুগভীর নিদ্রার মধ্যে সহসা কোন অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত শব্দ শ্রবণ করিয়া জাগিয়া বসেন, তাহা হইলে তাঁহার চিত্ত যেরূপ নানাবিধ অচিন্তনীয় ভাবে তৎকালে আলোড়িত হয়, এই কাব্যের প্রথম সর্গ হইতে দ্বিতীয় সর্গে অবতীর্ণ হওয়া মাত্র পাঠকের অসাবধান চিত্তও সহসা সেইরূপ আলোড়িত হইয়া উঠে।

প্রথম সর্গের সমস্ত কথাই নিশার দুঃস্বপ্নের মত অলীক বোধ হয়; অথবা ঘোরান্ধ-রজনীতে অকস্মাৎ মেঘ-গর্জ্জন শ্রবণ করিলে কিংবা অকস্মাৎ দামিনীর ক্ষণস্থায়ি চমক দেখিলে, তাহা যেমন শ্রুতি কি দৃষ্টির বিভ্রম বলিয়া বিশ্বাস জন্মে, সেইরূপ যাহা কিছু শুনিয়াছি এবং যাহা কিছু দেখিয়াছি সমস্তই যেন মনের ভ্রান্তি, এইরূপ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু দ্বিতীয় সর্গে প্রবেশ করিলেই সেই প্রীতিকর ভ্রম ও প্রিয় বিশ্বাস তিরোহিত হইয়া যায়; এবং যাহা দেখি নাই তাহা দেখিয়া এবং যাহা শুনি নাই তাহা শুনিয়া, মন বিস্ময়ের পর ভয়ে এবং ভয়ের পর বিস্ময়ে বিস্ফারিত ও সঙ্কুচিত হয়। কোথায় ইংলণ্ড, আর কোথায় বঙ্গভূমি! কিন্তু এখন কি শুনি, আর কি দেখি! না—

"বৃটিশের রণবাদ্য বাজে ঝম্ ঝম্
হইতেছে পদাতিক-পদ সঞ্চলন
তালে তালে, বাজে অস্ত্র ঝনন্ ঝনন্,
হ্রেষিছে তুরঙ্গ রঙ্গে, গর্জ্জিছে বারণ।
থেকে থেকে বীর-কণ্ঠ সৈনিকের স্বরে
ঘুরিছে ফিরিছে সৈন্য, ভুজঙ্গ যেমতি
সাপুড়িয়া-মন্ত্র-বলে ; কভু অস্ত্র করে ;
কভু স্কন্ধে ; ধীরপদ ; কভু দ্রুতগতি।
'ড্রমের' ঝর্ঝর রব, বিপুল ঝঙ্কার,
বিজ্ঞাপিছে বৃটিশের বীর অহঙ্কার।"

এই সর্গে সমরোন্মুখ-সৈনিকদিগের মনের ভাব আঁকিতে যাইয়া কবি মধ্যস্থলে আশার যে একটি 'বন্দনা' করিয়াছেন, তাহা বহুকাল স্মরণ থাকিবে। এই বন্দনাটিকে স্কটলণ্ড দেশীয় প্রসিদ্ধ কবি ক্যাম্বেলের আশা নামক কবিতার সহিত মিলাইয়া পড়িলে পাঠকবর্গ নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিবেন। ক্যাম্বেলের আশা পৃথ্বীলোক পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধতম গগনে বিচরণ করে ; নবীন বাবুর আশা স্নেহগদগদ প্রিয়কণ্ঠের ন্যায় হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চরণ করিয়া প্রাণ মন কাড়িয়া লয়। দুইটিই সুন্দর ও সুখদর্শন ; কিন্তু একটি মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের খরজ্যোতি ; আর একটি লঘুমেঘাবৃত চন্দ্রমা শীতল কান্তি ; একটি সুদূরবর্ত্তিনী, আর একটি মর্ম্মস্পর্শিনী। যিনি বৃটিশ-সেনার প্রাণ, পলাশি-যুদ্ধের প্রধান নায়ক এবং ভারতে ইংরাজ-রাজমহিমার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, সেই চিরবিশ্রুতনামা দুর্দ্ধর-

প্রকৃতি ক্লাইবের সহিত এতক্ষণ কাহারও সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি কোথায় ছিলেন, কেন বঙ্গে আসিলেন, এবং বঙ্গে আসিয়াই বা আজ কি কারণে কাটোয়া-শিবিরে তরুতলে একাকী গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, কবি আখ্যায়িকার প্রচলিত রীত্যনুসারে ইতঃপূর্ব্বে তাহার কিছুই বলিলেন না, কিন্তু আশার নিকট জিজ্ঞাসাচ্ছলে যে ভাবে বীরবরকে সহসা অভিনয়-ভূমিতে আনয়ন করিয়াছেন, তাহা অতি সুচারু হইয়াছে। এইরূপ পট-পরিবর্ত্তনে মনে কৌতূহলের উদ্দীপন হয়, এবং উত্তরোত্তর চিত্রগুলি দেখিবার জন্য চিত্ত স্বভাবতঃই উৎসুক হইয়া উঠে। ক্লাইবের তৎকালীন মুখচ্ছবি এবং মনোগত ভাবের যেরূপ বর্ণনা হইয়াছে তাহাও আমাদিগের নিকট প্রশংসনীয় বোধ হইল।

(দ্বিতীয় সর্গ ১৯ হইতে ২১ শ্লোক)—

নবীন বাবু, বর্ণনীয় বীরপুরুষের চক্ষু এবং দৃষ্টির প্রতিই সমধিক মনোযোগ দিয়াছেন। বোধ হয়, যদি তিনি তাহার অধর, ওষ্ঠ, নাসা, ভ্রূযুগ এবং উপবেশন ভঙ্গিমাকেও ঐ সঙ্গে আঁকিয়া তুলিতেন, তাহা হইলে বিজ্ঞানেরও সম্মান রক্ষা পাইত এবং বর্ণনাও চমৎকারিণী হইত। ক্লাইবের বর্ণনায় কিঞ্চিৎ ন্যূনতা থাকিলেও, যিনি ধ্যানযোগে তদীয় মানস চক্ষুর সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া এই ক্ষুদ্রতা-ময় নরলোকে ক্ষণকাল বিরাজ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দিকে চাহিলেই সকল কথা ভুলিয়া যাই। একবার নয়ন ভরিয়া ঐ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলে, নবীন বাবুকে কখনই প্রশংসার সামান্য উপহার দিতে প্রবৃত্তি হয় না; প্রশংসা করিবার ইচ্ছা তখন প্রীতি ও ভক্তিতে পরিণত হয়। যখন বীর-কেশরী ক্লাইব, সংশয়দোলায় দোলায়িত

হইয়া আশার হিল্লোলে একবার উপরে উঠিতেছেন এবং পরিণাম-চিন্তায় আবার জড়সড় হইয়া ভূতলে পড়িতেছেন ; যখন সম্পদ ও বিপদ, বিজয় ও পরাজয় এবং কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তির বিভিন্ন মূর্ত্তি তাঁহার কল্পনানেত্রে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিভাসিত হইয়া তাঁহাকে ভয়ানকরূপে বিলোড়ন করিতেছে ; এবং যখন অপমানের বৃশ্চিক দংশন, লোভের অঙ্কুশ-তাড়না এবং অভিমানের প্রদীপ্তবহ্নি তাঁহার চিত্তকে এক অনির্ব্বচনীয় উৎসাহে স্ফীত করিয়া তুলিতেছে, এমন সময়ে রাজরাজেশ্বরীরূপিনী এক দিব্য রমণী আরাধ্য দেবতার ন্যায় অথবা মূর্ত্তিমতী সিদ্ধি কি জয়শ্রীর ন্যায়, অন্ধকার গৃহে দীপালোক-বৎ অকস্মাৎ, তাঁহার নিকটে আবির্ভূত হইলেন। তখন,—

"সহস্র ভাস্কর তেজে গগন প্রাঙ্গণ
ভাতিল উপরে ; নিম্নে হাসিল ভূতল ;
সবিস্ময়ে সেনাপতি দেখিলা তখনি
জ্যোতির্ব্বিমণ্ডিতা এক অপূর্ব্ব রমণী।"

এই রমণীচিত্র অপ্রতিম। এই অলৌকিক রূপরাশি দর্শনে অতি নিকৃষ্টস্বভাব মনুষ্যেরও কিছুকালের জন্য আত্মবিস্মৃতি হয়, এবং যে পবিত্রতা তাহাকে কখন স্পর্শ করে নাই, তাহা আসিয়া তাহাতে আবিষ্ট হয়।

অভয়া মা ভৈ রবে ক্লাইবের আকুল প্রাণকে আশ্বস্ত করিয়া, তাঁহার নির্ব্বাণোন্মুখ সাহসকে পুনরায় উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়া, আকাশ-বাণীর মত যে কয়টি কথা বলিলেন, তাহা শুনিবার জন্য হৃদয় যারপরনাই অধীর হয়, অথচ শুনিয়া দুঃখের মুর্ম্মুর দাহনে দগ্ধ হইয়া যায়।—

(দ্বিতীয় সর্গ ৩৯।৪০ শ্লোক)—

আমরা এই সর্গ হইতে আর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। বোধ হয়, রসগ্রাহী সহৃদয় ব্যক্তিরা উহা পাঠ করিয়া বিস্মিত ও বিমোহিত হইবেন। যদি কল্পনার উচ্চতায়, এবং চিত্রগত কারুকার্য্যের চমৎকারিতায় আত্মাকে একেবারে অভিভূত করিতে পারিলে কাব্যের প্রশংসা হয়, তবে এ অংশটি কতদূর প্রশংসনীয় তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি না। প্রাচীনতার প্রতি অন্ধভক্তি পরিত্যাগ করিয়া, পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে বিচার করিলে এই কবিতা কয়টির তুলনাস্থল অল্প আছে। যখন সেই জ্যোতির্ম্ময়ী বরবর্ণিনী বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সাধক সিদ্ধকাম হইয়াছেন ; তখন তিনি তাঁহাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিয়া যেন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ সহকারে বিধাতার অঙ্কিত 'ভারতবর্ষের ভাবি মানচিত্রখানি' দেখাইতে লাগিলেন। ভারতবাসি ! জীবিত হও আর মৃত হও, তুমিও আজ সেই চিত্রখানি একবার দর্শন কর,—

(দ্বিতীয় সর্গ ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, শ্লোক)—

চিত্র প্রদর্শনের পরক্ষণেই—

"অদৃশ্য হইল বামা ; পড়িল অর্গল
ত্রিদিব কবাটে যেন অন্তর-নয়নে
ক্লাইবের ; গেল স্বর্গ এল ধরাতল।"

সর্গাবসানে একটি সংগীত। বীরকণ্ঠ বৃটিশ-সৈনিকগণ, রণ-মদমত্ততায় গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া একতানকণ্ঠে, ঐ সঙ্গীত গাইতে গাইতে গঙ্গা পার হইতেছে, আর তালে তালে, আঘাতে আঘাতে,

গঙ্গার অমল জলরাশি লহরী-লীলায় নাচিয়া উঠিতেছে। ভাগীরথী বহুদিনের পরে বীর-রসে নৃত্য করিলেন!!! গীতি-কবিতা রচনায় গ্রন্থকারের কিরূপ ক্ষমতা আছে বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে তাহা অনেককাল হইল পরীক্ষিত হইয়াছে। আমরা তথাপি কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম। কারণ এরূপ গীতে শুধু আমোদ নহে উপকার আছে। যেমন এক জনের গীত শুনিলে আর এক জনের গাইতে ইচ্ছা হয়; সেইরূপ এক জাতির জয় গাথা শ্রবণ করিলে আর এক জাতির হৃদয়ও গাইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠে। ইহার নাম সহানুভূতির শাসন, এবং ইহাই মহান্ উপকার। সিংহল বিজয়ের সময় বাঙ্গালী একবার এই গীত গাইয়াছিল। কপালগুণে এখন তাহার কণ্ঠ নীরব হইয়াছে, অথবা এই দীপক ও হিন্দোল-রাগে বিরাগ হওয়ায় লতার ন্যায় দোদুল্যমান বিলাসিনীদিগের ললিত-কণ্ঠের অনুকরণেই প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। বাঙ্গালী আবার যদি কোন দিন এইরূপ গীত গাইয়া জলস্থল নিনাদিত করে তাহা হইলে সেই বঙ্গভারতী-বিমানে থাকিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন।

(দ্বিতীয় সর্গ ২ হইতে ৩ শ্লোক)—

ইহা একটি অবধারিত কথা যে, কাব্যের প্রধান পরীক্ষাস্থল পাঠকের হৃদয়। তার্কিকের ভাষা, সোপানের পর সোপানে আরোহণ করিয়া বুদ্ধিকে সম্বোধন করে; কবির কণ্ঠলহরী, তর্কের কুটিল পথে পরিভ্রমণ না করিয়া, একেবারে গিয়া হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে স্পৃষ্ট হয়। সুতরাং যে বাক্য যে পরিমাণে হৃদয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে,—শ্রোতা কি পাঠকের হৃদয় নিহিত নিদ্রিত ভাব

সমূহকে উদ্বোধিত করিয়া দেয়, সেই কাব্য সেই পরিমাণে কৃতার্থতা লাভ করে। আর, যে কাব্য যে পরিমাণে হৃদয়কে স্পর্শ করিতে অথবা হৃদয়ের নিকটস্থ হইতে অসমর্থ থাকে, সেই কাব্য সেই পরিমাণে অকাব্য মধ্যে পরিগণিত হয়। পোপ এবং বায়রণে ইহার উদাহরণ দেখ। পোপের লেখা পড়িবার সময় তোমার প্রথমেই এই প্রতীতি হয় যে, তুমি কোন সাবধান লোকের নিকটে বসিয়াছ। উত্তরোত্তর কথার গাঁথনিতে সাবধানতা, ভাবের সমাবেশে সাবধানতা, এবং পদবিন্যাসেও সেই সাবধানতা, ভাবের সমাবেশে শব্দ শত পরীক্ষার পর গৃহীত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক ভাব শতবার শোধিত হইয়া কবির হৃদয় হইতে বাহিরে আসিয়াছে। বায়রণের লেখায় এই সাবধানতার চিহ্নমাত্রও বিলোকিত হয় না। উহা নিশীথে বংশীধ্বনির মত, অথবা বাতবিক্ষোভিত স্রোতস্বিনীর বিলাপধ্বনির মত। শ্রবণমাত্রেই চিত্ত পাগলের ন্যায় নাচিয়া উঠে। কি শুনিলাম, কে শুনাইল, ইহা বিচার করিবার অবসর থাকে না; প্রাণ আকুল হইয়া পড়িতেছে, কেবল এই মাত্র ধারণা থাকে। কখনও বিরক্তি বোধ হয়, কখনও বা মনে প্রীতির সঞ্চার হয়, কখনও আত্মা অশান্তিতে ছটফট করে, কখনও বা শান্তির ক্ষণস্থায়ী সুখস্পর্শে ক্ষণকালের জন্য সুখের আস্বাদ পায়। কিন্তু সেই অনির্ব্বচনীয় আকুলিত ভাব কিছুতেই প্রশমিত হয় না; উহা ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হইয়া শেষে সমস্ত হৃদয়কে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলে। উল্লিখিত কবিদ্বয়ে শক্তি বিষয়ে এত তারতম্য কিসে? এই প্রশ্নে সকলেই এই উত্তর দিবে যে, একজন বুদ্ধির কবি, আর একজন

হৃদয়ের কবি ; পিঞ্জর-রুদ্ধ গৃহশুক এবং প্রমত্ত বন-বিহঙ্গ। যিনি বুদ্ধির কবি, তিনি 'যেহেতু' এবং 'অতএব' দিয়া বুদ্ধিমান্‌দিগকে প্রবোধ দেন ; কিন্তু তাঁহার সেই সুমার্জ্জিত ও সুসঙ্গত কথা শ্রুত হইয়াও অশ্রুতবৎ থাকে। যিনি হৃদয়ের কবি, তিনি তানমানে দৃক্‌পাত না করিয়া মনের সুখে কি মনের দুঃখে হৃদয়ের গীত গাইয়া ফেলেন ; কিন্তু সেই বন্য সঙ্গীত বিশৃঙ্খল হইলেও হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয় এবং এক তানে শত তান সৃজন করে।

পলাশির যুদ্ধ এই শেষোক্ত শ্রেণীর কাব্য। ইহা হৃদয়-রূপ জীবন্ত প্রস্রবণ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, এবং ইহার প্রত্যেক কবিতা, ও প্রতি পংক্তিতেই সজীবতার পরিচয় রহিয়াছে। আমরা ইহাকে বায়রণের কোন কাব্যের সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ, সে তুলনায় ইহা অবশ্যই হীনপ্রভ প্রতীয়মান হইবে।

কিন্তু বায়রণের কবিতায় যে দৃক্‌পাতশূন্য বন্যভাব এবং যে অদ্ভুত মাদকতা আছে, ইহাতেও অনেক স্থলেই তাহার অনুরূপ পদার্থ পরিলক্ষিত হয়! কোন কৃত্রিম কবি কদাপি 'পলাশির যুদ্ধ' প্রণয়নে সমর্থ হইত না। ইহার লেখকের হৃদয়ে চির-বসন্ত, চির-যৌবন। তাঁহাতে বার্দ্ধক্যের জড়তা নাই, চিন্তামাত্র পরায়ণের সাবধানতা নাই, এবং ভাবিয়া ভাবিয়া পদবিন্যাসেরও অবকাশ নাই। কিন্তু লেখা তথাপি হৃদয়স্পর্শিনী। আমরা নিম্নে তৃতীয় সর্গের আরম্ভ হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। নবীনচন্দ্রকে কেন অসাবধান বলি এবং অসাবধান বলিয়াও কেন অকৃত্রিম কবি বলি, ইহা হইতেই তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতে পারিব।

(তৃতীয় সর্গ ১ হইতে ২ শ্লোক)————

উল্লিখিত প্রথম কবিতাটির প্রথমার্দ্ধ পড়িবার সময় মনে সর্ব্বাগ্রে ইহাই ধারণা হয় যে, কবি একজন অতীব সহৃদয় এবং অতি প্রগাঢ় চিন্তাশীল ব্যক্তি। তিনি কল্পনাযোগে সেই ভারত-বিশ্রুত পলাশি-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং উপস্থিত হইয়াই চিন্তাবেশে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার মন আর তাঁহাতে নাই। হৃদয়ে গভীর শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে এবং শোকবশে নয়নযুগল হইতে দর দরধারে নিঃশব্দ অশ্রুধারা নিপতিত হইতেছে। ইহার পরই জিজ্ঞাসা, এ শোক কি ?—না, মোগলের দুঃখে দুঃখ, শত্রুর জন্য সহানুভূতি, উৎপীড়কের জন্য উৎপীড়িতের সকরুণ খেদ, অথবা কারণ বিনা কার্য্য। ভাল, শোকের স্রোতই প্রবাহিত হউক ; অকস্মাৎ আবার ক্রোধের স্ফূর্ত্তি কোথা হইতে ? যদি মোগলের দুঃখেই দ্রবীভূত হইয়া থাক, তবে আবার তাহাকে 'পাপাত্মা' ও 'যবন' বলিয়া তিরস্কার কর কেন ? আর বাঙ্গালীদিগেরই বা সেই পাপাত্মা যবনের নিপাত-গীতে বিশেষ দুঃখ কি ? পাঠকের চিত্ত এইরূপ বিবিধ প্রশ্নে বিলোড়িত হইতেছে এবং কবিকল্পনার অন্তরতম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া মীমাংসার অনুসন্ধান করিতেছে, ইহার মধ্যেই সহসা এক নূতন কথা। কোথায় কোটিকল্প লোকের অদৃষ্টের ফলাফল-গণনা, আর কোথায় রূপসীবৃন্দের রূপের তরঙ্গ ! কিন্তু কবি যেই ভারতের ভাগ্যসূত্র করে ধারণ করিয়া নবাব সিরাজদ্দৌলার শিবিরস্থ বিলাস-গৃহে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন, অমনি সকল কথা পাসরিয়া একেবারে সেই বিলাস-সরসীতে ভাসিয়া গেলেন। তখন,

(তৃতীয় সর্গ, ৩, ৪, ১৩ শ্লোক)————

আমরা পূর্ব্বে যে অসাবধানতার কথা বলিয়াছি, ইহাই সেই অসাবধানতা ;—এক গীতের মধ্যে আর এক গীত, এক রাগিণীর মধ্যে আর এক রাগিণী। কিন্তু এই অসাবধানতার মধ্যেও স্বভাবের কি চমৎকার শোভা রহিয়াছে! কি আশ্চর্য্য সহৃদয়তাই প্রকাশিত হইয়াছে। তরঙ্গের পৃষ্ঠে তরঙ্গের ন্যায় উদ্বেল হৃদয়-সমুদ্রে মুহুর্মুহুঃ ভাব-পরিবর্ত্ত হইতেছে, আর আত্মবিস্মৃত কবি সেই সমস্ত চঞ্চল ভাবকে বর্ণ-তুলিকা লইয়া অবিরাম চিত্রিত করিতেছেন। মনের এই অবস্থায় কি কখন সাবধান হওয়া সম্ভবপর হয়? অথবা তর্ক-শাস্ত্রকে প্রবোধ দিবার জন্য অত সাবধান হইয়া চলিলে, কবিতা কি কখনও চলসৌদামিনীর মত এরূপ স্ফূর্ত্তিমতী ও হৃদয়গ্রাহিণী হইয়া থাকে? কবি এই সর্গে আর একটি অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। রমণীর রূপ বর্ণনায়, নৃত্য গীতের বর্ণনায় এবং হাব, ভাব, লীলা, রঙ্গ এবং বিলাস বিভ্রমের বর্ণনায় প্রায়ই মনুষ্যের চিত্ত তরলিত হয়। কিন্তু এই সর্গে তাদৃশ বর্ণনা সকল পাঠ করিবার সময়েও চিত্ত তরলিত না হইয়া যেন কি দুঃখে, বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে ;—অবিরল বৃষ্টিধারার মধ্যে রৌদ্রের বিষাদমাখা হাস্যের ন্যায়, অথবা প্রভাতের নিভু নিভু দীপশিখার ন্যায় পাঠকের চক্ষে সমস্তই নিরানন্দ আনন্দের মূর্ত্তি ধারণ করে! সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের অন্ধভক্তেরা আদিরসকে করুণরসের নিত্য বিরোধি বলেন। যিনি আদিরসের উদ্দীপক বর্ণনাতেও এইরূপ কারুণ্যের উদ্বোধন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাকে মহাকবি বলিব কি না, এই প্রশ্ন দুই

বার উত্থাপন করা অনাবশ্যক। পলাশি-যুদ্ধের চতুর্থ সর্গ বঙ্গবাসী মাত্রেরই অভিমানের বিষয়। বাঙ্গালায় এমন সামগ্রী অল্প আছে। ইহার যে অংশ পাঠ করিবে, সেই অংশেই মোহিত ও পুলকিত হইবে; এবং যতবার পড়িবে, ততবারই নূতন আনন্দ অনুভব করিবে। কি রস, কি রচনা, সর্ব্বাংশেই ইহা যার পর নাই মাদক ও মনোহর। যদি স্থান থাকিত তবে আমরা ইহার আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিতাম। কিন্তু যদিও তাহা সম্ভব নয়, আমরা তথাপি এখান ওখান হইতে কয়েকটি কবিতা কোন ক্রমেই না তুলিয়া পারিলাম না।

(চতুর্থ সর্গ ১১০ পৃষ্ঠা হইতে ১২৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে)—

যখন ভয়াকুলিত নবাবসৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল, তখন—(চতুর্থ সর্গ ১১৬ হইতে ১১৭ পৃষ্ঠা, ১১৮ হইতে ১১৯ পৃষ্ঠা, ১২২ পৃষ্ঠা)—

ইহার পর পুনরায় যুদ্ধ, যুদ্ধে মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণা, এবং বঙ্গেশ্বরের পরাজয় ও পলায়ন। কবি তৎকালে কল্পনা-নেত্রে অস্ত-গমনোন্মুখ ভাস্করের প্রতি চাহিয়া যে কয়েকটি কবিতা সম্বোধন করিয়াছেন, ভারতবাসীর অশ্রুজল ভিন্ন তাহার আর প্রতিদান সম্ভবে না। প্রিয়-বিয়োগ-বিধুর কামিনী-কণ্ঠের বিলাপ শুনিয়াছি, এবং ত্রিতন্ত্রীর কাঁদো কাঁদো মৃদুনিনাদ শুনিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই প্রাণ এমন আলোড়িত হয় নাই। যদি এই বাক্য কয়টি কবির মুখনিঃসৃত না হইয়া স্বদেশবৎসল মোহনলালের মুখ হইতে নিঃসারিত হইত, তবে আর কথাই ছিল না।*

* পরে মোহনলালের মুখে দেওয়া হইয়াছে।

(চতুর্থ সর্গ ১২৬ হইতে ১২৭ পৃষ্ঠা, ১২৯ হইতে ১৩০ পৃষ্ঠা)—

মুর্শিদাবাদের বুদ্ধিমান্ লোকেরা মিরজাফরকে কর্ণেল ক্লাইবের গর্দ্দভ বলিত। পঞ্চম সর্গে সেই গর্দ্দভ-শ্রেষ্ঠের সিংহাসনে অভিষেক এবং সিরাজদ্দৌলার নিধন। কবি এই সর্গটিকে 'শেষ আশা' নাম দিয়াছেন। যদি আমাদের ইচ্ছা অনুসৃত হইত, তবে আমরা ইহার এক নাম রাখিতাম মহাপাতক, আর এক নাম রাখিতাম—আশার নির্ব্বাণ। এখানেই সকলের সকল আশা ফুরাইল, প্রদীপ চিরদিনের তরে নিভিয়া গেল। এই সর্গের সমুদয় অংশ সমান হৃদ্য হয় নাই, কিন্তু এক একটি স্থান আশ্চর্য্য। পাঠক কখন দুঃখে গলিয়া পড়িবেন, কখন ভয়ে স্তম্ভিতবৎ হইবেন। যখন মনুষ্যকুলের চির-কলঙ্ক কুমার মিরণের জনৈক পাপ সহচর কারাগারের গম্ভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া সিরাজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছে এবং সেই দুঃখ-জর্জ্জরিত, অর্দ্ধমৃত, হতভাগ্য যুবার শিরচ্ছেদের জন্য করে খড়্গ তুলিয়াছে, তখন দয়ার্দ্রচিত্ত কবি উপদেশ করিতেছেন—

"রে নির্দ্দয় অনুচর! কৃতঘ্ন হৃদয়ে,
কি কাযে উদ্যত আজি নাহি কি রে জ্ঞান?
কেমনে রে দুরাচার! কেমনে নির্ভয়ে
নাশিতে উদ্যত আজি নবাবের প্রাণ?"

* * * * *

"ডুবিবে, ডুবিছে, পাপী আপনি আপন;
শৃঙ্গচ্যুত শিখাখণ্ড ত্যজিয়া শিখর
পড়ে যবে ধরাতলে, কি কায তখন
আঘাত করিয়া তার পৃষ্ঠের উপর।"

পলাশির যুদ্ধ কাব্যের ভাষা কিরূপ হৃদয়-হারিণী হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ এরূপ সরস, সরল ও সুখপাঠ্য কবিতা এদেশীয়েরা অধিক দেখেন নাই। আমাদিগের বিবেচনায় ইংরাজি ভাষার সহিত ওয়াল্টার স্কটের "লেডি অব্ দি লেক" নামক কাব্যের যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালা ভাষার সহিত "পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের সেই সম্বন্ধ থাকিবে। তবে, কবিবর নবীনচন্দ্র ইংরেজী ভাষার প্রাণগত রসকে বাঙ্গালা ভাষায় ঢালিতে গিয়া স্বজাতির যেমন কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, মধ্যে মধ্যে তেমনি দুই একটি অসহ্য অপরাধও করিয়াছেন। যথা,—'পাড়া-প্রতিবাসী ত্রাস',—'চিত হয়ে পড়ে দাও দাঁড়ে টান' ইত্যাদি। গ্রাম্যতা-দোষে দুষিত এইরূপ এক একটি পংক্তি, দুগ্ধ কুম্ভে গোময়ের প্রক্ষেপের ন্যায় এক একটি মনোহর কবিতাকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু কবি কিছু পরেই আবার এমন এক একটি সুধানিঃস্যন্দিনী কবিতা বঙ্গ-ভারতীর কণ্ঠে তুলিয়া দিয়াছেন যে, দেখিয়া তাঁহার সকল অপরাধ ভুলিয়া গিয়াছি। নিম্নে ইহার উদাহরণ দেখ।

"শোভিছে একটি রবি পশ্চিম গগনে
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে।"

* * * * *

"প্রিয়ে কেরোলাইনা আমার!
যেই প্রেম অশ্রুরাশি আজি অভাগার
ঝরিতেছে নিরবধি,
তরল না হত যদি
গাঁথিতাম সেই হার তব উপহার
কি ছার ইহার কাছে গোলকন্দহার!"

পলাশির যুদ্ধে এরূপ কবিতা এবং এইরূপ ললিত পদাবলীর অভাব নাই। যেন লেখনী অবিরত মুক্তাফল প্রসব করিয়াছে। যখন বাল্মীকি কবিতা লিখিয়াছেন, তখন তাঁহাকে পরকীয় পদানুসরণ করিতে হয় নাই; যখন হোমের বীররসে মত্ত হইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে সেই এক গীত গাহিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে আর কাহারও কণ্ঠানুকরণ করিতে হয় নাই। কিন্তু নূতন কবিদিগের সে সৌভাগ্য সম্ভবে না। তাঁহারা প্রকৃতির নিকট যত না শিখিয়া থাকিবেন পূর্ব্বতন কবি সম্প্রদায়ের নিকট তাহা অপেক্ষা অধিক শিখেন। সুতরাং তাঁহারা অনুকারী। নবীন বাবুও অনুকরণের অপবাদ হইতে নির্ম্মুক্ত নহেন। সিরাজদ্দৌলার বিকট স্বপ্ন দর্শনে সেক্সপীয়রের তৃতীয় রিচার্ড নামক নাটকের স্বপ্নদর্শন স্পষ্ট প্রতিভাত রহিয়াছে; চাইল্ড হেরল্ডের তৃতীয় কাণ্ডস্থ কতিপয় কবিতায় নৃত্য গীতের যাদৃক্ বর্ণনা আছে, পলাশির যুদ্ধে কোন কবিতায় তাহার ছায়া পড়িয়াছে, এবং বায়রণ ও স্কটকে আরও অনেক স্থলে অনুকরণ করা হইয়াছে। ইহাকে আমরা দোষ বলি না। কারণ, এ দোষে সকলেই সমান দোষী। দোষ অথবা অপূর্ণতার কথা বলিতে হইলে পলাশির যুদ্ধের বিশেষ দোষ কিংবা অপূর্ণতা এই যে, ইহাতে মনুষ্য চরিত্রের বিশদ চিত্র নাই। ইহার পাঠাবসানে মনে কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট ভাব এবং অত্যুৎকৃষ্ট বর্ণনা দৃঢ় নিবদ্ধ থাকে, কিন্তু উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট কোন একটি চরিত্র তেমন চিত্রিত থাকে না।

নবীন বাবু প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি। আমরা ভরসা করি, তিনি ভবিষ্যতে আমাদিগের এই ক্ষোভ দূর করিবেন। বঙ্গভাষা স্বদেশ-

হিতৈষী সহৃদয় বঙ্গবাসীর প্রাণ-স্বরূপ। সেই বঙ্গভাষা যাঁহা কর্তৃক অলঙ্কৃত হইল, তাঁহাকে অবশ্য আমরা ভালবাসিব। এবং যাঁহাকে ভালবাসিব তাঁহার নিকট কেন না আশা করিব ?

২

বঙ্গদর্শনে ৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পলাশির যুদ্ধ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত। এবং পলাশির যুদ্ধ অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত। কেন না ইহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই। সুতরাং কাব্যকারের ইহাতে বিশেষ অধিকার। এই জন্যই বোধ হয়, মেকলে ক্লাইবের জীবনচরিত নামক উপন্যাস লিখিয়াছেন। যাহা হউক, তাহার সঙ্গে আমাদের এক্ষণে কার্য্য নাই ; নবীন বাবুর গ্রন্থের কথা বলি।

প্রথম সর্গে, নবদ্বীপনিবাসী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি পাঁচজন বঙ্গীয় প্রধান ব্যক্তিরা শেঠদিগের আগারে বসিয়া সিরাজদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিবার পরামর্শ করিতেছেন। এই সর্গ যে কাব্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় এমত আমাদিগের বোধ হয় নাই। অন্ততঃ ইহা কিছু সংক্ষিপ্ত করিলে কাব্যের কোন হানি হইত না। ইহার দ্বারা কাব্যের প্রধান অংশ সূচিত এবং প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং নবীন বাবুর স্বাভাবিক কবিত্বের পরিচয় ইহাতে বিলক্ষণ আছে। এই একটি উদাহরণ দিতেছি। কৃষ্ণচন্দ্রকৃত সিরাজদ্দৌলার রাজ্যবর্ণন—

(প্রথম সর্গ হইতে ৪০ শ্লোক)

রাণী ভবানীর উক্তি অতি সুন্দর, এবং বড়্‌যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে

তাঁহার বাক্যসকল জ্ঞানগর্ভ। তাহা হইতে, হিন্দু যবনে যে সম্বন্ধ তদ্বিষয়ক নিম্নোক্ত উপমাটি উদ্ধৃত করিলাম—

নাহি বৃথা জাতিদ্বন্দ্ব ধর্ম্মের কারণে—
অশ্বত্থ পাদপজাত উপবৃক্ষমত
হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত ॥

ষড়্‌যন্ত্রে এই স্থির হইল যে, ইংরাজের সাহায্যে অত্যাচারী সিরাজদ্দোলাকে দূর করিতে হইবে—সিরাজের সেনাপতিও তাহাদিগের সহিত মিলিত হইবেন। রাণী ভবানী এই পরামর্শের বিরোধিনী। ইংরাজের সাহায্য যাহা হইবে,—তাহা দৈববাণীর ন্যায় কথা পরম্পরায় রাণী বুঝাইয়া দিলেন, পরে নিজ মত এইরূপ প্রকাশ করিলেন—(প্রথম সর্গ ৬৫ হইতে ৬৬ শ্লোক)————

বলা বাহুল্য, যে এ পরামর্শ মত কার্য্য হইল না; এইখানে প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গে কাব্যের যথার্থ আরম্ভ। এইখান হইতে কবিত্বের উৎকর্ষ দেখা যায়। দ্বিতীয় সর্গ হইতে এই কাব্যে, কবিত্ব-কুসুম এরূপ প্রভূতপরিমাণে বিকীর্ণ হইয়াছে, যে কোন স্থান উদ্ধৃত করিবে, সমালোচক তাহার কিছুই স্থিরতা পায় না। ইচ্ছা করে সকলই উদ্ধৃত করি। এরূপ অপর্যাপ্ত পরিমাণে যিনি এ দুর্লভ রত্ন ছড়াইতে পারেন, তিনি যথার্থ ধনী বটেন।

কাটোয়া হইতে ইংরেজ সৈন্যের নদী পার হওয়ার চিত্র তপন-চিত্রিত ফটোগ্রাফতুল্য—এবং ফটোগ্রাফে যে অদ্ভুত রশ্মি নাই—ইহাতে তাহা আছে। অপরাহ্ন হইয়াছে—

(দ্বিতীয় সর্গ ১ হইতে ৩ শ্লোক)—

সৈনিকদিগের কেবল বাহ্য দৃশ্য নহে, আন্তরিক ভাবও সুচিত্রিত হইয়াছে! গঙ্গা পার হইয়া, সেনাপতি ক্লাইব তরুতলে বসিয়া, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যচিন্তিত। ভাবী ঘটনার অনিশ্চয়তা এবং আপনার দুঃসাহসিকতা পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি শঙ্কিত। এই অবস্থায় ইংলণ্ডীয় রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে দর্শন দিয়া, তাঁহাকে আশ্বাসিত করেন। সেই চিত্রটি, যথার্থ কবির সৃষ্টি; রাজলক্ষ্মীকে কবি এক অপূর্ব্ব মহিমায় শোভায় পরিমণ্ডিত করিয়াছেন।

(২য় সর্গ ৩৫ হইতে ৩৬ শ্লোক)—

তাঁহার বাক্যগুলি আকাশ প্রসূত মেঘধ্বনির ন্যায় আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। (২য় সর্গ ৫০ শ্লোক)—

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের বর্ণনায়, কবির কবিত্ব প্রকাশ। নিম্নোদ্ধৃত ক্ষুদ্র চিত্রটি দেখ—(২য় সর্গ ৫৪ শ্লোক।)—

ঐ তরণীর নাবিকদিগের গীত অতি মনোহর—বায়রণের যোগ্য। গীতটি শুনিয়া বায়রণকৃত নাবিকদস্যুর গীত মনে পড়ে। (গীত ৬৯ পৃষ্ঠা)

তৃতীয় সর্গের আরম্ভে সিরাজদ্দৌলার শিবিরে নৃত্য গীতের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। এমত সময়ে, সহসা ইংরেজের বজ্র গর্জ্জিয়া উঠিল। পুনশ্চ, বায়রণকৃত, ওয়াটালু'র যুদ্ধের পূর্ব্বরাত্রির বর্ণনা স্মরণ পড়ে—

"There was a sound of revelry by night", &c.

নিম্নলিখিত গায়িকার বর্ণনাও বায়রণের যোগ্য—

"বাণী-বীণা-বিনিন্দিত স্বর মধুময়
বহিছে কাঁপায়ে রক্ত অধরযুগল;

বহিতেছে সুশীতল বসন্তমলয়
চুম্বি পারিজাত যেন, মাথি পরিমল ;
বিলাসবিলোল যুগ্ম নেত্রনীলোৎপল
বাসনা-সলিলে, মরি, ভাসিছে কেবল !"

তোপের শব্দে নৃত্যগীত ভাঙ্গিয়া গেল—সিরাজদ্দৌলা ভবিতব্য চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার উক্তিগুলিতে, তাঁহার স্বার্থপর, অধ্যবসায়বিহীন, দুর্ব্বল, ভীত চিত্ত অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত প্রকটিত হইয়াছে। এই কাব্যে কবি চরিত্রের আশ্লেষণ শক্তির তাদৃশ পরিচয় দেন নাই বটে, কিন্তু এই স্থলে বিশ্লেষণ শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন।

নবাব, আপনার কর্ম্মফল ও চরিত্র-দোষ চিন্তা করিয়া, ভয়বিমূঢ় হইয়া, মীরজাফরের শরণ লইব বলিয়া দৌড়িলেন, কিন্তু ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার একজন স্নেহময়ী মহিষী তাঁহাকে তুলিয়া অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন। এদিকে এক বৃটিশ্ যুবক—প্রিয়ে কেরোলাইনা আমার!

ইত্যাখ্য এক সুমধুর গীতধ্বনি বিকীর্ণ করিতে লাগিল—এইরূপে রজনী প্রভাত হইল। তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত হইল।

এই কাব্যের বিশেষ একটি, দোষ, কার্য্যের মন্থরগতি। ইহাতে কার্য্য অতি অল্প; যাহা আছে, তাহার গতি অতি অল্পে অল্পে হইতেছে। অল্প ঘটনার বিস্তীর্ণ বর্ণনায় সর্গ সকল পরিপূরিত হইতেছে। প্রথম সর্গে রাজগণ পরামর্শ করিলেন, এই মাত্র; দ্বিতীয় সর্গে ইংরেজসেনা গঙ্গা পার হইয়া পলাশিতে আসিল, এই মাত্র;

তৃতীয় সর্গে কিছুই হইল না। কিন্তু কবির ওজস্বিনী কবিতার মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া, এ সকল দোষ লক্ষিত করিবার অবকাশ পাওয়া যায় না।

চতুর্থ সর্গে পলাশির যুদ্ধ। যুদ্ধবর্ণনা অতি সুন্দর—

(১১০ পৃষ্ঠা ১ হইতে ২৩ শ্লোক পর্য্যন্ত)—

তৎপরে মোহনলালের যে বীরবাক্য আছে, তাহা আরও সুন্দর। সত্য ইতিহাসে ইহা কীর্ত্তিত আছে যে, হিন্দু সেনাপতি মোহনলাল পলাশি ক্ষেত্রে ক্লাইবকে প্রায় বিমুখ করিয়াছিল, এবং যদি মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা না করিতেন, তবে ভারতসাম্রাজ্য অদ্য কে ভোগ করিত তাহা বলা যায় না। যবনসেনা পলায়নোদ্যত দেখিয়া মোহনলাল তাহাদিগকে ফিরাইবার জন্য যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিব কি? না, পাঠকের ইচ্ছা হয়, বিরলে বসিয়া আপনি পাঠ করিবেন।

তাঁহার বাক্যে সৈন্য আবার ফিরিল, আবার রণ হইতে লাগিল—কিন্তু এমত সময়ে শঠ মিরজাফরের পরামর্শে নবাব রণ স্থগিত করিবার আজ্ঞা প্রচার করিলেন। নবাবের সৈন্য তখন রণে নিবৃত্ত হইল। তাহা দেখিয়া ইংরেজ দ্বিগুণ বল করিল—

(চতুর্থ সর্গ ৬০ হইতে ৬৩ শ্লোক)—

ইংলণ্ডের রণজয় হইল—সূর্য্যাস্ত হইল—কবি সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া নিজ মনের কথা কিছু লিখিয়াছেন, কিন্তু এরূপ উপাখ্যান কাব্যে এতাদৃশ দীর্ঘ মন্তব্য, আমাদিগের বিবেচনায় যথাস্থানে নিবিষ্ট নহে। চাইল্ড্ হেরল্ডে বায়রণ সচরাচর এইরূপ মন্তব্য

পদ্যে বিন্যস্ত করিয়া লোকমুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু চাইল্ড হেরল্ড বর্ণনা কাব্য, আর পলাশির যুদ্ধ উপাখ্যান কাব্য। যাহা চাইল্ড হেরল্ডে সাজে, পলাশির যুদ্ধে তাহা সাজে না। এই কাব্যে কার্য্যের গতিরোধ করা কর্ত্তব্য হয় নাই। কিন্তু এ কাব্যের কার্য্য অতি মন্দগামী, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

পঞ্চম সর্গে জেতৃগণের উৎসব, সিরাজদ্দৌলার কারাবাস ও মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে।

মেঘনাদবধ, বা বৃত্রসংহারের সহিত এই কাব্য তুলনা করিতে চেষ্টা পাইলে, কবির প্রতি অবিচার করা হয়। ঐ কাব্যদ্বয়ের ঘটনা সকল কাল্পনিক, অতি প্রাচীনকালে ঘটিয়াছিল বলিয়া, কল্পিত এবং সুরাসুর রাক্ষস বা অমানুষিক শক্তিধর মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত; সুতরাং কবি যে ক্ষেত্রে যথেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিয়া আপনার অভিলাষ মত সৃষ্টি করিতে পারেন। পলাশির যুদ্ধের ঘটনা সকল ঐতিহাসিক, আধুনিক; এবং আমাদিগের মত সামান্য মনুষ্যকর্ত্তৃক সম্পাদিত। সুতরাং কবি এস্থলে, শৃঙ্খলাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীতে বদ্ধ, আকাশে উঠিয়া গান করিতে পারেন না। অতএব কাব্যের বিষয়নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নবীন বাবুকে সৌভাগ্যশালী বলিতে পারি না।

তবে, এই কাব্যমধ্যে ঘটনাবৈচিত্র্য, সৃষ্টিবৈচিত্র্য সঙ্ঘটন করা, কবির সাধ্য বটে, তৎসম্বন্ধে নবীন বাবু তাদৃশ শক্তি প্রকাশ করেন নাই। বৃত্রসংহারের একটি বিশেষ গুণ এই যে, সেই এক খানি কাব্যে উৎকৃষ্ট উপাখ্যান আছে, নাটক আছে, এবং গীতিকাব্য আছে। পলাশির যুদ্ধে, উপাখ্যান এবং নাটকের ভাগ অতি অল্প—

গীতি অতি প্রবল। নবীন বাবু বর্ণনায় এবং গীতিতে এক প্রকার মন্ত্রসিদ্ধ। সেইজন্য পলাশির যুদ্ধ এত মনোহর হইয়াছে।

এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপি-প্রণালীর সঙ্গে বায়রণের লিপি-প্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। চরিত্রের আশ্লেষণে দুইজনের একজনও কোন শক্তি প্রকাশ করেন নাই—বিশ্লেষণে দুইজনেরই কিছু শক্তি আছে। নাটকের যাহা প্রাণ—হৃদয়ে হৃদয়ে "ঘাত প্রতিঘাত"—দুইজনের একজনের কাব্যে তাহার কিছুমাত্র নাই। কিন্তু অন্যদিকে দুইজনই অত্যন্ত শক্তিশালী। ইংরেজীতে বায়রণের কবিতা তীব্রতেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা। তাঁহাদিগের হৃদয়-নিরুদ্ধ ভাবসকল, আগ্নেয় গিরিনিরুদ্ধ অগ্নিশিখাবৎ—যখন ছুটে, তখন তাহার বেগ অসহ্য। বায়রণ স্বয়ং এক স্থানে কোন নায়কের প্রণয়বেগে বর্ণনাচ্ছলে নায়ককে যাহা বলাইয়াছেন, তাঁহার নিজের কবিতার বেগ এবং নবীনবাবুর কবিতার বেগ সম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে।

* * * *

But mine was like the lave flood
  That boils in Etna's breast of flame
I cannot praise in pulling strain
Of lady-love and beauty's chain
If changing cheek and scorching vein
Lips taught to writhe but not complain
If bursting heart, and madd'ning brain
And daring deed and vengeful steel
And all that I have felt and feel
Betoken love, that love was mine,
And shown by many a bitter sign *

নবীন বাবুরও যখন স্বদেশবাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না। সেও গৈরিক নিঃস্রবের ন্যায়। যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি যদি ভয়শূন্য তেজোময় সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্ব্বাসাপ্রার্থিত ক্রোধ, দেশবাৎসল্যের লক্ষণ হয়,—তবে সেই দেশবাৎসল্য নবীন বাবুর এবং তাহার অনেক লক্ষণ এই কাব্যমধ্যে বিকীর্ণ হইয়াছে।

বায়রণের ন্যায় নবীন বাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ; বায়রণের ন্যায় তাঁহারও শক্তি আছে যে, দুই চারিটি কথায় তিনি উৎকৃষ্ট বর্ণনার অবতরণ করিতে পারেন। ক্লাইবের নৌকারোহণ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। কিন্তু অনেক সময়েই, নবীন বাবু সে প্রথা পরিত্যাগ করিয়া, বর্ণনায় অনর্থক কালহরণ করেন।

যাহাই হউক, কবিদিগের মধ্যে নবীন বাবুকে আমরা অধিকতর উচ্চ আসন দিতে পারি না পারি তাঁহাকে বাঙ্গালার বায়রণ বলিয়া পরিচয় করিতে পারি। এ প্রশংসা বড় অল্প প্রশংসা নহে। পলাশির যুদ্ধ যে বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডারে একটি অমূল্য রত্ন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

উপসংহারকালে, পাঠকদিগকে আমরা একটা কথা বলিব। পলাশির যুদ্ধের আমরা রাখিয়া ঢাকিয়া পরিচয় দিয়াছি। যদি তাঁহারা ইহার যথার্থ পরিচয় লইতে ইচ্ছা করেন, আদ্যোপান্ত স্বয়ং পাঠ করিবেন। যে বাঙ্গালি হইয়া, বাঙ্গালির আন্তরিক রোদন না পড়িল, তাহার বাঙ্গালি-জন্ম বৃথা।

REVIEW.

The Battle of Plassey, a Bengali Poem by Nobin Chunder Sen.

The poem now before us is from the pen of one who needs no introduction to the Bengali reading public. The readers of the "Banga Darsan" will recognise in him the author of those charming little pieces, which have so often "taken their prisoned souls captive and lapped them in Elysium." The energy of his lines has already ranked him as the Byron of the East.

The subject of the poem under notice is the battle of Plassey—a subject which recalls to him many old associations and historic traditions. It was on the plains of Plassey that the British standard, which now waves over the whole continent of India, was first unfurled. The Revolution, which placed England on the throne of India, was heralded on the battle-field of Plassey. The subject, therefore, is a fertile theme for a poet, and Babu Nabin Chunder Sen has put forth his best power in dealing with it.

In the choice of his subject, however, the poet had to contend with many difficulties. Unlike the athors of the "Megnadhbadh" and the "Vritra Sanghara" he has chosen a subject which derives no light from the great classical poems of our country. The leading characters in the memorable drama are still fresh in the minds of the people, but their deeds have not, up to this time, been made the theme of either song or ballad. He had, therefore, to depend solely upon his own imagination for the elaboration of his figures for filling in the light and shade of his brilliant picture. But the event being a comparatively recent one, he could not draw too largely on his imagination. He could

not exceed the bounds of truth and probability. He could not, like Milton, create giants wielding spears.

——To equal which the tallest pine
Hewn on Norwegian hills to be the mast
Of some tall admiral were but a wand.

Nor like Valmiki make his hero carry the sun under his arm. Unlike also the heroes of the Illiad, his characters are not protected by that veil of classical sanctity into which the gaze of vulgar curiosity dare not penetrate. He has been obliged to confine himself to hard facts and stern rea lities, and admirably, we must admit, he has executed his task in spite of his difficulties.

We now come to the poem itself. Though commemorating a great event, it can hardly be called an epic poem, for it has none of the elements that constitute a poem of this nature. It is half lyric, half narrative. The descriptive element also enters slightly into its composition. It is divided into five cantos. The first canto introduces us to a secret conclave of conspirators discussing the best means of deposing that blot on royalty—the Nawab Serajadowlah. Portions of this canto appear to us to be somewhat laboured. It contains passages,however, which give evidence of a very high order of imagination. We hardly know of anything more beautiful in the whole range of Bengali poetry (Messrs Datta's and Banerjea's writings excepted) than the opening lines of this canto. We regret that our columns will not allow us to quote them at length; we will, therefore, content ourselves by referring the reader to the original. It would be doing, however, injustice to the poet if we did not subjoin a translation of the concluding lines of Rani Bhowani's speech. We only regret that our translation

does not contain a tithe of the force and beauty of the original.

* * * * *

Noble sentiments these, but rather overdrawn, for a Bengali lady ! Of the merits of second canto we cannot speak too highly. If our author had not written anything else, this single canto would have placed him high in the rank of poets. It is here where he displays his descriptive powers to the best advantage The pencil of the painter could not have given us a more vivid picture of the British camp than what has been presnted to us by the graphic pen of Nobin Chunder. We translate the few opening lines ;—

"The azure heavens, decked with golden clouds, were smiling above ; beneath danced the playful Gunga, whose waters of liquid gold were kissed with a melodious murmur by the gentle evening breeze ; only a single sun decked the western sky, while on Gunga's limpid stream danced a thousand reflected ones."

But the part which has pleased us most is the interview of Clive with the guardian goddess of England. The richness and originality of imagery, the brilliant flights of fancy, and the striking vigour of the lines remind us of the wild freedom of the Byronic Muse. We will allude to one more of the numerous gems scattered throughout this canto—we mean the war-song of the British soldier while crossing the Ganges. Although it comes from the pen of a Bengali, it will not suffer in comparison with any similar production by foreign writers.

The third canto discloses to our view the camp of Serajadowlah. Here the reader cannot but be struck with the contrast so forcibly drawn between the English camp

and that of the effeminate Mahomedan. The helplessness of the Nawab when he was first awakened to a sense of his danger by the roar of the British cannon, and his eagerness to throw himself on the protection of Meer Jaffer reveal to us in its truest light the character of the voluptuous tyrant, who wielded the sceptre only to minister to his own pleasure. We now come to the 4th canto which brings us to the field of Plassy. The description of the battle, though wanting in minuteness of detail, is spirited enough to produce in the mind of the reader the effect of reality. The exhortation of Mohan Lall to the panic-striken soldiers of the Nawab appears to us to breathe the true spirit of patriotism and might be aptly put into the mouth of one of Homer's heroes. Of the 5th canto we have nothing to say in particular. It merely records the sequel of the battle and closes with the assassination of Serajadowlah.

One word more and we have done. We cannot sufficiently praise Babu Nobin Chunder Sen for the purity of taste and delicacy of feeling which pervade his poem. Throughout the work we have not met with a single idea or line that might offend the most delicate ear.

M. O. C. Dutt in the *Hindu Patriot.*

ଓଡ଼ିଆ ୧୨୬